আলোড়ন

জাতীয় সমস্যা ও
সংকট নিরসন প্রশ্নে

কর্ণেল (অবঃ)
ফারুক

"এ দেশের পঞ্চমবাহিনী দেশকে বিক্রি করছে, সীমান্ত রেখা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের সব শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজকে ভাঙা ভাঙা অবস্থায় বিরাজমান জনগণের খন্ডিত শক্তিসমূহকে জোড়া দিয়ে জনগণের মূলশক্তিকে যদি সুসংহত না করতে পারি, তাহলে এ দেশকে গোলাম বানাতে কামান-বন্দুকের দরকার পড়বে না। ঘরের শত্রু বিভীষণরা রাতের অন্ধকারে ডেকে আনবে আমাদের শত্রু পক্ষকে। সকালে উঠেই দেখবেন আপনার হাত-পা গোলামীর শিকলে বাঁধা। .....

..... দালাল চরিত্রের ভীরু-কাপুরুষ নেতা ও নেত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না। তারা অতীতেও যেমন নিরাশ করেছে, আগামীতেও একইভাবে নিরাশ করবে। এখন এ দেশের ভাগ্যহত মানুষের একমাত্র ভরসা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই একটি মাত্র সম্পদই মুসলমানদের ভারতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে।"

– কর্ণেল (অবঃ) ফারুক

আলোড়ন

জাতীয় সমস্যা ও সংকট নিরসন প্রশ্নে

কর্নেল (অবঃ) ফারুক

সম্পাদনায় ঃ গোলাম কবীর

পেট্রিয়ট পাবলিকেশন্স

ঈশ্বরদী পাবনা

আলোড়ন

প্রথম সংস্করণ

১লা জানুয়ারী ১৯৯৫

প্রকাশনায়

পেট্রিয়ট পাবলিকেশন্স

ঈশ্বরদী পাবনা

কম্পোজ

স্যানরক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ

মূল্য

শোভন ৫০ টাকা

সুলভ ৩৫ টাকা

Aloron

Edited by Ghulam Kabir, Published by
Petriot Publications Ishurdi Pabna, Bangladesh.

আমাদের কথা

স্বার্থান্বেষী ওমরাহ হিন্দু রাজা মহারাজা শেঠ বেনিয়া আর বৃটিশদের যৌথ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সুবে বাংলার পতন হয়েছিল। একটানা দু'শত বছরের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল এদেশের মুসলমানদের। মুক্তিকামী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বৃটিশ বিরোধী লড়াইয়ের সুযোগে সব রকম সুবিধা আর ফায়দা লুটে নিল বর্ণবাদী হিন্দুরা। মুসলমানরা পরিণত হল কড়ির কাঙালে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে হল নিঃস্ব, শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হল সর্বহারা। বিশ্ববিজয়ী ব্যাঘ্র শাবকদের ভেড়ায় পরিণত করার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে তাদের সত্যিকার ইতিহাস থেকে সরিয়ে দেয়া হল সুকৌশলে। মুসলমানদের প্রাণশক্তি ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত জেহাদী জজবাত কেড়ে নিয়ে তাদের নিরস্ত্র হাতে তুলে দেয়া হল তসবীর দানা, রণাঙ্গন বিস্মৃত হয়ে মিলাদ মহফিলে নাজাত অনুসন্ধানে ব্যস্ত হল অনেকে। এসব সংঘটিত হল বৃটিশ বেনিয়া ও হিন্দু কুচক্রীদের যৌথ ষড়যন্ত্রে।

এত করেও ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি রুখতে পারল না ইসলাম বিরোধী অপশক্তি। বাংলার মুসলমান ও উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের সম্মিলিত সংগ্রামে ভারত দ্বিখন্ডিত হল। সব শিল্পাঞ্চল, সব উন্নত ও সমৃদ্ধ এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। অর্থনৈতিক সুবিধা বঞ্চিত অনুন্নত পশ্চাতপদ এলাকা নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান। আর পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাতপদ সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চল ছিল বাংলাদেশ। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পশ্চিম দুটো অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তানের খুঁড়িয়ে যাত্রা শুরু হল অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। নতুন প্রেরণা নতুন উদ্দীপনায় দেশ গড়ায় নিমগ্ন হল এদেশের মানুষ। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে থাকল না। নতুন আঙ্গিকে নতুন পর্যায়ে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হল। অন্যদিকে বামপন্থী কুচক্রী এবং ইসলামবিরোধী অপশক্তি সম্মিলিতভাবে জনস্বার্থের সূত্র ধরে ময়দানকে উত্তপ্ত করা শুরু করল। এর সাথে আকাশবাণীর প্রচারণা দিল্লীর বৈষয়িক মদদ এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত উদ্যোগ এদেশের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী বৈরী মনোভাব সৃষ্টির যোগান দিল। ক্ষমতাসীনরা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে এমনই বিব্রত রইল যে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট বৈরিতা দূর করার উদ্যোগের কথা ভেবেও দেখল না। ফল যা হবার তাই হল। খুঁড়িয়ে চলা জাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যখন কেবলি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে সে সময় যুদ্ধ চাপিয়ে দিল ভারত। দেশপ্রেমিক জনগণ ও আমাদের দুর্ধর্ষ সৈনিকেরা প্রতিহত করল ভারতের আক্রমণ। এদেশকে নিয়ে আবারো শুরু হল নতুন আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। পঁয়ষট্টির পরাজিত শক্তি ভারতই শুধু এদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অবতীর্ণ হল তা নয়, পরাশক্তিগুলোও বাইরে রইল না। তাদের ষড়যন্ত্রে, তাদেরই মদদপুষ্ট হয়ে, তাদেরই দিক-নির্দেশনায় আমরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম, রক্তাক্ত হলাম এবং বিভক্ত হলাম দুটো শিবিরে। পাকিস্তান খন্ডিত হল। দিল্লীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীন হলাম।

স্বাধীনতার পর আমরা কি দেখলাম? দেখলাম, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ভান্ডার লুট হতে। দেখলাম- পাকিস্তান আমলের পরিপূর্ণ খাদ্য গুদামগুলো শূন্য হতে, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হতে। এমনকি বিদেশী রিলিফ সামগ্রীর জাহাজগুলো কোলকাতায় নোঙ্গর করতে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর রফিকুল ইসলামের ভাষায়- স্বাধীনতার পর কি হল? এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল, বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা, কলকারখানা ধ্বংস হল। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলি খেলায় নেচে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হল অনেকে। সেই সব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন তারা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। পুরো দেশে ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসা। আখতারুল আলম লিখলেন 'আওয়ামী বাকশালীরা যাই মনে করুন বাংলার মানুষ ঠিকই বুঝে নিয়েছিল যে এটা ছিল সেই মারাত্মক খেলারই এক অনিবার্য পরিণতি যে খেলার গোটা মাঠে একদিকে ছিলেন শেখ মুজিব এবং অন্যদিকে ছিল কমিউনিষ্ট রাশিয়ার ধুরন্ধর বরকন্দাজরা। ভারতের দোসর হিসেবে বর্ডার চুক্তির নামে বেরুবাড়ী ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। ফারাক্কা চুক্তির নামে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর কারসাজি করা হয়েছিল, টাকা বদলের নামে বাংলাদেশের অর্থনৈতিকে ফোকলা করে দেয়া হয়েছিল, বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তা পচা মালের বাজারে। পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কোলকাতার পাটকলগুলো কয়েক শিফট চালিয়েও কাজ কুলাতে পারত না'।

স্বাভাবিকভাবে সোনার বাংলা পরিণত হল শূন্য ভান্ড, তলাবিহীন ঝুড়িতে। অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এদেশটিতে নেমে এল মহাকালের দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করল ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গুপ্তহত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি থেকে শুরু করে সব রকম অপরাধ সংঘটিত হতে লাগল প্রতিদিন। সেই সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বললেন- 'আমরা কেয়ামতের কাছাকাছি এসে পৌছেছি। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই'।

ইন্দিরা রচিত নাটকের শেষ দৃশ্যের মহড়া শুরু হল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের লাশের উপর দিয়ে। শুরু হল বাকশাল গঠনের প্রক্রিয়া। একনেতা এক দেশ গঠনের প্রস্তুতি চলল সমগ্র জাতিকে ভারতীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য। সেদিন ভারতের বরকন্দাজ ও ঠ্যাঙারে বাহিনীর সম্মুখে সমগ্র জাতি জিম্মি হয়ে পড়েছিল। তখন কোন নেতা ছিল না যে সংকট উত্তরণের জন্য শক্ত হাতে হাল ধরতে পারে, কোন দল ছিলনা যে দল মানুষের সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবে। সমস্ত নেতা সমস্ত

বুদ্ধিজীবী নতজানু হয়ে আনুগত্য প্রকাশের জন্য লাইন ধরে হাজির হয়েছিল মুজিবের দরবারে। আর যাদের মধ্যে ঈমানের কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল তারা আত্মগোপন করেছিল শাদ্দাদী জুলুম নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য। জাতি তখন দিশেহারা, নির্বাক, কণ্ঠ অবরুদ্ধ। সর্বত্র শ্মশানের বিভীষিকা। বোবা কান্না আর অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ পরিণতির অপেক্ষায় অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল দেশের মানুষ। দিল্লীর দোসর আর দালালদের ঘরে ঘরে চলছিল উল্লাস। অদৃশ্যে অবস্থান করে সব কিছুর নিয়ন্তা মহান আল্লাহ কোটি মানুষের নীরব কান্না সেদিন শুনেছিলেন।

দিল্লীর প্রযোজনায়,র'-এর পরিচালনায় নাটকের শেষ দৃশ্য আর মঞ্চস্থ হলো না। পনেরই আগষ্টের গভীর রাতে বিদ্যুৎ চমকের দৃশ্য দেখল সমগ্র পৃথিবী। শাদ্দাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হল। একটা বেদনাদায়ক কলংকিত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হল। নদীর গতি প্রবাহিত হল উল্টো দিকে। শ্বাসরুদ্ধ জনগণ কেবলি মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে কিন্তু তখনো মুক্ত মানুষগুলো কণ্ঠরোধের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ১৩৩৮টি বিনিদ্র রজনীর ধকলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জাতি গা-ঝাড়া দেয়ার আগেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র শুরু হল বঙ্গভবন থেকে সেনাছাউনি পর্যন্ত।

মসনদের মোহ ছিল না কর্নেল ফারুকের। একটি সফল বিপ্লবের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য আত্ম প্রচারের ক্ষীণতম প্রয়াসও তার মধ্যে ছিল না। একজন মোমিন হিসাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই তিনি বিপ্লবের বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে জাতির নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে। কিন্তু চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের দেশে সেটা সম্ভব হল না। সময়ের অভিঘাতে তাকে সরে যেতে হল দৃশ্যপটের বাইরে। তারপর ষড়যন্ত্র হত্যা লুটপাট আর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ উনিশটি বছর অতিক্রান্ত হল। কিন্তু জনগণ হতাশা, দুর্বিপাক, সংকট আর ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পেল না। আগষ্ট বিপ্লবের সম্ভাবনাময় দিনগুলো থেকে জাতিকে সরিয়ে দেয়া হল অনেক দূরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেশের মানুষ সংগ্রাম সংঘাত বিপ্লব আর আন্দোলনের ইন্ধন হয়ে কি চেয়েছে? মুক্তি। নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়া মানুষগুলো চেয়েছে মুক্তির নতুন দিগন্ত, চেয়েছে শোষণ বঞ্চনা জুলুম নিপীড়ন দৈন্যতা ও সংকট থেকে নাজাত পেতে। কিন্তু এই সব ম্লান মুক মুঢ়দের জন্য মুক্তির দিগন্ত রচনা করবে কে? পরাধীন মানসিকতাসম্পন্ন বিদেশী এজেন্ট অথবা কোন দালাল নেতৃত্ব? জাতীয় সমস্যা সমাধানের ভাবনা কি কারো মধ্যে আছে? মসনদের মোহে অন্ধমাতাল দলগুলো এবং বিদেশী শক্তি এবং দেশীয় মস্তাননির্ভর দেউলিয়া নেতৃত্ব জাতিকে কিছুই দিতে পারে না, এটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যখন জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা চলছে। যখন নেতৃবৃন্দ জাতীয় সম্পদ আর সম্ভাবনা লোপাটে ব্যস্ত, যখন জাতির ইজ্জত এবং আজাদী বিক্রির আয়োজন চলছে তখন কর্নেল ফারুক বিনিদ্র। ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান এবং পৃথিবীর যাবতীয় মতাদর্শ মন্থন করে ফিরছেন জাতীয় মুক্তির

অন্বেষায়। তিনি ঐশী গ্রন্থ আল-কোরআন থেকে পেয়েছেন গাইডেন্স, ইতিহাস থেকে নিয়েছেন অভিজ্ঞতা, ভূগোলের পাতায় পাতায় বিচরণ করে খুঁজে পেয়েছেন জাতির সম্ভাবনার উৎসগুলো। ঔপনিবেশবাদ সৃষ্ট সমস্যার স্তূপে হারিয়ে যাওয়া সমাধানগুলো হাতিয়ে পেয়েছেন। কর্নেল ফারুক, একমাত্র কর্নেল ফারুকই বিধ্বস্ত এজাতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত থেকে সম্ভাবনার সৈকতে টেনে আনতে পারেন বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এবং এর বাইরে অবস্থানকারী নিঃস্বার্থ রাজনীতিক এবং সমাজসেবীরা যারা জাতির শুভ দিনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন তারা এই অতি ছোট গ্রন্থ আলোড়ন এর প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে কর্নেল ফারুকের দিগন্ত প্রসারী চেতনাসমূহের খানিকটা আঁচ করতে সক্ষম হবেন। সময়ের স্বল্প ব্যবধানে সমাজের সচেতন এবং মুক্তিকামী মানুষগুলো তার শিবিরে, তার পাশে এসে দাঁড়াবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশ এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে, চলছে গোলামী চুক্তি নবায়নের উদ্যোগ। এখন আর বিদ্বেষ নয় বিভাজন নয়। এখন প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। পুরানো পাঁক থেকে বেরিয়ে আসার সময় সমাগত। মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময় এখন।

অতি সম্প্রতি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমি তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। বক্তব্যের কোন রাখ ঢাক নেই, সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। তাঁর ভাবনা, তাঁর চিন্তাচেতনা, তাঁর অন্তরে অভিব্যক্তিগুলোই তাঁর কণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছে। আমি তাঁর বক্তব্যগুলো অবিকৃত অবস্থায় উপস্থাপন করেছি। যে কারণে অনেক ইংরেজী শব্দ রয়ে গেছে। জাতির মূল সমস্যাসমূহ আমার প্রশ্নের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এর বাইরেও অনেকের অনেক জিজ্ঞাসা রয়ে যাবে। সময়মত আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছালে দ্বিতীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হবে।

আল্লাহ হাফেজ।

পশ্চিমপাড়া,
ঈশ্বরদী, পাবনা।
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪

গোলাম কবীর

❐ বৃটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বিভাগ– পূর্বকালে বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল হবে না। নিজস্ব যন্ত্রণায় সে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হবে। স্বাধীনতার পর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, এ দেশ ভাইসরয়ের প্রত্যাশার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন এদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল নয়? বিপন্ন এ দেশটিকে ভায়াবল করে তোলার বিশেষ কোন প্রোগ্রাম আপনার হাতে আছে কি?

–মাউন্ট ব্যাটেন তো ঠিকই বলেছিলেন। উনি-নেহেরু-গান্ধী মিলেই তো বাংলাকে ভাগ করলেন। বাংলা ভাগ করে সীমিত অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহ নিয়ে যে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হল, সেটা ছিল বৃহত্তর বাংলার জনগণের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা ছিল বৃটিশ আর বর্ণ হিন্দুদের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল। জিন্নাহ গ্রেটার বেঙ্গলের দাবীতে সোচ্চার হওয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে উৎসাহিত করেছিলেন তৎকালীন বাংলার আন্দোলনে। এমন কি শরত বসুর মত হিন্দু নেতৃবৃন্দও তার সহযোগী হয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন বৃহত্তর বাংলার জন্য। এসত্ত্বেও বৃটিশ আর বর্ণ হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের মুখে বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাব হালে পানি পেল না। জনগণের দাবী মুখ থুবড়ে পড়ল।

যেহেতু এটা ছিল ষড়যন্ত্র, সে কারণেই এমন অঞ্চলসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হল যার অর্থনৈতিক উপযোগিতা ছিল না। বাংলার ইমপর্টেন্ট অংশগুলো কেটে হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দেয়া হল। আপনারা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলাদেশের চারিদিক কাটা কাটা। তেল, পাহাড়, পাথর, শিল্প বন্দর সব সম্ভাবনাময় এলাকাগুলো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হল। সিলেটে গ্যাস আছে, এটা জানলে এটুকুও কেটে তুলে দেয়া হতো ভারতের হাতে। করিমগঞ্জ, আসাম ভ্যালি, মালদা, মুর্শিদাবাদ এসব তো ছিল মুসলিম মেজরিটি অঞ্চল। সোহরাওয়ার্দী কোলকাতায় বসে থাকলেন কোলকাতাকে আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। খাজা নাজিমুদ্দিন এখানে এলেন কিন্তু তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না মালদা মুর্শিদাবাদ (যেখানে ৩ দিন পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন ছিল) এবং কোলকাতাকে এদেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আপনারা যে বাংলাদেশের কথা বলছেন সেটা সম্পূর্ণটাই একটা ফ্রড। এদেশটা সৃষ্টি হয়েছে একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। একই খেলা নেহেরু– নেহেরুর বংশধর ভুট্টোগংরা খেলেছেন আমাদের নিয়ে। আপনারা বাংলার নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বানানোর চেষ্টা করেছেন, আমি মানি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কি আপনারা সত্যিকার স্বাধীন হতে পেরেছেন? এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে? হয়নি। স্বাধীন করতে হলে বাংলাদেশের যেটা রিয়াল স্টেট ছিল সেটা করতে হবে। সেই রিয়াল স্টেটটা কি? বেঙ্গল। এই বাংলা অনেক বড় ছিল। এই বাংলা এখন কাটতে কাটতে পূর্ববাংলারও অর্ধেক সাইজে এসে পৌঁছেছে। এটা টিকে থাকবে কেমন করে? আমি বলি, তবু এটা টিকে থাকতে পারত। কিন্তু ভারত যে এর অস্তিত্ব বিনাশের জন্য অধীর হয়ে আছে। ভারত তার পঞ্চম বাহিনী মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক দালালদের সব জায়গায় ঢুকিয়ে রেখেছে। এই যে ব্যাপক বিস্তৃত ষড়যন্ত্র,

এই যে জাতিকে ধ্বংস করার আয়োজন, এর সাথে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি উঠে পড়ে লেগেছে এ দেশকে ভারতের গোলামে পরিণত করার জন্য। তার উপরে আপনাদের অযোগ্য অপদার্থ নেতৃবৃন্দ ষড়যন্ত্রকারীদের দালালী করছে, তাদের মদদ দিচ্ছে। এ অবস্থায় তো কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। সবাই যদি একটা জাতিকে সব দিক দিয়ে স্যাবোটেজ করতে থাকে তাহলে এ জাতি যাবে কোথায়? আপনাদের যারা সো কল্ড নেতা আছেন তারা তাদের কর্মকান্ড দিয়ে প্রমাণ করছেন যে তারা সত্যিকার অর্থে বিদেশী এজেন্ট, দিল্লীর দালাল এবং পঞ্চম বাহিনী। এর পর কি ভাবতে পারেন? এদেশ টিকে থাকার মত বিপুল উপাদানও যদি থাকে তা সত্ত্বেও টিকে থাকা সম্ভব নয়।

এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কমতি নেই। এসবের সঠিক ব্যবহার দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এ সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ নির্বিকার। কেননা তারা পঞ্চম বাহিনী হয়ে গেছে। কারো কোন পরিকল্পনা নেই। শুধুমাত্র লুটপাট আর বিদেশের দালালী। এছাড়া তারা কিছুই ভাবতে পারে না। আমাদের ম্যানপাওয়ার আছে, বিদেশের সাথে ষড়যন্ত্র করে এই বিরাট সম্পদ এই ম্যানপাওয়ারকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে আমাদের নেতা আর আমলারা। আমাদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আছেন তারা বাংলার নামে সাংস্কৃতির নামে দেশের মানুষকে অশিক্ষিত অন্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত।

আমাদের প্রোগ্রাম আছে কিন্তু মনে রাখবেন অর্থনীতি জনগণ ছাড়া হয় না। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নেচারাল রিসোর্স কি? জন সম্পদ, পানি এবং জমি। আপনারা দোষ দিচ্ছেন অর্থনীতিকে। দোষ হচ্ছে লিডারশিপের, আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য মূলত দায়ী অথর্ব নেতৃত্ব। দোষ জনগণের নয়, মাটিরও নয়।

লিডারশিপের মানে কি? তারা জনগণকে অর্গানাইজ করবে, ম্যানেজ করবে, গাইডেন্স দিবে। এর জন্যই মূলত প্রয়োজন নেতৃত্ব। তা না হলে নেতার কোন দরকার আছে? শুধুমাত্র বক্তৃতা করার জন্য, গলাবাজির জন্য, অভিনয় করার জন্য, ড্যান্স দেয়ার জন্য, লাফালাফি করার জন্য কোন নেতার দরকার আছে? এসবের জন্য যাত্রাপার্টিই যথেষ্ট। যে সব আমলা আছে মনে রাখবেন তারা বৃটিশকালের বানানো আমলা অথবা তাদের নির্ধারিত ছকে সৃষ্ট আমলা। এদের কাজই হল জনগণের সম্পদ লুট করা। বৃটিশকালের বানানো আইন, বৃটিশ পদ্ধতিতে সৃষ্ট আমলা এবং বৃটিশ কালের বানানো রাজনৈতিক কাঠামো যদি রাখেন তাহলে তাদের কাছ থেকে আপনারা কি পাবেন? তাদের কাজ তো সব সময় ওটাই থাকবে- জনগণকে শোষণ করা। আপনারা রাজনীতি করছেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আপনারা জনগণকে গাইড করবেন অথচ আপনাদের কণ্ঠে সেই সেকেলে হিজমাস্টার ভয়েসের গান। সেই পুরানো স্টাইলের অভিনয়। আপনারা যদি সত্যিকার জাতীয় স্বার্থে স্বচ্ছ এবং স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণকে অর্গানাইজ করেন এবং উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মোবিলাইজ করেন তাহলে দেখবেন, আপনারা কারো থেকে কম নন। অন্য কোন জাতির তুলনায় আপনারা কম জোর থাকবেন না, থাকতে পারেন না।

আপনার পানি আছে, উর্বর সমতল জমি আছে। সালতানাত-এর পর থেকে এই চার শো বছর ধরে ভূমি সংস্কার এবং তার ফিজিক্যাল ইনফ্রাসটাকচারাল ওয়ার্ক হয়নি, হয়নি নদী সংস্কার ও নদী খননের কাজ। সালতানাতের সময় খুলনা ডিভিশনের যে ফিজিক্যাল ইনফ্রাসটাকচারাল ওয়ার্ক করা হয়েছে তার জন্য এটা ডেভেলপ করেছে। আপনারা জানেন খান জাহান একজন পীর সাহেব। আসলে তিনি ছিলেন জেনারেল, সুলতান তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আমাদের ডেফিনিট একটা প্রোগ্রাম আছে। পুরো জাতিকে ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসা। কোরআন যদি ফলো করেন তাহলে আপনি অবশ্যই একথার সাথে একমত হবেন যে, মোমেন যদি সৈনিক না হয় তাহলে তাকে প্রকৃত মোমিন বলা যায় না। রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, –' যে লোক মরে গেল কিন্তু জেহাদ করল না এবং জেহাদ করার ইচ্ছাও তার মনে জাগেনি সে মুনাফিকির একটা অংশ নিয়েই মরল।' (- মুসলিম, আবু দাউদ,) প্রধান এবাদত হল জেহাদের এবাদত। এই জেহাদের জন্য পুরো জাতিকে অর্গানাইজ করতে হবে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে।

আপনারা দাবী তুলেন "অধিকার" "অধিকার" "অধিকার"। আমি বলি ভাই দায়িত্বটা কার? কর্তব্যটা কার? গোটা জাতির কেউ যদি দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে না আসেন তাহলে প্রশ্ন আসবে, দেশটা কার? জমিটা কার? এ প্রশ্ন এলে দেখা যাবে আপনার তো কিছুই নেই। আপনি অধিকার চাচ্ছেন ফকিরের মত। অধিকার তো জন্ম হয় দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে। আমি বলি আমাদের প্রথম কাজ হবে বাধ্যতামূলক ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে গোটা জাতিকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন হিসেবে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে সবাই তার দায়িত্ব পালন করবে খাটবে কাজ করবে। আমাদের তো জমির কমতি নেই, কমতি নেই কোন জিনিসের। ক্লাইমেট না গরম, না ঠান্ডা। থাকা-খাওয়া কি এখানে খুব কঠিন ব্যাপার? আপনার বেসিক প্রয়োজনটা কি? আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আপনার মাটি পরিবেশ এবং প্রকৃতিই যথেষ্ট।

আপনারা সবাইতো অর্থনীতি অর্থনীতি বলে খুব চিৎকার করেন, কম বেশী সবাই চিল্লান। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক থিওরির গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে আপনারা অচল হয়ে গেছেন। আর আপনাদের রাজনীতিকরা আপনাদের ফ্রড করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। প্রাথমিক অর্থনৈতিক তৎপরতা কি? কৃষি, সেকেন্ডারী হল শিল্প, টারসারী হল ট্রেড। বাংলাদেশে কি হয়েছে ইল্লিগাল ট্রেড হয়ে গেছে প্রাইমারী ইকোনোমিক এ্যাকটিভিটি, কালোবাজারী, ব্লাক মার্কেটিং, কোন রকম বৈধ ব্যবসা নয়। বুঝলাম আমাদের সিসটেমটা ককাইড। আমাদের আইনগুলো সব ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ধরনের। কিন্তু টারসারী ইকোনোমিক এ্যাকটিভিটি, প্রাইমারী ইকোনোমিক এ্যাকটিভিটি হয় কি করে? প্রথম ইকোনোমিক এ্যাকটিভিটি হল কৃষি। যদি জনগণের নেতৃত্বে সরকার

প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রথম একটিভিটি এবং ডিউটি হল এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন স্ট্রং করা। কৃষিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালে যারা কৃষিকাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাদের কোমর শক্ত হবে। এই কর্ম তৎপরতাই বাজার সৃষ্টি করবে এই বাজারই শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করবে। দ্বিতীয় হল কোরআন পাকে মোমিনদেরকে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের আহবান জানানো হয়েছে। কালামে পাকে বলা হয়েছে 'এবং শত্রুদের কারণে সাধ্যমত শক্তি, সামরিক যানবাহন, অশ্ব ইত্যাদি সংগ্রহ কর। এ দিয়ে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত কর, সেসব লোকদের যারা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রু। এছাড়াও আরো অনেককে যাদের তোমরা জাননা আল্লাহ তা জানেন।' (সুরা আনফাল-৬০)। আমরা কি এটা ভেবে দেখেছি? আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি বলে? সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। আমরা ভারতের সাথে কিছু করতে পারব না। ভারত কি আল্লাহ থেকে বেশী শক্তিশালী। আল্লাহ তো বলেনি তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ আছে। বলা হয়েছে আপনি সর্বাত্মকভাবে তৈরী হন। আমরা ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশমত জাতিকে গড়ে তুলতে চাই। আপনি ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন। জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারছেন এবং জনগণের স্বার্থের ওপর নজর দিতে পারছেন। খাল বিল নদী খনন এবং সংস্কার করতে পারছেন। গোটা দেশকে সেচের আওতায় এনে কৃষি সেক্টরকে ব্যাপক সাহায্য করে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পারছেন।

আপনি যদি মীরজাফর, পঞ্চম বাহিনী এবং বিদেশী দালালকে আপনার অধিকার দেন, আপনি বাঁচতে পারবেন না। আপনি যদি আপনার বাড়ীতে ডাকাতের স্পাই লালন করেন আপনার বাড়ীতে ডাকাতি হবেই। আপনি জানও হারাবেন মালও হারাবেন। এজন্য আমি পলিটিক্যাল থিসিস দিচ্ছি ভিন্ন রকম। এই উপমহাদেশে এ ধরনের নতুন আঙ্গিকে কেউ চিন্তা করেনি।

পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে দাবী ও অধিকার নেই। তারা কোন সময় দাবী ও অধিকারের প্রশ্নটিকে কোন মূল্য দেয় না। তাদের রাজনীতিতে তারা নিজেরা যারা রয়েছেন দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুশীলন করে। আমি যেটা বলছি সেটা হল বাংলার রাজনীতিতে প্রচলিত দাবী এবং অধিকার এই দুটো শব্দকে ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। এদুটো শব্দের বদলে নিয়ে আনতে হবে নতুন দুটো শব্দ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই হবে দেশের উত্তম নাগরিক হওয়ার মাপকাঠি। কেননা এটার মধ্যে ধরা পড়ে যাবে পঞ্চম বাহিনী কে? তারা কোন দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা নিজের কাঁধে নিবে না। তারা কি করবে? ষড়যন্ত্র! সব সময় অলস এবং স্বার্থপর মস্তিষ্কেই ষড়যন্ত্রের জন্ম হয়। যারা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে তারা কখনো দায়িত্ব নিতে তৈরী থাকে না। তারা শুধু চক্রান্ত করবে নষ্ট করবে ধ্বংস করবে। অধিকাংশ যারা মেহনতি মানুষ আছে তারা দায়িত্ব নিতে মোটেও কুণ্ঠিত নয়। তাকান

গ্রামের দিকে কৃষকেরা সারাদিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষাবাদ করছে। সোনার ফসলে মাঠ ভরিয়ে দিচ্ছে তাকে যদি বলেন আরো অধিক কাজ করতে সে কুণ্ঠিত হবে না। যদি বুঝিয়ে বলেন অধিক কাজ করলে তার আয় আরো বেড়ে যাবে, সে আপনার প্রস্তাব আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে। কেউ অবজেকশন দেবেনা। শহরে তাদের মাথার উপর তাদের পরিশ্রমের উপর তাদের খাটুনির উপর বসে যে খাচ্ছে আর ফুর্তি করছে সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ডিউটির কথা দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বলেন সে ক্ষেতে-খামারে যাবে না। ডাক্তারকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করার কথা বলেন সেও যাবে না। সে যে শিক্ষিত মানুষ অথচ তার বাপ দাদারা গ্রামে মাটি কুপিয়ে ফসল উৎপাদন করেছে। এই মানুষগুলো যারা এই গরীব মানুষের খাটুনির উপর শিক্ষিত হয়েছে তারা কেন ঐ গরীব অশিক্ষিত গ্রামের মানুষদের ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ লোভ স্বার্থ হিংসা তাদের গ্রাস করেছে। তারা পঞ্চম বাহিনী হয়ে গেছে ষড়যন্ত্রে চলে গেছে অথবা পরোক্ষভাবে ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক থেকে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারী সবার মুখে ঐ একই শব্দ 'দাবী অধিকার'। আমি তো কারো মুখে শুনছিনা যে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে বলছে, আমরা ২টা ক্লাস বেশী নেব অথবা ২ ঘন্টা বেশী কাজ করব জাতীয় স্বার্থে। ক্ষমতাসীন অথবা ক্ষমতার বাইরে থাকা বিরোধী দলের সাথে সম্পৃক্ত কারো মুখে এধরনের কোন কথা নেই। আমি শুধু শুনি আমাদের বেতন বাড়ানো উচিত, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো উচিত। আপনার বেতন বাড়িয়ে কি হল এ ২০ বছরে। '৭২ সালে যে বেতন ছিল তার থেকে তো অনেক গুণ বেতন বেড়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে ১০ গুণ বেতন বেড়েছে, এসাথে বেড়েছে গরীবী তুলনামূলক ভাবে আরো বেশী। দারিদ্র্য বেড়েছে ১০ গুন। হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ কোটিপতি হয়েছে। পাকিস্তান আমলে বলা হত ২২ পরিবার, আজকাল শুনছি ২২ হাজার পরিবার কোটিপতি হয়ে গেছে। আগে বাংলা দেশের মানুষ খুব কমই বিদেশে দেখা যেত। আজকাল শোনা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে কিছু মানুষ লুটপাট করে বিদেশে বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে না। এরা তাদের লুট করা পুঁজি বিলেত-আমেরিকা-ভিয়েতনামে পাচার করছে। সেখানেই পুঁজি বিনিয়োগ করছে। এটা কি হচ্ছে। এসব মীরজাফর, জগত শেঠ উমিচাঁদের দল কতদিন এদেশকে লুটবে? এদের জনগণ কতদিন সহ্য করবে? এরাই তো জাতিকে ধ্বংস করছে। জাতির কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি কি করে হবে? যে মানুষের পেটে ক্রিমি আছে তার স্বাস্থ্য গড়ে উঠবে কিভাবে? আপনি তাকে যতই খাওয়ান সেটা তার কাজে আসবে না। বরং ক্রিমিকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনার অর্থনৈতিক সমাধান যা আছে সবগুলো প্রয়োগ করলেও, এমন কি ন্যাশন্যাল সার্ভিস করলেও দুটো

শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে তা হলো দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এই সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পঞ্চম বাহিনী যারা জাতীয় সম্পদ, জাতীয় শক্তি ও সামর্থকে তিলে তিলে ধ্বংস করছে। এদেরকে নির্মমভাবে বের করতে হবে যেমন ওষুধ দিয়ে ক্রিমিকে যদি বের না করেন বাচ্চাদের যতই খাওয়ান স্বাস্থ্য ঠিক হবে না।

❐ *আপনার 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রোগ্রামের সাথে আমাদের অনেকেরই কোন পরিচয় নেই। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দিন।*

-রসুলুল্লাহ (দঃ) এর সময় এক ধরনের ন্যাশনাল সার্ভিস ছিল আপনাদের যদি কারো রেফারেন্স মনে থাকে তাহলে অবশ্যই একমত হবেন সে সময় সব ধরনের মহিলা সব ধরনের পুরুষ যারা ছিল তাদের বাধ্যতামূলক সামাজিক দায়িত্ব ছিল। অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ছিল বাধ্যতামুলক। আপনারা জানেন রসুল (দঃ) এর নির্দেশে তাবুকের যুদ্ধে সবাই অংশ গ্রহণ করে। তিন জন সাহাবী আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে জেহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ বিলম্ব করে ফেলে। এজন্য গোটা সমাজ তাদের ব্লাক লিস্ট করে দেয়। আল্লাহপাক তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত সামাজিক ভাবে বয়কটের কোন পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘ ৫০ দিনে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পরে দেখা গেল তারা অনুতপ্ত হয়েছে এবং সে থেকে জেহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে কেউ কোন রকম ছল চাতুরীর আশ্রয় নিত না। তখনকার পলিসি ছিল রসুল (দঃ) সকলকে জেহাদে অংশগ্রহণের আহবান জানাতেন আর সাথে সাথে সর্বস্তরে সাড়া পড়ে যেত। যারা অন্ধ বিকলাঙ্গ যারা অসুস্থ তাদের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য ছিল না। এমনকি ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রের অভাবজনিত কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অনেককে বিরত রাখা হত। কিন্তু নিজে থেকে কেউ বলতে পারত না যে সে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে না। সবাই যথানিয়মে তার অস্ত্র সম্ভার নিয়ে রণাঙ্গনে হাজির হত।

উন্নতির শিখরে অবস্থানকারী পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকান অবশ্যই আপনার চোখে পড়বে ন্যাশনাল সার্ভিসের ভূমিকা। এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের অনেক দেশে ১৮ বছর বয়স হলেই প্রত্যেককে ন্যাশন্যাল সার্ভিসে যেতে হয়। তাদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে কেউ অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে কেউ সোসাল প্রোগ্রামের অধীনে কাজ করে। অনেকে আছে সামরিক প্রশিক্ষণ পছন্দ করে না। কিন্তু তাকেও সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হতো। প্রথম প্রথম তাদের ছিল ৩-৪ বছর কোন কোন দেশে আরো বেশী। এখন নেদারল্যান্ড এবং অন্যান্য কিছু দেশে এসে গেছে ১ বছর। এখন সবাই শিক্ষিত সবাই দায়িত্বশীল। এখন আর অত সময়ের প্রয়োজন হয় না। জার্মানীতে ইটালীতে সবার অগ্রগতির প্রাণ সঞ্চার করেছে ন্যাশনাল সার্ভিস। কিন্তু একথা মনে রাখবেন যে ন্যাশনাল সার্ভিস না করলে এখানে মুদির দোকানেরও পারমিশন এবং

লাইসেন্স দেয়া হয় না ব্যবসা করতে পারে না, কোন চাকুরী করতে পারে না। ন্যাশনাল সার্ভিস না করে থাকলে তাকে এতে যোগদানের নোটিশ করলে সে সেখানে যেতে বাধ্য। না হলে পুলিশ তাকে ধরে। ধরে জেলখানায় নিয়ে যায় না। নিয়ে যায় তার জন্য নির্দিষ্ট ন্যাশনাল সার্ভিসের ডেরায়। ন্যাশনাল সার্ভিস মানেই কমপক্ষে নির্দিষ্ট মেয়াদের সামরিক প্রশিক্ষণ। সাধারণত নিজস্ব এলাকার মধ্যে ন্যাশনাল সার্ভিসের কেন্দ্র থাকে। ওখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আগের দিন পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ন্যাশনাল সার্ভিসের তৎপরতা ব্যাপক ছিল এখন তেমন প্রয়োজন হয় না। কেননা তারা এখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়ে গেছে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। আপনি চিন্তা করুন বাংলাদেশের মধ্যে ছাত্ররা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে এদের দিয়ে যদি গ্রামাঞ্চলে এডুকেশন ব্রিগেড বসিয়ে দেন তাহলে প্রাইমারী স্কুলের জন্য সেকেন্ডারী স্কুলের জন্য তো শিক্ষক লাগবে না। You have more teacher infact. Entire Community কে সকাল বিকাল এডুকেট করতে পারছেন। এদের জন্য বেতনের বিরাট অংক গুনতে হবে না। নেহাত পকেট এলাউন্স দিবেন আর খাওয়া থাকা মেডিকেল কেয়ার। এরা তাঁবুর মধ্যে থাকবে। সবাই একই ইউনিফরম পরবে।

এছাড়া এদেশে যে আইন-শৃঙ্খলার অভাব জনিত বিরাট সমস্যা ন্যাশনাল সার্ভিস শুরু হলে ইনসিকিউরিটি ল এন্ড অর্ডার প্রটেক্ট হবে এদের দ্বারা। ন্যাশনাল সার্ভিস শুরু হলে কমপক্ষে ৫০ লাখ তরুন যদি সুসংগঠিত ভাবে জাতীয় উন্নয়নের সমস্ত সেক্টরে তৎপর থাকে তাহলে বলুন আপনারা কি আজকের মত পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শক্তির তালিকাভুক্ত থাকবেন। আমি বলি উন্নতির সোপান বেয়ে উঠবেন শিখরে। উন্নত বিশ্বের আঙ্গিনায় পৌছাতে খুব বেশী সময় নিবে না। বাংলাদেশের পুলিশ ১ লাখ, আর্মী এক দেড় লাখ, যাদের দিয়ে দেশের আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রন সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে, প্রত্যেক থানায় যদি ৫/১০ হাজার ন্যাশনাল সার্ভিসের ক্যাডার তৎপর থাকে তাহলে সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হবে কি করে? আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হবে কেন? সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিসের দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা সুসংহত হবে। কোন অবস্থায় কোন রকম সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। দেশের আর্ম ফোর্স থাকবে তাদের কাজ হবে একটাই, যারা আপনাদের হুমকি দেবে এবং যারা এদেশের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে তাদের বর্ডারের বাইরে পিটিয়ে আসা। সীমান্তের এক ইঞ্চি ভেতরে ঢোকার সাহস পাবে না কোন শত্রু পক্ষ। কেননা তখন একেকটা গ্রাম হবে একেকটা দুর্গ। একেকটা ইউনিয়ন আর থানা একেকটা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে বিরাজ করবে। সব চাইতে মজার ব্যাপার হল এদের জন্য সরকারী ব্যয় লাগছে না। এটা হল পিপলস স্ট্রেংথ, জনগণের শক্তি। এই জনগণের শক্তিকে আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অপরাজেয় জাতীয় শক্তিতে পরিণত করা হবে।

এখনো জনগণের শক্তি আছে। একে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে। ফল হয়েছি কি? এখন আর আমাদের দেশের কোন শক্তি নাই। আমাদের সম্পদ লুট করছে রাজনৈতিক নেতা আর আমলারা। আমরা ১২ কোটি মানুষ অসহায়ের মত চেয়ে চেয়ে

দেখছি। এ দেশের পঞ্চম বহিনী দেশকে বিক্রি করছে, সীমান্ত রেখা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের সব শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবস্থায় বিরাজমান জনগণের খন্ডিত শক্তিসমূহকে জোড়া দিয়ে জনগণের মূল শক্তিকে যদি সুসংহত না করতে পারি তাহলে এদেশকে গোলাম বানাতে কামান বন্দুকের দরকার পড়বে না। ঘরের শত্রু বিভীষণরা রাতের অন্ধকারে ডেকে আনবে আমাদের শত্রুপক্ষকে। সকালে উঠেই দেখবেন আপনার হাত-পা গোলামীর শিকলে বাঁধা।

জনগণের খন্ডিত শক্তিকে অপরাজেয় জাতীয় শক্তিতে পরিণত করার একমাত্র মাধ্যম হল ন্যাশনাল সার্ভিস। ন্যাশনাল সার্ভিসই জনগণের শক্তিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে। রসুল (সঃ) এর দৃষ্টান্ত আছে ইসলামের দৃষ্টান্ত আছে মডার্ণ ইকোনমিক্সের দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্ব ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে আজ পরাশক্তিসমহের শীর্ষে তারও অর্থনীতি এক সময় কলাপ্স করেছিল। যেটাকে ডিপ্রেশন বা দারুণ মন্দা বলা হয়। লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়েছিল। অনেকেরই খাওয়া পর্যন্ত ছিল না। অর্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করত, থাকার জায়গা ছিল না, খোলা আকাশের নীচে বাস করতো অনেকেই। বেকারত্ব ঘিরেছিল গোটা আমেরিকায়। তখন রুজভেল্ট যিনি ৪ বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক ধস থেকে উত্তরণের জন্য বাধ্যতামূলক ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করলেন। তিনি সি সি সি (সিভিলিয়ান কনজারভেসান কোর) করলেন। তারপর শুরু হল জাতীয় পূনর্গঠনের কাজ। গাছ লাগান, খাল কাটা, সড়ক নির্মাণ, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি। এসব চলল অনেক বছর ধরে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত জাতি স্বাভাবিকভাবে এবার শক্তিশালী অবস্থানে ফিরে এল। তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী রহিত করা হয়।

হিটলার ক্ষমতায় এসেছিলেন কিভাবে? টোটাল এমপ্লয়মেন্ট কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তখনকার জার্মানীর অবস্থা কি ছিল? এক স্যুটকেস ভর্তি টাকার বিনিময়ে এক প্যাকেট সিগারেটও কেনা সম্ভব ছিল না। টাকার মান এত নিম্নে অবস্থান করছিল। মুদ্রার অবস্থা এই, জনগণ না খেয়ে বসে আছে, অধিকাংশ জার্মান বেকার। তিনি ক্ষমতায় এসে ১০ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র বেকারত্ব দূর করলেন, তা নয়। জার্মানীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করলেন। জার্মানীর যে রোড সিস্টেমটা আছে যেটাকে আজো বলা হয়। Finest Road network in the whole of Europe. এটা ৫ বছর ধরে নির্মাণ করেছিল জার্মানীর বেকার হাতাশাগ্রস্ত তরুণ সমাজের হাত। হিটলার ক্ষমতায় এসে দেখলেন অন্তহীন বেকারত্বে দেশ ছেয়ে গেছে। তিনি কর্মসূচী নিলেন, যত বেকার মানুষ আছে তাকে কাজে লাগাও। তাদের খাওয়া লাগবে উৎপাদন কর। কৃষক আছে প্রডিউস করছে। কৃষকদের ইনকাম নাই এদের খাওয়াও। কপ্লিমেন্টারী সাপ্লিমেন্টারী যা প্রয়োজন সরবরাহ কর। এতে কৃষকদের যখন আয় বাড়ল তখন তাদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক চাহিদা

বাড়ল। স্বাভাবিকভাবে নিত্যনতুন শিল্প গড়ে উঠল, বেকারদের কর্মসংস্থান শুরু হল। এই যে লোকোমোটিভ, এটাই প্রাণচঞ্চল করে তুলল। অর্থনৈতিক স্থবিরতা কেটে জার্মানীর তক্‌দীর বদলে গেল। ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক অরাজকতা তামাশা গন্ডগোল যেসব চলছে, যে সব ধান্দাবাজির মধ্য দিয়ে জাতি ধ্বংস হচ্ছে, সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সব অরাজকতা চলছে, সেটা হচ্ছে না। কেননা এইচ এস সি পাস করে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যাশনাল সার্ভিসের আওতায় আপনাকে যেতে হচ্ছে। আপনি ন্যাশনাল সার্ভিস ছাড়াই ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেন, আন্দোলন মিছিল করতে গেলেন, আপনাকে পাকড়াও করা হল, তখন আপনাকে পুলিশে জেলে নিবে না। বলা হবে ভাই ন্যাশনাল সার্ভিস করছেন? -ও আচ্ছা করেননি। ঠিক আছে আপনার বাড়ী কোন থানায়? ওখানে গিয়ে ন্যাশনাল সার্ভিসে লেগে যান। ৪ বছর ন্যাশনাল সার্ভিস করলেন, এর মধ্যে আপনার হুস জ্ঞান এসে পড়ল, দায়িত্ব বোধ এসে গেল। না এলে, আবার পুনরাবৃত্তি হবে। বেশী বাঁদরামি করবেন, আপনাকে পাঠানো হবে পার্বত্য এলাকায়। সেখানে রাস্তা বানাও, গাছ লাগাও, চর এলাকায় বাঁধ নির্মাণ কর, সমুদ্রে মাটি ফেল, অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য কর। যেখানে গাছ নেই সেখানে গাছ লাগাও। বাংলাদেশে কি কাজের কোন কমতি আছে। বাঁদরামি বন্ধ হতে সময় নিবে না। আর যারা পড়া লেখা করতে চায় তাদের ব্যবস্থাপনা হবে ভিন্ন ধরনের। কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ভর্তুকি দেব না। ছাত্রকে দেব স্কলারশীপ। ন্যাশনাল সার্ভিস থেকে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায় তারা যাবে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কলারশিপে। স্কলারশিপ নিয়ে বাঁদরামি করলে স্কলারশিপ দু মিনিটও থাকবে না। তাকে ফিরিয়ে আনা হবে ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মক্ষেত্রে। কেননা তারা যাবে ন্যাশনাল সার্ভিস ক্যাডার হিসাবে। সে যদি ১ বছর ট্রেনিং করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়, যত বছর পড়বে তত বছর সে জনগণের ঋণে থাকবে। ১ বছরের মধ্যে বাঁদরামি করল তার খরচ পড়ল দু বছরের। ন্যাশনাল সার্ভিস ছিল ৪ বছরের, সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৫ বছর। এসময় তাকে গ্রামে গঞ্জে দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগ করা হবে। ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে যারা ডাক্তারী পড়লেন ৪ বছর আপনাকে পেমেন্ট করা লাগবে ন্যাশনাল সার্ভিসের ডাক্তার হিসাবে। তখন বসে বসে সিভিল ডাক্তারী করতে পারবেন না। ইউনিফরম পরে মিলিটারী স্টাইলে জিপে অথবা হেঁটে মিলিটারী ডাক্তারের মত কাজ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারদের মত কাজ করতে হবে। কেননা আপনাকে দেশ টাকা পয়সা খরচ করে শিখিয়েছে। আপনি নিজের পয়সায় পড়তে চান আমাদের কোন আপত্তি নেই। আপনার বাবা যদি বৈধ ইনকাম দিয়ে বছরে এক দেড় লাখ টাকা খরচ করে আপনাকে পড়াতে চায় পড়াক। আমরা এতে বাধা দেব না। কিন্তু ন্যাশনাল সার্ভিস আপনাকে করতেই হবে। আপনার বাবা যখন এক দেড় লাখ টাকা দেবে তখন অবশ্যই তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে, -'আপনি কিভাবে কোন সূত্র থেকে টাকা আয় করলেন?' আপনার ৩ ছেলে পড়ানোর জন্য বছরে ৬ লাখ টাকা খরচ করছেন, পেলেন কোথায়? এখন তো কেউ জিজ্ঞেস করে না।

তখন জিজ্ঞেস করার অসুবিধা নাই। তখন তো বলতে পারবেন না আপনার জমিদারী আছে।

যাই হোক ন্যাশনাল সার্ভিস ছোট কোন ব্যাপার নয়। এর কর্মসূচী ব্যাপক এবং বিস্তৃত। আমি আপনাদের প্রাথমিক ধারনার জন্য রাফ আউট লাইন দিলাম।

❐ *অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন সেক্টরকে আপনি গুরুত্ব দিতে চান এবং কেন?*

- অর্থনৈতিক ব্যাপারে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আমার তো বেশী কিছু বলার নেই। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বর্তমানকে দিয়েছে তার অভিজ্ঞতা। বহু উত্থান-পতন সাফল্য ব্যর্থতার স্রোতধারার মধ্য দিয়ে কিছু তত্ব, কিছু সূত্রের চর জেগে ওঠে। যেটাকে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করা যায় না। যতই আপনাদের বর্তমান অর্থনীতিবিদরা বলুক, ইকোনমিকস বলতে কিছু নেই। এটা হলো সিউডো সায়েন্স। এটা রিয়াল সায়েন্স নয়, পলিটিক্যাল সায়েন্স।

ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরান, দেখবেন অনেক শক্তিশালী জাতি, উন্নত জাতি ইতিহাসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখবেন, তাদের প্রধান ইকোনোমিক সেক্টরটা আর কিছু নয়, কৃষি। এই কৃষি সেক্টরকে আপনারা মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। আপনার সব কিছু আপসে আপ এসে যাবে। কৃষি সেক্টরে যদি আপনি মনোযোগ না দেন। আমি বলতে চাচ্ছি, এ সেক্টরে যদি ফুল এ্যাটেনশন কেন্দ্রীভূত না করেন তাহলে অধঃপতন ছাড়া আপনাদের পাওয়ার কিছু থাকবেনা। আপনার রাষ্ট্রের যদি সেন্ট্রালাইজ আমলা থাকে তাহলে ঐ একটা সেক্টরেই আমলা থাকবে ,সেটা হল এগ্রিকালচার সেক্টর। এছাড়া আর কোন সেক্টরে আমলার দরকার নেই। আপনার দরকার হল ইরিগেশন, এগ্রিকালচারকে ব্যাকআপ করার জন্য। আর এর জন্য দরকার হল দায়িত্বশীল অফিসার।

প্রশাসনিক কাজের জন্য জেলা থানা যা কিছু আছে সেখানে পলিটিক্যাল এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে। ডিসি অথবা অন্যান্য প্রশাসনিক অফিসারের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের যদি আমলার দরকার হয় তাহলে সেটা হবে ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচারে। এটা মোস্ট ইমপর্টেন্ট, এটাকে কোন অবস্থায় অবহেলিত হতে দেয়া যাবে না। সম্পূর্ণ মনোযোগ কৃষি সেক্টরে দিতে হবে। কোথায় কোন সমস্যা রয়েছে, কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা এসব তদারক করবে আমলারা। এমন এক সময় আসবে তখন সবাই বলবে আমরা সারপ্লাস হয়ে গেছি। তখন পরিকল্পনা নিবেন অর্ধেক জমি ধান, বাকীগুলোতে জমির উপযোগিতা অনুযায়ী ফলের আবাদ, মাছের চাষ , ডেইরী, পোলট্রি ইত্যাদি করতে পারেন। এছাড়াও বহু পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হবে। শুধুমাত্র আমরা ডাল-ভাত খাব দুবেলা, এটা বলতে লজ্জা হয়। আমাদের জমি আছে এটাকে ঠিকমত ব্যবহার করলে আমরা সব কিছু করতে সক্ষম হব। স্কুলে প্রত্যেকটি

শিশুকে যদি আমরা লাঞ্চ খাওয়াতে না পারি তাহলে সেটা হবে আমাদের ব্যর্থতা। অবশ্যই আমাদের প্রতিটি স্কুলের প্রত্যেকটি শিশুকে ভিটামিনযুক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ ফ্রি লাঞ্চ খাওয়াতে হবে। এটাই হবে আমাদের অবজেকটিভ। প্রত্যেকটি স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস থেকে শিক্ষক আসবে। মেডিক্যাল কেয়ার দিলেন ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে। কিন্তু এর পরও কথা থেকে যায় তা হলো নিউট্রেশন, এদের জন্য প্রধান জিনিসটা হল নিউট্রেশন। বাড়ীতে এসব শিশু যে যা কিছুই খাক না কেন দুপুরের একটা লাঞ্চ, মাছ, গোস্ত, দুধ, রুটি, ভিটামিন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য এদের পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু That is not small amount of people. যেহেতু বাধ্যতামূলক শিক্ষা, বাচ্চাদের সংখ্যা কমপক্ষে ১ কোটি তো হবেই। এই এক কোটিকে খাওয়ানোর জন্য কি আপনার সারপ্লাস প্রোডাকশন রয়েছে? এসব খাদ্যের যোগান দেয়া কি মনে করেন প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্ভব? প্রত্যেকটি থানাতে কমপক্ষে ১০-১৫টা পোলট্রি কমপ্লেক্সের প্রয়োজন হবে, প্রয়োজন হবে ফিসারিজ, হটি কালচার, ফল বাগান ইত্যাদি।

যেখানে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর, যেখানে কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা, সেখানে কৃষি সেক্টরকে অবহেলিত রেখে শিল্পকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই। যা হয়েছে আমদের দেশে। কৃষি সেক্টর অবহেলার কারণে আজ অধিকাংশ মানুষ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ নেই, ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার সামর্থ নেই। কোনমতে নুন-খুদে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে। ফল হয়েছে কি? যে কটা শিল্প আমাদের রয়েছে সেসব মার্কেট পাচ্ছে না। আজ সংকট আর সমস্যায় কৃষকেরা যেমন রোগাক্রান্ত, শিল্পগুলোও তেমনি রুগ্ন, মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছে। কৃষি সেক্টরকে তাজা করে তুলুন, কৃষকদের কোমর শক্ত করুন, রুগ্ন শিল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে। সরকারী সাহায্য ছাড়াই নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হবে। কৃষি সেক্টরের সারপ্লাস ম্যান পাওয়ার ঠাঁই করে নিবে শিল্প ও বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রকল্পে। দেশের সব সেক্টরেই প্রাণ সঞ্চার হবে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে গোটা জাতি গতিশীল হয়ে উঠবে।

❐ *যেহেতু আল কোরআনকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা মনে করেন। সেহেতু কোরআনের সেই উক্তি তোমাদের সম্পদকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিঘুর্ণিত হতে দিওনা।' আপনার অর্থনীতি মূলনীতি তেমনই হওয়ার কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনি কি কি পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাবছেন?*

- এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রধান কাজ হবে ঔপনিবেশিক আইন কাঠামো যা কিছু আমাদের ঘিরে রয়েছে সে সব সম্পূর্ণ বাতিল করা। যেমন মদের সাথে যমযমের পানি মিশিয়ে মদকে হালাল করা যাবে না, মদ মিশ্রিত যমযমের পানিও হারাম হয়ে যাবে। তেমনি ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সাথে কোরআন মিলিয়ে এটার মধ্যে হালাল কিছু পাওয়া যাবে না। পরিষ্কার পানিতে যদি এক ফোটা প্রস্রাব পড়ে ওটা আর পবিত্র থাকে না।

কোরআন কি বলে? কোরআনের মধ্যে আইনটাইন খুঁটিনাটি বেশী কিছু নেই। কোরআনের মধ্যে গাইডেন্স আছে যেটার ভিত্তিতে আমরা চালিত হব। কোরআনে বলা হয়েছে- হে মোমিনরা যুগ যুগ ধরে যারা ভুল পথে গেছে, তাদের এই অবনতি হয়েছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনকি তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। যারা ঐ পথে গেছে তারা ভাল অবস্থান নিতে পেরেছে, তারা ইতিহাসের গতিকে পাল্টে দিয়েছে। অতএব লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থ ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ কর, তোমরা সব পাবে সাফল্য তোমাদের পদ চুম্বন করবে।

আপনার ইকোনোমিক্স যেটা বলছে যেমন ফ্রি মার্কেট ইসলামের সাথে ফ্রি মার্কেট এর কোন বিরোধ আছে? তথাকথিত ফ্রি মার্কেট যে ঔপনিবেশিক আর বেঈমানদারী সিস্টেমের মধ্য দিয়ে দেশকে লুটের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে এমন সিস্টেম চালালে তো এর মধ্যে কোন রহমত পাবেন না। এখন যেটা চলছে সুদ। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহেই কেবল এত হাইরেট সুদ চলে। ইউরোপ আমেরিকায় যান দেখবেন তারা হাইরেট এর সুদকে পরিহার করেছে। সো কল্ড ইন্টারেস্ট সেখানেও আছে যেটা সার্ভিস চার্জ এক থেকে দেড় শতাংশ। তাও আপনি ছেড়ে দিন ভিন্ন পন্থায় ডিপোজিট স্কীম নিতে পারেন। যেখানে সুদের গন্ধও থাকবে না। যেমন গোল্ডের ওপর মোহরানা চালু করেন। ১ মোহরানা সমান ১০০ গ্রাম সোনা। তাহলে এটা আপনার সুদ হচ্ছে না। আপনি ডিপোজিট করছেন গোল্ডের রেট বেশী হলে লাভ হল, কম হলে লস হল। এটার মধ্যে ইন্টারেস্ট থাকছে না। তার উপর ব্যাংকিং সার্ভিস যার দরকার আছে সে ব্যাংকিং করল। ব্যাংকতো সার্ভিস চার্জের ওপর চলতে পারে। যেমন ধরুন ব্যাংকের মধ্যে আপনি একটা এল সি খুললেন বাংক সার্ভিস চার্জ নিবে। ব্যাংক আপনার টাকা কোথাও ইনভেস্ট করবে আপনি অবশ্যই তার শেয়ার পাবেন। এই যে পাশ্চাত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুদভিত্তিক ব্যাংকিং এর যে সিস্টেম করেছে আমি তার সাথে ডিজএগ্রি করি। এটা আমাদের মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। বরং আমি মনে করি গোল্ডের মূল্যমান অনুযায়ী মোহরানার সার্টিফিকেট যা নতুন কারেন্সী হিসাবে পরিগণিত হবে। সেভিংসের জন্য এই সার্টিফিকেট কিনবেন। সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে সমূলে উৎখাত করার বিস্তৃত পরিকল্পনা আমাদের অবশ্যই থাকবে। আমরা চাই শোষণ মুক্ত সমাজ, কোরআনের গাইডেন্সের প্রকৃত প্রতিফলন।

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত পলিটিক্যাল থিসিস দিয়ে আপনি জাকাত কালেক্ট করতে পারেন না। যখন পর্যন্ত আপনার ইমাম সুলতান অথবা আমীর না থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতাসীনরা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা পোষণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশে সেই শাসক জাকাত কালেক্ট করতে পারেন না। আপনি গণতন্ত্রকে দেবতা রেখে, সমাজতন্ত্রকে দেবতা বানিয়ে জাকাতের দিকে হাত বাড়াবেন, কোন মুসলমানই সেটা মেনে নেবে না। মনে রাখবেন, জাকাতের উপর

গণদেবতার কোন অধিকার নেই, কোন কর্তৃত্ব নেই। জাকাত কাকে দেবেন চোর ডাকাতদের এটা দেয়া না দেয়া একই জিনিস। এছাড়া ইন্টারপ্রিয়েটেশন অব জাকাত কি? এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কে দেবে? তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা অথবা সোকল্ড মওলানা সাহেবরা? আপনারা ওখানেই আটকে যাবেন। ইমাম সেই হতে পারে যে আল্লাহর অছিলা। এছাড়া কেউ ইমাম হতে পারেনা। এব্যাপারে এ্যাবসলুটলি কোন কমপ্রমাইজ হতে পারে না। জাকাত চালু করতে হলে তো ডিফাইন করতে হবে What is wealth? এটা ডিফাইন করবে কে? আপনার ইকনোমিটাতো চেঞ্জ করতে হবে। আপনারা ঔপনিবেশিক পলিটিক্যাল ইকনোমিকস চালাচ্ছেন, এটার মধ্যে জাকাত লাগাবেন? কেমন করে জাকাত লাগাবেন ভাই? হারামের মধ্যেতো জাকাত লাগান যায় না। নাকি লাগানো যায়? এই যে চুরি করা টাকা এর মধ্যে জাকাত লাগিয়ে আপনি জাকাতকে অপবিত্র করবেন। জাকাত স্বতঃস্ফূর্ত আল্লাহর ওয়াস্তে অবশ্যই দেয়। কিন্তু ওসর হল বাধ্যতামূলক। জাকাত ওসর এবং ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠিত করা বর্তমান শাসন কাঠামো, বৃটিশদের দেয়া শাসন কাঠামো রেখে সম্ভব হবে না। এই সমাজকে বদলাতে হবে, এশাসন কাঠামোকে বদলাতে হবে, বদলাতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা না হলে জাকাত ওসর এবং অন্যান্য কর্মসূচীগুলো সুবিধাবাদী শ্রেণীর লুটের ক্ষেত্রে পরিণত হবে। মনে রাখবেন ইসলামী সমাজ ছাড়া ইসলাম টিকতে পারে না। ইসলামী সমাজ টিকতে পারেনা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া। আর এ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিপ্লবের মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে। গণতন্ত্র দেবতার পদসেবা করে নয়।

আমরা বরাবর যা বলেছি সব কিছুর বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত। প্রতিটি ইউনিয়নকে এক একটি মদিনা স্টেট বানানোর পরিকল্পনা নিতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ধার করা নেতৃত্ব অথবা চাপিয়ে দেয়া নেতৃত্ব দিয়ে নয়। লোকাল নেতৃত্বেই পরিচালিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ। শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হলে সম্পদও কেন্দ্রীভূত হবে। এক্ষেত্রে সম্পদশালী হবে ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তার নিকটে অবস্থানকারীরা। যেমন এক সময় বাংলার সমস্ত সম্পদ লুট হয়ে কোলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আমরা সেটা হতে দেবনা। শাসন কাঠামো বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাকাত ওসর ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্ধারিত খাতে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি ব্যয় করা হয় তাহলে আমার মনে হয়, কয়েক বছরের মধ্যে জাকাত নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওসর ব্যবস্থা প্রচলনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এসে যাবে, পর্যায়ক্রমে অতিদ্রুত সব জমিকে সেচ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা এবং সার বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহজলব্ধ করা। এছাড়া ভূমি সংস্কার ভূমি উন্নয়ন এবং অন্যান্য সেবামূলক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে ন্যাশনাল সার্ভিসকে ব্যবহার করা হবে সমগ্র দেশকে একটা নেটওয়ার্কের আওতায় এনে।

কৃষি উন্নয়নের অর্থ ওসর সংগ্রহের পরিমান বৃদ্ধি অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হওয়া। জাকাত ও ওসরের সঠিক ব্যবহার আর বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের অর্থ হল শোষিত বঞ্চিত অসহায় মানুষের ওপর সুবিধাবাদী শ্রেণীর আধিপত্যের অবসান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক গোলামীর নাগপাশে কোটি কোটি মানুষ বাধা রয়েছে তা থেকে তারা মুক্ত হবে। সোজা কথায় আজকে যারা জাকাত নেবে আগামীতে যেন তারা জাকাত দিতে পারে এমন এক পদ্ধতি এ্যাপলায় করার পক্ষপাতি আমরা। দৈন্যতার যন্ত্রণাদায়ক ক্লেশ থেকে প্রতিটি মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। আল্লাহপাক বলছেন- দুর্বল, অক্ষম, পুরুষ, নারীদের মুক্ত করার লক্ষ্যে তোমরা কেন জেহাদ করছো না আল্লাহর পথে' –সুরা নিসাঃ ৭৫)

আপনি যদি সমাজ এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক পরিবর্তন চান তাহলে বিপ্লব অপরিহার্য। জেহাদ মাস্ট। কায়েমী স্বার্থবাদী লুটেরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। এরা হল সুসংগঠিত শক্তি। রাষ্ট্রযন্ত্রের পুরোটায় এদের আয়ত্বে। আপনি গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাসীন হয়ে কি করবেন? এই প্রতিষ্ঠিত চক্রের ঘূর্নাবর্তে পাক খেতে থাকবেন অবশেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিও সেই চক্রের অন্যতম হয়ে যাবেন। যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা নিজেরাও যেমন বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, তেমনি সমগ্র জাতিকে জেনে বুঝে বিভ্রান্ত করছে।

যা বলছিলাম সুস্থদেহের জন্য বিশুদ্ধ রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চালন জরুরী। অনুরূপ পুরো সমাজ পুরো জাতিকে মনে করুন একটা দেহ। একে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গতিশীল অর্থনীতি প্রয়োজন, প্রয়োজন পিওর মানি, নির্ভেজাল অর্থ। রক্ত দূষিত হলে যেমন রোগ ব্যধি দ্বারা আক্রান্ত হয় দেহ, অনুরূপ কালো টাকা সমাজে আবর্তিত হলে বৈশম্য দুর্নীতি আর বেঈমানীতে ছেয়ে যায় সমগ্র দেশ, সমাজ এবং জাতি। একারণে আমরা কালোটাকা উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেব। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হারাম উপায় উপকরণ নির্মূল করে হালাল উপার্জনের সব বন্ধ দুয়ারগুলো উন্মুক্ত করা হবে। এব্যাপারে কোন বিল্প কোন অবস্ট্যাকল রাখা হবে না। দূষিত রক্ত পুঞ্জিভূত হয়ে যদি কোথাও সমাজকে যন্ত্রণা দেয় তাহলে সেটাকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন করা হবে জাতীয় স্বার্থে। মোটের ওপর আল্লার নির্দেশ সমূহের সময়োপযোগী প্রয়োগ হলে সময়ের স্বল্প ব্যবধানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে যাবে যে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ক্ষমতা সকলেই অর্জন করবে। এর ফলে শিল্পের বাজার সৃষ্টি হবে। নিত্যনতুন শিল্প গড়ে উঠবে এবং আভ্যন্তরীন মার্কেটের উপর টিকে থাকবে। এদেশে কাউকে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ধুকতে হবেনা। সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে সর্বস্তরে, সুস্থদেহে রক্ত প্রবাহের মত।

❐ *কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামের কৃষি জমিগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কিভাবে উন্নত করা যায় বলে আপনি মনে করেন*

-বাংলাদেশে সত্যিকার যারা কৃষক, হাল লাঙ্গল আর মাটির সাথে যাদের হৃদয়ের যোগ আছে, তাদের কোন জমি নাই। যারা সত্যিকার কৃষক হতে চান, যারা কৃষিবিদ হতে চান, তাদের অবশ্যই জমি থাকতে হবে। যারা জোতদার ল্যান্ড লর্ড তারাতো প্রকৃত কৃষক

নয়। তারা মধ্যস্বত্বভোগী। আজকের উপনিবেশিক সিস্টেমে কৃষকরা তাদের শ্রমলব্ধ ফসল তাদের মেহনতের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণটা তাদের ঘরে তুলতে পারে না। মাঝপথে ডাকাতি হয় ট্রাডিশনাল মেথডে। এ ডাকাতি এ অবিচার সামাজিকভাবে, আইগতভাবে স্বীকৃত। এখন অবস্থা হয়েছে এই, যার সম্পদ লুণ্ঠিত হয় তার যেমন কোন আক্ষেপ নেই, লুটের ফসল যাদের ঘরে আসে তারও কোন অনুশোচনা নেই। ঔপনিবেশিক সিস্টেম আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ভাগ চাষ প্রক্রিয়া। এসব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের অর্থনীতিকে বন্ধ্যা করার জন্য। কৃষকদের মেহনতে উৎপাদিত ফসলের উপর তারা তাদের কর্মবিমুখ দালাল ও তাঁবেদারদের প্রতিষ্ঠিত করেছে স্থায়ীভাবে। অথচ ভাগ চাষের ব্যাপারে আল্লাহর রসুল (দঃ) এর বক্তব্য হল- 'যে ভাগ চাষ অথবা বর্গাদারী থেকে নিজেকে বিরত না রাখে জেনে রাখ সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত রয়েছে।' আমরা জেনে, বুঝে অথবা অজান্তে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের উপর আল্লাহর রহমত আসবে কেন? জমির উপর আপনার বংশানুক্রমিক স্বত্ব কে দিয়েছে? দিয়েছে ঔপনিবেশিক সিস্টেম। আর এ সিস্টেম এর গ্রহণযোগ্যতা আমাদের কাছে নেই। আমরা একে বাতিল মনে করি। আমাদের নতুন সিস্টেমে জমির উপর ব্যক্তির বংশানুক্রমিক স্বত্বকে স্বীকার করা হয় না। জমি কার? আল্লাহর। আল্লাহর জমিকে আবাদ করার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু এ জমির উপর আপনার স্বত্বাধিকার স্বীকৃত নয়। সব জমিতো দখল করা জোরজবরদস্তিমূলকভাবে। বৃটিশ সৃষ্ট জমিদার এবং দালালরা জনগণের সম্পত্তিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। প্রকৃত চাষী আজ এ কারণেই ভূমিহীন। আমার মতে জমি তারই রাখার অধিকার আছে যে সরেজমিনে থেকে ফসল উৎপাদন করবে এবং নিয়মিত ওসর্ পরিশোধ করবে। জমি কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে পারে না।

ধরুন ১০০ বিঘা জমি আছে। আপনার প্রয়োজন ১০ বিঘা। ১০ বিঘার উপর আপনি খাটতে পারবেন, পরিচর্যা করতে পারবেন, সময়োচিত এবং সঠিকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন; আপনাকে ১০ বিঘার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। আপনি উৎপাদন করবেন স্বাধীনভাবে, ওসর দিবেন নিয়মিত। কিন্তু জমি পরিত্যক্ত রাখার কোন অধিকার আপনার নেই। এইভাবে ১০ জন যদি জমির উপর ভালভাবে মেহনত করার অঙ্গীকার করে তাদের মধ্যে ১০০ বিঘা বিতরণ করা হবে। একইভাবে এক লাখ বিঘা জমি থাকলে ১০ হাজার লোকের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ১ কোটি বিঘা থাকলে ১০ লাখ লোকের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এর পরও উদ্বৃত্ত জনশক্তি রয়ে যাবে। যারা জমির উপর খাটছে না তাদের বেকারত্ব নিরসনের অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। মোটের ওপর জনশক্তির ক্ষুদ্রাংশও যাতে বেকার না থাকে সে দিকে লক্ষ রাখা হবে। কারণ

বেকারত্বের অর্থ হল জনশক্তির অপচয়, অর্থনৈতিক অপচয়। জনগণকে বেকারত্ব থেকে হটান আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। আজ যেমন জনগনের বিরাট অংশ জাতির জন্য বোঝা, এই বেকার, বোঝাস্বরূপ মানুষগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়া জাতীয় অগ্রগতির বাহনে পরিণত হবে। এদেশের মানুষের বেকারত্ব হটালে এদেশেই ম্যানপাওয়ার সর্ট পড়বে। আজ যেমন সস্তায় শ্রম পাচ্ছেন আপনি ন্যাশনাল সার্ভিস করে দেখবেন, চীফ লেবার পাওয়া অত সহজ হবে না। চীফ লেবারের একটা সমস্যা কি জানেন, একটা মানুষ যখন তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে, যখন সে তার জন্য প্রয়োজনী হালাল রুজি তার শ্রমের বিনিময়ে পাবে না, তখন সে আপনাকে ফাঁকি দিবেই। তার মাথার ওপর বসে না থাকলে সে ঠিকমত কাজ করবেনা।

উৎপাদন উপযোগী, যে জমি আছে সেসবের উৎপাদনের ওপর 'ওসর' বাধ্যতামূলক করা হবে। আর এসব জমি জমা 'শারিয়া' অনুযায়ী যে ধরনের ভাগ-বাটোয়ারা করা হয় এর আওতায় পড়বেনা। যেটার দৃষ্টান্ত আপনি হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলের ইতিহাসে পাবেন। রসুল (দঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে জমি দিয়ে গিয়েছিলেন। সে জমির উপর তিনি মেহনত দিতেন না অর্থাৎ জমিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতেন না, এ কারণে দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) তার থেকে জমি নিয়ে নিয়েছিলেন। পতন যুগের আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা আবাদযোগ্য জমিকে মিরাসীভাগ বাটোয়ারার আওতায় নিয়ে এসে অর্থনীতিকে স্থবির করে দিয়েছেন। আপনার যে বাড়ীটা সেটা ভাগবাটোয়ারার আওতায় আসবে। আর আসবে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ এবং অন্যান্য যে সবের ওপর জাকাত আরোপিত হয়। আপনি বাড়ী করবেন, ভিটামাটির জন্য চিহ্নিত এলাকায় আপনাকে বাড়ী করতে হবে। যে জমি উর্বর, চাষাবাদের জন্য যেটা উৎকৃষ্ট এসব জমি বসতবাড়ীর জন্য অনুমোদন দেয়া হবে না। ডোবা জমি, উঁচু অসমতল জমি, অনুর্বর এবং চাষাবাদের জন্য অনুপযোগী জমি, বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেয়া উচিত। জনগণের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে জাতীয় স্বার্থে চিহ্নিত এলাকার বাইরে খেয়াল খুশীমত গৃহ নির্মাণ করতে পারবেননা। কৃষি জমির ওপর যদি আপনি বাড়ী করতে চান, করতে পারবেন। ধরুন ১ বিঘা উর্বর কৃষি জমির ওপর আপনি বাড়ী করলেন। ঐ জমিতে বছরে ৩টা ফসল হতো? এই উৎপাদিত ফসলের ওপর তো ওসর ধার্য হত। এই তিনটা ফসলের উপর ধার্যকৃত ওসরের সম পরিমাণ ট্যাক্স আপনার নির্মিত বাড়ীর উপর ধার্য করা হবে। তাহলে দেখবেন, আবাদযোগ্য জমির উপর কেউ বাড়ী করতে যাবে না বিরাট অঙ্কের ট্যাক্স প্রদানের ভয়ে।

☐ *গ্রাম ও শহরের ভূমি মালিকানার বিরাজমান বৈষম্য কিভাবে দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?*

- আমি যেটা আগেই বলেছি ভুমি সংস্কার করতে হলে গ্রাম থেকেই করতে হবে। গ্রামে জমিগুলোর প্রকারভেদ চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী। আপনি ঢাকায় বসে যদি গুলশান, বনানী, বারিধারা এবং উত্তরার জমি চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে আপনি কেন

গ্রামকে চিহ্নিত করতে পারবেন না? কেন নির্দিষ্ট করতে পারবেন না যে গ্রামাঞ্চলের এইসব এলাকা বসতি স্থাপনের জন্য, এই সব এলাকা বসতি এলাকা বহির্ভূত এবং আবাদযোগ্য জমি। বসতি এলাকাসমূহের ৩ কাঠা ৪ কাঠায় পরিকল্পিত ভাবে বিভক্ত করে চিহ্নিত করুন। বসতির জন্য চিহ্নিত ভূমি বন্টন করে বলে দিন এসব এলাকায় গৃহ নির্মাণ করলে নির্ধারিত নিয়মে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে। আপনারা এখন গৃহ নির্মাণ ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেন কাকে? শহরবাসীদের। কিন্তু গ্রামের কৃষকরা যখন 'ওসর' দিচ্ছে তখন তো জাতীয় আয় বেড়ে যাচ্ছে অনেকগুণ। তাকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন? ফসলের এগেইনস্টে ঋণ দিতে আপত্তি কোথায়।

আপনার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীদের কে খাওয়াবে? খাওয়াবে তো কৃষক। কৃষকদের কাছ থেকেই এদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে তাইনা। তাহলে এই কৃষকদের এই চাষীদের আপনি ফিনান্স করেন। তার বাড়ী করেন, তার হাউজিং করেন, তার গ্রামকে উন্নত করেন, তাঁদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা এনে দেন। আপনি যদি গুলশান বনানী বারিধারায় প্লট বরাদ্দ করতে পারেন তাহলে গ্রামে করতে অসুবিধা কি? এখন সব জায়গায় ছড়ান বাড়ী ঘর, যা ইচ্ছে খেয়াল খুশীমত চলছে। আপনি যদি গঠনমূলক পরিকল্পনা নেন তাহলে বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার সব কিছু পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলতে পারেন। পুকুর খুঁড়তে পারেন, মাছ চাষ করতে পারেন, ডেইরী-পোলট্রি সব কিছু শত শত হাজার হাজার কমপ্লেক্সে হাত দিতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছামত ছেড়ে দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। ভূমি সংস্কারের জন্য তো আপনার তেমন কিছু করার প্রয়োজন হবে না। আপনি শুধু চিহ্নিত করবেন এই জমিগুলো আবাসিক, এই জমিগুলো আবাদী উৎপাদন উপযোগী। আবাদী জমিগুলোতে যদি যান আপনাকে ট্যাক্স দেয়া লাগবে। অনেকে বলবে তার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের জমি। ১৮৫০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে তো সব জমিদারী করে দিয়েছিলেন। এখন জমির যারা দাবীদার তাদের পূর্ব পুরুষরাতো সেই সময় জমিদারদের প্রজা হিসাবে জমিগুলোর পত্তন নেয়। বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষের কারো জমি নয় এসব। সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে বৃটিশরা সব হাইজ্যাক করে নিয়েছিল। তবে হ্যাঁ জমিতে আপনি কাজ করতে চান, উৎপাদন করতে চান, আমার আপত্তি নাই, আপনি ১০০ বিঘা চান আপনাকে দেয়া হবে। কিন্তু শর্ত হল আপনাকে জমির ওপর থাকতে হবে। আপনি ঢাকায় থাকবেন আর গরীব চাষীর কিসমত খারাপ হয়েছে, ফসল খারাপ হয়েছে বলে জহুরুল ইসলামের মত শ' শ' বিঘা জমি সস্তা দামে হস্তগত করবেন আর প্রকৃত চাষীকে গরীব আর প্রস্টিটিউট করে রেখে দিবেন, এটাকে বরদাস্ত করা হবে না। শুধুমাত্র যে ঢাকা শহর উন্নত হবে, পরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠবে এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীও আমি মানতে রাজী নই। বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকার অনুরূপ আরো ১০টি শহর গড়ে তুলতে হবে। একইভাবে জেলা শহরগুলোর অনুরূপ আরো ১০০টি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা উচিত। যেটা আমরা বললাম, সেটা সম্ভব হবে শোষণমুক্ত ডিসেন্ট্রালাইজ এডমিনিস্ট্রেশন এর মধ্য দিয়ে।

❐ *ঢাকা শহরে ২ কাঠা ৫ কাঠার ওপর ২ কোটি ৫ কোটি টাকা গৃহ নির্মাণে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারী স্থায়ীভাবে বিরাট আয়ের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে। মফস্বল অথবা গ্রামে সেটা সম্ভব নয় এটাকে নিশ্চয় বৈষম্য বলা যাবে। এই বৈষম্য এবং ব্যবধান দূর করা অথবা কমিয়ে আনা সম্ভব কি ভাবে?*

- ঔপনিবেশিক সিস্টেমের মধ্যে যারা লফসাইটেড দালাল শ্রেণী আছে তারা বেশী বেনিফিট পাবে এটাই স্বাভাবিক। তৎকালীন জমিদার, বৃটিশ উপনিবেশিক শ্রেণীর খাস দালালরা যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার দাদারা গরীবের রক্ত চুষে ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো। যে বড়লোক আছে অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীরা ঐ সিস্টেম থেকে স্থায়ীভাবে লাভই পেতে থাকে যারা গরীব আছে তারা শোষিত হতে হতে পথে নামে। এই লফসাইটেড এরেঞ্জমেন্ট যা রয়েছে এর মধ্যে দালাল শ্রেণীর জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। গরীব মানুষ, মেহনতি মানুষ, হালাল রুজির সন্ধানী খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা নেই। এই সিস্টেমটা ঔপনিবেশিক লুটেরা সিস্টেম। এটা বানান হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যারা লুটপাট করছে এবং যারা তাদের দালাল তারাই এখানে সব সময় বেনিফিট পাবে। যারা শহরে আছে এবং দালালীর সুবিধা পেয়েছে তারাই উঠতে পেরেছে, কোলকাতায় প্রথম কারা ঢুকতে পেরেছে? সেই ঔপনিবেশবাদী লুটেরা বৃটিশ। তারাইতো কোলকাতা বানিয়েছিল। তাদের অনুগত ভৃত্য আর দালালরা প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় লুটপাট করেছে এবং কোলকাতায় বসবাস করেছে। ঢাকার দিকে চেয়ে দেখুন এখানেও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন এবং ধনিক শ্রেণী কারা ছিল? মুঘল এবং মুঘলদের দালালরা। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকার চারিদিকের সম্পত্তিতো সব হিন্দুদের ছিল। মুসলমানদের কয়জনের ছিল। যে কয়জনের ছিল তারা তো ছিল বৃটিশদের দালাল। বৃটিশদের দালাল অথবা বৃটিশ সাহেব ছাড়াতো শহরে কেউ থাকতে পারতোনা। পারতো? এখন পর্যন্ত শহরের জীবনের সুফলটা কারা নিচ্ছে?—দালালরা। এখন দু'কাঠা, পাঁচকাঠার উপর বিরাট বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে ঢাকায়। কিন্তু অন্য কোথাও তো সেটা সম্ভব হচ্ছে না সব কিছু সেন্ট্রালাইজড হওয়ার কারণে। সব কিছু ডিসেন্ট্রেলাইজ হলে ঢাকার উপর জনগণের চাপ কমে যাবে। স্বাভাবিকভাবে বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণের উদ্যোগ ও কমতে থাকবে। এখন বিল্ডিং নির্মিত হওয়ার কারন হলো, এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা রয়েছে, যে চাহিদা ডিসেন্ট্রেলাইজ হলে থাকবে না। এখন বিল্ডিং বানিয়ে রিটার্ন পাচ্ছেন সেন্ট্রালাইজ হওয়ার কারণে। দেশের সব সম্পদ টাকা পয়সা ঢাকায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে যেমন আগে বলা হত সব সম্পদ করাচী যাচ্ছে অথবা ইসলামাবাদে যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশের সবাই বলছে আমরা মেহনত করি কিন্তু সব চলে যায় ঢাকায়। ডিসেন্ট্রেলাইজ হলে বিল্ডিংটা জেলা শহরে বানাতে পারবেন, থানা শহরে বানাতে পারবেন। এখন যা হয়েছে, সব সুযোগ সুবিধা কেন্দ্রে। কেননা কেন্দ্রেতো সবাই ছুটে আসে। এখানে বিল্ডিং নির্মাণ করলে ভাড়া দিতে পারছেন। একই ধরনের বিল্ডিং আপনি যদি জেলা শহরে বানান তাহলে ঢাকায় যদি ঐ

বিল্ডিং থেকে আপনার ২০ হাজার টাকা আয় হয় তাহলে জেলা শহরে ঐ বিল্ডিং থেকে ২ হাজার টাকাও পাবেন না। এটা একধরনের ইনজাস্টিস। ঢাকার জন্য ঢাকাতে নেতাদের সুবিধার জন্য পুরা বাংলাদেশ পেমেন্ট করে কেন? যারা এমপি হচ্ছেন এমপি হওয়ার আগে তাদের বাড়ী ছিল জেলা শহর থানা শহর অথবা গ্রামে। এমপি হওয়ার পর দেখবেন যে তাদের ঢাকাতে বাড়ী হয়ে গেছে, জেলা শহর অথবা গ্রামের বাড়ী পরিত্যক্ত হয়ে গেছে অথবা ছেড়ে দিয়েছে। আর মন্ত্রী হলে তো দেখবেন বিলাত আমেরিকায় বাড়ী করে ফেলেছে। ঢাকার ১০ কোটি টাকার বাড়ী ও তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে। এটাতো চলছে লর্ড ক্লাইভের যুগ থেকে। লর্ড ক্লাইভ তো ছিল একটা ঠেলাগাড়ীওয়ালার ছেলে, কেরানী। বাংলাকে লুটপাট করে বিরাট জমিদার হয়ে গেছে বিলাতে। তারপর থেকে যারা এসেছে তারা তো তাকেই অনুসরন করেছে এবং এখনো করে চলেছে। যত পার জনগণের সম্পদ লুট কর, গরীবের রক্ত চোষ, বিদেশে বাড়ী বানাও এইতো হল নেতৃবৃন্দের জীবন দর্শন। ঢাকাতো আপনি বলতে পারেন তাদের ওয়ে স্টেশন।

❐ ***বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা পরিহারের কথা আপনি আপনার মেনিফেষ্টোতে বলেছেন প্রতিটি সচেতন নাগরিকই আপনার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেয়া কি সম্ভব হবে?***

- একটা জাতির জন্য বৈদেশিক সাহায্য বিষের সমতুল্য। এমন কিছু ওষুধ রয়েছে যেটা সুস্থ হওয়ার জন্য মানুষ সেবন করে কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। বৈদেশিক সাহায্য একটা জাতির জন্য তেমন ওষুধ যা আপাত মধুর বলে মনে হলেও জাতিকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যত বংশধরদের উপর একটা অর্থনৈতিক বোঝা হিসাবে বিরাজ করে। স্বাধীন হয়েও একটা জাতি এক ধরনের গোলামীতে শৃংখলিত হয় অথচ সেই সাহায্য দেশের আপামর জনসাধারণের কোন কাজেই আসে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরুন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। প্যারিস থেকে ঘুরে এসে বললেন ২.১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বাংলাদেশের রিজার্ভে রয়েছে ২.৫ বিলিয়ন ডলার। যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে এর মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন ডলার হল প্রজেক্ট এইড, ৩০০ মিলিয়ন ডলার হল কমোডিটি এইড এবং অন্যান্য আরো কিছু। আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য অথবা কাঁচামাল আমদানীর টাকা নেই? বিদেশ থেকে যে টাকাটা আপনারা নিয়ে আসছেন, এটা কোন কন্ডিশনে। উনারা অনেক শর্তারোপ করছেন, বলছেন এটা করতে পারবেন না ওটা করতে পারবেন না, এভাবে চলবেন, ওভাবে চলতে পারবেন না ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় পণ্য ও উপকরণ আমার দেশ থেকে কেনা লাগবে অথবা এই ডেজিগনেটেড দেশ থেকে কেনা লাগবে এবং আমার নির্ধারিত মূল্যে কেনা লাগবে।

বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে আপনি মিরজাফরী করছেন। গাদ্দারী করছেন সমগ্র জাতির সাথে। মিরজাফর বৃটিশের কাছে কেন গিয়েছিল? কাশিমপুরের কুঠির মধ্যে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল? মিরজাফরের টাকার দরকার ছিল দিল্লীকে ঘুষ দিয়ে নবাব হওয়ার জন্য। বৃটিশরা বলেছিল আমরা তোমাকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিব। তুমি আমাদের সহযোগী হও। আপনাদের দেশে বর্তমানে যে সব স্বার্থপর রাজনীতিক আর দালাল রয়েছে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজন টাকার। এ টাকার জোগান দেয় সাম্রাজ্যবাদীরা জাতিকে অর্থনৈতিক গোলামীতে বেঁধে রেখে। এ ধরনের বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত সমস্ত ডিলের গভীরে প্রবেশ করুন দেখবেন এবং অনুভব করবেন বৈদেশিক সাহায্যে বা এইড সদ্ভাব সদিচ্ছা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মোড়কে ঢাকা এক ধরনের বিষ, যেটা পান করান হয় গোটা জাতিকে অমৃত বলে। অথচ এর দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ায় গোটা জাতি বিপন্ন হয়। আমাদের রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দালাল যারা আছেন তারা লুটপাট করে থাকেন বৈদেশিক সাহায্যের চোরাপথে। অনুরূপ দাতা দেশসমূহের নেতা ও আমলারা বিপুল পরিমাণ অর্থ এই সংক্রান্ত ডিল থেকে হাতিয়ে নেয়।

বৈদেশিক সাহায্য মানে জাতীয় উন্নয়ন এটা ভুল। বৈদেশিক সাহায্য মানে ঋণের সংকটে গোটা জাতিকে বেঁধে ফেলা। আপনি যদি বাণিজ্যিক লোন চান, আপনি যদি কোন দেশ থেকে জাহাজ কিনতে চান, তারা তাদের নিজের স্বার্থে জাহাজটা দিবে এবং বলবে যে তোমরা এটা নিয়ে যাও। যে দামে এখন আপনারা এইড এর অর্থে কিনেন তার অর্ধেক দামে আপনি জাহাজ পাবেন। আপনি ফ্যাক্টরী কিনতে চান? বলুন, কোন ফ্যাক্টরী কিনতে চান? আপনি ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার দিন বহু দেশ দৌড়ে আসবে। তাদের মার্কেট পাওয়া লাগবে। তাদের উৎপাদিত জিনিসও তো বেচা লাগবে। তারা নিজেরাই বলবে যে আপনি জিনিসটা নিয়ে যান ২০ বছরের মধ্যে পেমেন্ট করে দিবেন। এইড নিতে যেয়ে হচ্ছে কি? তাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছেন। নিজেদের আত্মসম্মান মর্যাদা সব হারাচ্ছেন এবং তাদের কন্ডিশনে আপনি তাদের তৃতীয় শ্রেণীর জিনিস তারা যেটা সিলেক্ট করে দেয় সেটাই নিতে হচ্ছে শত শত। এতে লাভ হচ্ছে না, আপনার ভবিষ্যতের ওপরে শুধু মাত্র দেনা চাপছে। তারা যে যে প্রজেক্টের কথা বলে সেটা আপনাকে নিতে হবে। আপনি যেটা চান সেটা আপনি পাবেন না। আপনার ৬০০ মিলিয়ন ডলার লাগছে যমুনা ব্রিজের জন্য। এটা কি হচ্ছে? বাংলাদেশের কি এ টাকা নাই, আছে। কিন্তু এটাকা তো চুরি করা মুস্‌কিল। এ টাকা ঐ বিদেশী আমলা এবং নেতারা চুরি করতে পারবেনা। আপনার নেতা আর আমলারাও চুরি করতে পারবে না। আমি যেটা আপনাদের বললাম ওরা যে বড় বড় কথা বলছে ৬০০/৭০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে গেলে

এটা মেঘনা ব্রিজের মত ফোর লেন্থ ছোট্ট একটা ব্রিজ। এই ব্রিজটার ওপর ম্যাক্সিমাম দেড় শো থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। এরা প্রজেক্ট করেছে ৬০০/৭০০ মিলিয়ন ডলার। তার মানে এরা সব মিলে ৪০০/৫০০ মিলিয়ন ডলার চুরি করছে। ৫০০ মিলিয়ন ডলার কত টাকা হয় ভাই। পুরা বাংলাদেশের বাজেট চুরি করছে। কৈফিয়ৎ কে দিবে? কেউ দেবার থাকবে না। এ কারণে বলছি এসব এইড যেটা আছে সেটা হল নব ঔপনিবেশিকদের লুটপাট করার ভদ্রোচিত পন্থা। বলবেন যে, বিদেশী সাহায্য ছাড়া দেশ কেমন করে চলবে? আমি বলব কেন চলবেনা? প্রথমে বললাম একটা মানুষের জন্য কি দরকার? খাদ্য দরকার, নিরাপত্তা দরকার, চলাফেরার জন্য রাস্তা দরকার, খাল-বিল, নদী-নালা, জমি-জামা সংস্কার করা দরকার। এটার জন্য কোন টেকনোলজি লাগে? আপনার গ্রামের কৃষকের জন্য কয়টা মারসিডিজ কার লাগে বলুন? গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কয়টা স্যুট প্যান্ট প্রয়োজন হয়? অধিকাংশ বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিসের প্রয়োজনই পড়ে না। তাদের কয়জনের এসব লাগে? খুব বেশী হলে এক শতাংশ। এই এক শতাংশের সুবিধা এবং ভোগ বিলাসের জন্য কেন ৯৯ শতাংশ পেমেন্ট করবে? আমরা যদি বিদেশী সাহায্য না নিই, আমরা যদি আমাদের শ্রম দিয়ে, মেহনত দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদনের উদ্যোগ নিই তাতে আপত্তি কেন? এর জন্য কিছুটা সময় নিবে সেটা আমরা জানি। সে সময়টুকু না হয় ১ শতাংশের একটু কষ্ট হবে। না হয় তার ইলেকট্রিক ফ্যান অথবা এয়ারকন্ডিশন চলবে না কয়েক দিনের জন্য। এই কয়দিনে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ৯৯ শতাংশ মানুষগুলোর কোমর শক্ত হয়ে যাবে। এই যে ১ শতাংশ এরা কিন্তু অধিকাংশই কৃষকের সন্তান। অধিকাংশ বড়লোক দালাল যারা রয়েছে তারা ছোটবেলায় কেউ এয়ারকন্ডিশন দেখেনি, পাকা মেঝেও দেখেনি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন এরা অধিকাংশ মাটির বাড়ীতে বড় হয়েছে, তাল পাখার বাতাস গায়ে লাগিয়ে ঘুমিয়েছে। খুব কিশমত ভাল হলে মশারী টাঙ্গাতে পেরেছে। এরাই এখন দেশের মানুষকে শোষণ করে জনগণের সম্পদ লুট করে কোটিপতি। মার্বেল ফ্লোর, আলীশান বিল্ডিং, এয়ার কন্ডিশন ছাড়া এখন এদের হুস জ্ঞান ঠিক হয় না। কিন্তু কেন হয় না? তাদের ছেলে মেয়েরা বিলাতে লেখাপড়া না শিখতে পারলে তারা সাহেব হতে পারছে না। এই দেশে যার দাদারা ক্ষেতের মধ্যে বসে পায়খানা করেছে, পুকুর ডোবায় গোসল করেছে খুব বেশী হলে একটা কাঠের চৌকির ওপর তালপাখার বাতাস খেয়ে ঘুমিয়েছে, রোদে পুড়ে অথবা একটা ছাতি মাথায় দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেছে, কাদা হলে চপ্পলটা বগল চাপা করে জীবন জীবিকার জন্য ছুটে বেরিয়েছে। তার নাতি আজকাল আমেরিকা বিলাত সিঙ্গাপুরে প্রমোদ বিহার না করলে

মেজাজ বিগড়ে থাকে। বিদেশে না পড়তে পারলে, বিদেশী ষ্টাইলে চলতে না পারলে মনে প্রশান্তি আসে না। এটা কি করে হতে পারে যেখানে দেশের অধিকাংশ মানুষ তার বাবা দাদা যে স্ট্যান্ডার্ডে ছিল তা থেকে অনেক অনেক নীচে নেমে গেছে। এজন্য আমি এইড এ বিশ্বাস করি না। এইড জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। জাতীয় স্বার্থ সব কিছুর উর্ধ্বে। সবার উপরে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট।

❐ *অবাধ বাজার অর্থনীতির কথা আপনি বলেছেন। এর ফলে দেশে উৎপাদিত পণ্য দারুনভাবে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। বিদেশী পণ্য বিশেষ করে ভারতীয় পণ্যের সাথে সরকার প্রতিযোগিতার ধকল কাটিয়ে আমাদের শিল্প কারখানাগুলো কি টিকে থাকতে পারবে?*

- '৪৭ সালের আগে এদেশকে হিন্দু জমিদাররা লুট করে কোলকাতাকে শিল্পনগরী হিসাবে গড়ে তুলে। পূর্ব বাংলা ছিল কোলকাতার পশ্চাতভূমি। ৪৭ সালের আগে এখানে কয়েকটি চিনির মিল আর কাপড়ের মিল ছাড়া কিছুই ছিল না। শিল্পকারখানাগুলোর যা কিছু হয়েছে ৪৭ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এখন কি হয়েছে নতুন শিল্প নির্মাণ তো দূরে থাক ৭০ সাল পর্যন্ত যা কিছু গড়ে উঠেছিল সবগুলো লটকে গেছে। বর্তমানে কসমেটিক ফ্যাক্টরী ছাড়া আর কিছু নাই। ভারতীয় অর্থনৈতিক আগ্রাসন সব শিল্প কারখানাগুলো অচল করে দিয়েছে। চোরাচালান আর কালোবাজারে ছেয়ে গেছে দেশ। ন্যাশনাল সার্ভিস হলে সীমান্ত এমন ব্লক হয়ে যাবে যে একটা সুঁচ প্রবেশের পথ থাকবে না। এখন তো একটা বিওপি থাকে, হাতে গোনা কিছু সীমান্তরক্ষী বিডিআর সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকে তখন প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এবং প্রত্যেকটি থানা একেকটা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হবে। চোরাচালান করবে কোথায়? কিভাবে করবে? হ্যাঁ আপনার টাকা আছে ডলার আছে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস বাহির থেকে আনান আপনাকে কেউ বাধা দিবে না। কিন্তু আপনি পাবলিকের টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে তা আনবেন আর এটাকে ফ্রি মার্কেট বলবেন এটাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। ফ্রি মার্কেট আমি বলতে চাই এটাই যে, আপনি আপনার নিজের পয়সা দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামাফিক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবেন। পাবলিকের টাকা নিয়ে সরকারের টাকা নিয়ে আপনি যা ইচ্ছে তাই করবেন, এটাতো কেউ বলেনি। টাকা কার? জনগণের। সরকার এ টাকা জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। তথাকথিত ফ্রি মার্কেটকে চাঙ্গা করার জন্য ব্যবহার করবে এটা কি কোথাও বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল জনগণের কাছ থেকে যে ট্যাক্স নেয়া হবে সরকার সেটা ব্যবহার করবে জনগণের প্রয়োজনে, ন্যাশনাল সার্ভিসে এদেশের যে সব তরুন রয়েছে তাদের খাওয়ানো তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপ করার জন্য। বিলাস দ্রব্য, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানীর জন্য জাতির কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা যাবে না।

আপনি ব্যবসা করছেন, এক্সপোর্ট করছেন, ইনকাম করছেন, ডলার ইনকাম করছেন, আপনার টাকায় সবচেয়ে দামী গাড়ি নিয়ে আনতে চান?- আনেন। ডলারে কিনবেন,

নিজের পয়সা দিয়ে কিনবেন। আপনি ট্যাক্স দিবেন, আপনি চালাবেন আমার কি অসুবিধা আছে। কিন্তু আজ কাল যে সিস্টেম হচ্ছে। আপনি এখানে দশ কোটি টাকা লোন নিলেন একটা ইন্ডাষ্ট্রি করলেন, আর ইম্মিডিয়েটলি এক কোটি টাকা দিয়ে একটা এলসি খুলে দিলেন একটা দামী গাড়ির জন্য। নিজের উপার্জিত পয়সা দিয়ে আনবেন আপত্তি নেই। কিন্তু তা না করে এর জন্য জনগণের পয়সা ব্যবহার করবেন? এটা করতে দেওয়া হবে না। সরকার যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে এটা পাবলিকের পয়সা, কোন ব্যক্তি বিশেষের পয়সা নয়।

ঔপনিবেশিক সিস্টেম এবং এর ট্রাডিসন হল এই, যেদেশের উপর তারা কবজা করত সে দেশের শিল্পকে ধ্বংস করে দিত এবং সে দেশের উপর তাদের উৎপাদিত পণ্য চাপিয়ে দেয়া হত। আমাদের পূর্ব পুরুষরাই প্রত্যক্ষভাবে সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। এটা এখনকার জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। কেননা এখনো সেই আমলাতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক আইন রয়েছে বহাল তবিয়তে। এই অবস্থার মধ্যে ফ্রি-মার্কেট রাখার অর্থ হচ্ছে যে আপনি ফ্রি এক্সেস টু দেম দিচ্ছেন। আপনার শিল্প মার খাবেই। এবং কখনো দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু আমি যেটা ফ্রি মার্কেটের কথা বলছি সেখানে আমলাতান্ত্রিক সিস্টেম নাই। আপনি খাটছেন, আপনি ইনকাম করছেন, আপনার পয়সা আছে, আপনি কিনতে চান, আপনার স্বাধীন সিদ্ধান্তে আমি বাধা দিবো কেন। অপ্রয়োজনীয় আমলাও থাকছে না, আইন কানুনও থাকছে না। কোন কৃষকের যদি ইচ্ছা হয় সে ফোর্ড ট্রাক্টরের জায়গায় কার্ডিলাক ট্রাক্টর ইউজ করবে তাতে আপনি বাধা দেবার কে? সে খেটে আয় করেছে, পয়সা তার। একজন কৃষক পরিশ্রমলব্ধ টাকা দিয়ে বাড়ী বানিয়েছে, এয়ার কন্ডিশান লাগিয়েছে, নিজে নিরলস পরিশ্রম করেছে, উৎপাদন করেছে, বিক্রি করেছে, তিল তিল করে সঞ্চয় করেছে, তার মেহনতের পয়সা, তার হালাল পয়সা, তার সঞ্চিত পয়সা দিয়ে সে যদি নিজের আরাম আয়েশের জন্য, তার কাজের সুবিধার জন্য কিছু করে তাহলে আপনি তাকে বাধা দিবেন কেন? আপনি বাধা দেবার কে? পাবলিকের পয়সা দিয়ে এসব করার অধিকার কারো নেই। আমার বক্তব্য হলো ফ্রি মার্কেটের অর্থ এই নয় ফ্রিলি আপনি পাবলিকের পয়সা লুটপাট করবেন, যা ইচ্ছা তাই কিনে, যা ইচ্ছা আমদানী করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করবেন এটা আমি মেনে নিতে রাজি নই। ফ্রি মার্কেটের লেবেল লাগিয়ে পাবলিকের রিজিক লোপাট করবেন, এটা ফ্রি-মার্কেট নয়। এটা ডাকাতি।

❐ *আপনি বৃহত্তর রাজস্ব তৈরীর কথা বলেছেন। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে বিএনপি সরকার কর্তৃক চালুকৃত ভ্যাটকে আপনি অনুমোদন করছেন। কেননা ভ্যাট বৃহত্তম রাজস্ব তৈরীর সহায়ক।*

- আমি জানিনা আমার এ সংক্রান্ত বক্তব্যকে বাংলায় কি অর্থ করেছেন। আমি যা বলতে চেয়েছি সেটা হলো প্রত্যেকটি নাগরিকের ট্যাক্স দেয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভেল্যু এ্যাডেড ট্যাক্স তো অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেব পাশ্চাত্যের নিমজ্জমান জাতিসমূহের

কাছ থেকে বিরাট একটা বোঝা বয়ে এনে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পর্যুদস্ত বেসামাল জাতিটার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যাহত এ জাতিটা এ ভার বহনে কতখানি সক্ষম এটা ভেবে দেখার অবকাশটুকু তাদের মিলেনি। এতে লাভ হয়েছে দুটো। প্রথমত অন্ধ অনুকরণ করে পশ্চিমাদের খুশী করতে পেরেছেন তিনি ও তার নেত্রী। দ্বিতীয়ত ভ্যাট থেকে প্রাপ্ত বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে ক্ষমতাসীনরা খোশহালে দিন কাটাচ্ছেন। এর চাপ সহ্য করতে হচ্ছে জনগণকে।

যখন একটা জাতি ডুবতে থাকে তখন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। বৃটিশ সাম্রাজ্য ডুবে গেছে দুনিয়াকে চুষে খাবার ইচ্ছা থাকলেও পথ খোলা নেই। এরা এখন ভ্যাট লাগিয়েছে। এখন এদের তেমন কোন উৎপাদন নেই। আগে তো তারা দুনিয়া লুট করে খেত। এখন বেঁচে থাকার জন্য লুট করতে হচ্ছে জনগণকে। আমার প্রশ্ন বাংলাদেশে এসব ট্যাক্স কি করে লাগান হয়? শিল্প মুখ খুবড়ে পড়ে আছে, কৃষি হাজার বছর পিছিয়ে, বাণিজ্যও সুস্থ সাবলীল অবস্থানে নেই। ট্যাক্স লাগাচ্ছেন ট্রেডের উপর। আর এদেশে ট্রেডও হয়ে গেছে মোর অর লেস স্মাগলিং। আপনি কিসের ভ্যাট লাগাচ্ছেন। এটা কি ধরনের ফ্রড করছেন এদেশের মানুষের সাথে? বিধ্বস্ত এ জাতিটার সাথে যেন একটা তামাসা, একটা প্রহসন করছেন আপনারা। যদি 'ওসর' ট্যাক্স থাকে, যদি যাকাত থাকে, যদি এসবের প্রোপার ডিস্ট্রিবিউশন থাকে এবং যদি এর গঠনমূলক ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এটাই যথেষ্ট এদেশের জন্য।

প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তার কমিউনিটির জন্য তার উপার্জনের একটা অংশ কোরবানী করা। সম্পদের উপর সমাজের একটা অংশ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন 'ধনীদের সম্পদে বিত্তহীন বঞ্চিতদের হক রয়েছে?' - (আল কোরআন)। রসুল (সাঃ)-বলেছেন, তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ কর এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন কর।' এখন বলুন, ট্যাক্স কয়জনে দেয়? আম্বাদের ইনকাম থেকে আমরা কি কোন ট্যাক্স দিই? আপনার প্রয়োজনের ওপর যদি আপনার আয় হয় আপনার ঐ আয় থেকে সমাজের জন্য ব্যয় করা কি আপনার দায়িত্ব নয়? গ্রামে যাদের জমিজমা আছে, যারা চাষাবাদ করছে, যারা স্বচ্ছল, তাদের একটা অংশ; যাদের জমিজমা নেই, যারা বয়স্ক, যারা বিকলাঙ্গ, যারা গরীব, যারা শ্রম দিয়েও কুলাতে পারছে না, তাদের জন্য রয়েছে। নাকি তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিয়ে আপনার দায়িত্ব শেষ করতে চান? আল্লাহ কালামে পাকে কি বলেছেন- আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতিরিকে কারো কোন সম্পদ হালাল বলে পরিগনিত হবে না। আপনার এ সম্পদ হারাম হয়ে যাবে।

আপনার প্রতিবেশী আপনার সাথে বসবাস করে। তাদের প্রতি আপনার যেমন দায়িত্ব রয়েছে অনুরূপ আপনার সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য ব্যয় করা কিন্তু তাদের প্রতি আপনাদের করুণা নয়। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কালামে এ কথায় বোঝাতে চেয়েছেন যে যারা মেহনত করে, যারা উপার্জন করে, তাদের উপার্জিত সম্পদে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতিরিকে সেই সম্পদ তাদের জন্য হালাল হবে না। সেটা হারাম

হিসাবে পরিগণিত হবে। আপনি যা কিছু খাচ্ছেন, যা কিছু উৎপাদন করছেন, এমনকি আপনার শ্রম দিচ্ছেন এটার জন্য আপনি যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছেন এসব আপনার নয়। যে শ্রমশক্তি আপনি ব্যবহার করছেন সেটাও আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী। তিনি আপনাকে এ শক্তি দিয়েছেন আপনার প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। নেচারাল রিসোর্সেস এবং আপনার প্রডাক্টিভিটির সমন্বয়ে যে রেজাল্ট বেরুচ্ছে ,যে প্রোডাক্ট আসছে সেটাকে হালাল করা হয়েছে সেই উৎপাদনের ওপর আল্লাহর অংশ নির্ধারণ করে। আল্লাহর অংশ মানেই হল আল্লাহর পথে ব্যয়। আল্লাহ যাদের কম দিয়েছেন আপনার উপার্জিত সম্পদে আল্লাহর অংশ যা রয়েছে সেটা স্বেচ্ছায় সানন্দে তাদের দিয়ে দিবেন। দাবী ও অধিকারের পরিবর্তে আমাদের পলিটিক্যাল থিসিস হল দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই হবে জাতির নীতি। পাশের বাড়ীতে কেউ না খেয়ে থাকলে আপনার নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারটুকুও আপনার জন্য হালাল হয় না। আমরা হজ্ব করতে যাই কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি বাংলাদেশে কারো জন্য হজ্ব জায়েজ হয় কিনা?'

❐ ***আওয়ামী লীগ অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে সীমান্ত রেখা বরাবর ১০ মাইল দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এর ফলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দেশটা তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। আপনি কি অবাধ বাজার অর্থনীতি চালু করে দেশকে বাহাত্তরের সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চান?***

-আমি আগেই ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছি। এই কর্মসূচী কার্যকরী হলে আওয়ামী লীগের অবাধ বাণিজ্য নীতির বিপরীত ছবি দেখবেন। তারা সীমান্ত বরাবর ১০ মাইল এলাকা ভারতের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। আমি এসব অঞ্চল ডিফেন্স সিকিউরিটি এলাকায় পরিণত করলে ভারতের জন্য অবাধ মার্কেটটা ভালই হবে, কি বলেন? এখন তো প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য বিডিআর সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকে কিন্তু পরিকল্পনামত সীমান্ত সংলগ্ন এবং সমুদ্র সংলগ্ন সমস্ত থানা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে যাবে। এখানে অবাধে আসা-যাওয়া করা হবে অত্যন্ত কঠিন। এই সাথে থাকবে পঞ্চম বাহিনী সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ। স্মাগলার হিসেবে কেউ ধরা পড়লে তাকে রেহাই দেয়া হবে না। এখন তো স্মাগলিং হচ্ছে অত্যন্ত সহজে। তখন কেউ একথা চিন্তাও করতে পারবে না। এখন স্মাগলিং করে ভারতীয় পণ্য আনছেন। ধরা পড়লে ঘুষ দিয়ে রেহাই পাচ্ছেন। আপনার প্রতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিরূপ হলেও অসুবিধা নেই। সাজা হলে কি হবে, খুব বেশী হলে কয়েক মাসের জেল। কিন্তু তখন কাউকে স্মাগলার হিসোবে ধরা হবেনা। তাদেরকে ট্রিট করা হবে স্পাই- ভারতীয় গুপ্তচর হিসাবে। তখন জেলে পাঠানো হবে না, নেয়া হবে ফায়ারিং স্কোয়াডে। এখন বলুন অবাধ মার্কেটটা খুব ভাল করেই হবে? এ পার্থক্যটা বুঝলেন। আমি বলেছি অবাধ বাণিজ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, সীমান্তের বাইরে কোন অধিকারের কথা তো বলিনি। আমি তো বলিনি Bangladesh is supposed to be a part of India.

আমাদের এখানে ইন্টারেষ্ট আছে, আমাদের বাংলাদেশ যদি বাঁচা লাগে তাহলে পুরো বেঙ্গলকে আমাদের সাথে নিতে হবে। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধনীতি অবলম্বন করতে হবে। সেটা কি? There will be no diplomatic relation , close Border, Defence force deployed to the border. যুদ্ধরত দুটো দেশের সাথে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে ভারতের সাথে আমাদের অনুরূপ সম্পর্ক বিরাজ করবে। কথাগুলো আমি সব জায়গায় সব সময় প্রকাশ্যে বলে থাকি। এটা আমাদের লুকানোর কিছু নেই। যতদিন পর্যন্ত দিল্লী আমাদের কথা মত না আসে ততদিন পর্যন্ত ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শত্রুর সম্পর্ক। কারো কাছে ভারতীয় জিনিস পাওয়া গেলে তাকে দেশের শত্রু হিসাবে ধরা হবে। ইন্ডিয়ান ব্লেড আপনার কাছে পাওয়া গেলে প্রশ্ন করা হবে কোথা থেকে পেলেন? আপনি কি ভারতীয় স্পাই? আপনি ভারতীয় কাপড়-চোপড় শাড়ী ব্যবহার করছেন, আপনি ভারতীয় রেকর্ড প্লে করছেন, ভারতীয় চালচলন কথাবার্তা কোন কিছু আপনার মধ্যে দেখা গেলে আপনি ভারতীয় চর অনুচর স্পাই হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি না নিতে পারেন তাহলে আপনারা ভারতের পেটের মধ্যে যেতে বাধ্য, দিল্লীর ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না, নিজেদের মাজা শক্ত হবে না, কোন কালে কোন অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। আপনাদের আমলা আর নেতারা হবে ভারতের দালাল আর আপনারা হবেন গোলাম।

একটা আয়াত দিয়ে যেমন সম্পূর্ণ কোরআন হয় না। আমার বিচ্ছিন্ন বক্তব্য দিয়ে আমার চিন্তাকে সম্পূর্ণ বুঝবেন না। আমার থিসিস আমার চিন্তা ভাবনা পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আজ স্মাগলিং এর চাপে আভ্যন্তরীন বাণিজ্য সংকুচিত, লিগাল ট্রেড জুলুম পীড়নের মুখে। চোরাকারবারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যত প্রতিবন্ধকতা, যত বাধা বৈধ ব্যবসার ক্ষেত্রে। আমি বৈধ ব্যবসাকে অবাধ এবং মুক্ত করব। এর সমস্ত অবষ্টাকল সমস্ত বাধাকে দূর করব। পরিবহন থেকে শুরু করে যেখানে যা কিছু আছে, সবগুলোকে বৈধ ব্যবসার জন্য অবারিত এবং সহজলভ্য করব। যেন সুস্থ মানসিকতা নিয়ে মানুষ ব্যবসা করতে পারে, কেনা বেচা করতে পারে। এর ফলে আভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে। এই বিপর্যস্ত পর্যায় অতিক্রম করতে সময় তো একটু লাগবেই। না হয় দু'চার দশ দিন একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ফল আপনাদের সমৃদ্ধ করবে। আপনি বাঁচবেন, দেশ বাঁচবে, আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা বাঁচবে।

❐ *দ্রুত শিল্পায়ন রুগ্ন-শিল্প পুনর্জীবিতকরণ এবং শিল্পোৎসাহীদের সহযোগিতা দানের ব্যাপারে প্রচলিত শিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে বলে অনেকে মনে করেন। যদি আপনি তাই মনে করেন তাহলে আপনার গৃহীত মূলনীতি কি হবে?*

-শিল্প নির্মাণ, শিল্পের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে যা জরুরী সেটা হল গ্যারান্টেড মার্কেট। আপনার শিল্প, যে সবের মার্কেট নেই তার পেছনে মেহনত করে, সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থের যোগান দিয়ে কোন লাভ আছে? ধরুন আপনি ব্লেড

বানাচ্ছেন, আপনার ব্লেড বাজার পাচ্ছে না, কেননা ভারতের সস্তা ব্লেডে আপনার মার্কেট সয়লাব হয়ে আছে। তাহলে এর জন্য কি করতে হবে? চোরাকারবার কালোবাজারীকে প্রতিহত করতে হবে। যদি না পারেন তাহলে ব্লেড শিল্প নির্মাণ অথবা যেটা নির্মিত হয়ে আছে সেটা টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ হবে অর্থহীন। এভাবে প্রত্যেকটা শিল্পের দুরবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করুন, দেখবেন একই চিত্র। একদিকে নেতারা বলছে শিল্প নির্মাণের কথা, রুগ্ন শিল্প পুনর্জীবনের কথা, অন্যদিকে সীমান্তকে শিথিল করে এবং অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে গোটা বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা হচ্ছে। দেশের মানুষকে খুশী রাখার জন্য বলছে, শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কথা এবং অপর দিকে দিল্লীকে খুশী করার জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতির কথা বলছে। মাড়োয়ারীদের খুশী করার জন্য সীমান্ত খুলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান শাসন কাঠামো থেকে এর চেয়ে উত্তম কিছু আশা করতে পারেন না।

শিল্পের জন্য প্রয়োজন গ্যারান্টেড মার্কেট আর এই গ্যারান্টেড মার্কেট তৈরীর জন্য দেশের ৮০ শতাংশ কৃষিজীবী মানুষের কোমর শক্ত করতে হবে। অথচ দেশের শিল্পনীতি কৃষিনীতি সব কিছু হচ্ছে এর উল্টো। আপনি গ্যারান্টেড মার্কেট দিন। দেখবেন আপনার সাহায্য ছাড়া, সরকারী সাহায্য ছাড়া, এখানে শত শত শিল্প নির্মাণ হবে। শিল্প এগিয়ে চলবে তার আপন গতিতে।

আমি ন্যাশনাল সার্ভিসের কথা বলেছি, তারা গ্রামে গ্রামে, ইউনিয়নে ইউনিয়নে, দেশের লাখ লাখ মানুষকে অর্গানাইজ করবে, ট্রেনিং সেন্টার চালু করবে, দেশ পুনর্গঠনের কাজ করবে দিনরাত। এদের খাদ্য লাগবে, জামা-কাপড় লাগবে, এদের জন্য বিল্ডিং লাগবে, তোয়ালে, গামছা, বুট আর কত কি। এদের জন্য যে বাজেট, যে ফাইনান্স বিনিয়োগ করা হবে, এটাও বিরাট গ্যারান্টেড মার্কেট। প্রতিটি থানায় ১০/১৫ হাজার লোকের খাদ্য লাগবে, মুরগী লাগবে। ধরুন মুরগী প্রত্যেক থানায় ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য মাসে দেড় লাখ মুরগী লাগবে, দেড় লাখ মুরগী বর্তমান বাজার থেকে সংগ্রহ করা কি সম্ভব হবে? স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবে শত শত পোলট্রি ফার্ম। এভাবে দেখা যাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এটাই লোকোমোটিভ হয়ে সৃষ্টি করবে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল মার্কেট। এ মার্কেটের সাথে সাথে ব্লকেট করতে হবে ইন্ডিয়াকে। কিভাবে ব্লকেট হবে সেটাতো এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে আমি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি। ইন্ডিয়াকে ব্লকেট করলে স্মাগলিং সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যাবে। ন্যাশনাল সার্ভিসের মধ্যে ফিসারিজ শিপ যেগুলো হবে তা দিয়ে সামুদ্রিক এলাকায় মাছ ধরা হবে। নৌবাহিনী নয় ন্যাশনাল সার্ভিসের বোটগুলোই কোস্টাল এরিয়া প্রটেক্ট করবে। সমুদ্র এলাকায় যে দু'চারশো ট্রলার থাকবে এসব হবে Part of your defence force. এ সাথে ফিশ প্রসেসিং চালু হবে এবং পোলট্রি ফিড তৈরী হবে। মোটের ওপর কোস্টাল এরিয়া ইনকাম প্রডিউসিং এরিয়ায় পরিণত হবে। এই ট্রলারগুলো কি নেভীর কাজ দিচ্ছে না? বলুন কে স্মাগলিং করবে এবং কোথা দিয়ে করবে?

❐ *একদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বেপরোয়া মনোভাব হরহামেশা ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ অন্যদিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মালিকদের দুর্নীতিপরায়নতা শিল্প সেক্টরকে বিভিন্নভাবে বিপন্ন করছে। শিল্প স্থাপনে আগ্রহী পুঁজিপতিরা শিল্পখাতে পুঁজি বিনিয়োগ করাকে নিরাপদ মনে করছে না। এর ফলে শিল্পখাতে পুঁজি বিনিয়োগ না হয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ও মওজুদদারীতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে অর্থনীতি তার সাবলীলতা হারাচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারসাম্যমুলক শ্রমনীতি জরুরী বলে মনে করেন কিনা? আপনার কোন সুনির্ধারিত কর্মসূচী থাকলে বলুন?*

-দেখুন জনগণ ঠিকই বোঝে, এখানে যে ইকোনোমিক্স রয়েছে সেটা আর কিছু নয় সম্পুর্ণরূপে ঔপনিবেশিক রীতিনীতি। স্বাধীনতার কথা বলা হলেও সরকার ঔপনিবেশিক রয়ে গেছে আজ অবধি। এখানকার কোন কিছুই জনগণের নয়। শিল্প পুঁজি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সবগুলোই সরকারের। জনগণ এসবের মালিক নয়। জনগণের সম্পর্ক এসবের সাথে নেই। যে কারণে এখানে যে রাজনীতি চলছে সেটা ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনীতি এবং এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিষোদগার ইত্যাদি। এখানে আন্দোলন চলছে, হরতাল চলছে, শিল্পকারখানা বন্ধ করা হচ্ছে, গাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। এটা করছে জনগণ, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও খন্ডিত রূপে। এর মূল কারণ কি? কারণটা হলো জনগণ এসবগুলোকে তাদের সম্পদ মনে করছে না। এসব সম্পদের উপর জনগণের যে লেবেলই আঁটা থাকনা কেন এসব জনগণের নয়। এসব হলো ঔপনিবেশিক চর, অনুচর, দালাল ও চামচাদের। এই যে সেক্রেটারী সাহেবরা মিনিষ্টার সাহেবরা গাড়ী চালাচ্ছেন এগুলো কাদের? এটা কি জনগণের? না জনগণের নয়। জনগণের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিস্কার। জনগণের নামে জনগণকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া এটা ভিন্ন কিছু নয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঔপনিবেশিক, এদেশের আইন কানুন সবই তো ব্রিটিশদের দেয়া। লর্ড ম্যাকলেই এর রূপকার। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে তৈরী ডেপুটি কমিশনার, কমিশনার এরাইতো প্রশাসন চালাচ্ছে। জনগণের সাথে এদের কি সম্পর্ক? জনগণকে বলা হচ্ছে- এটা তোমাদের, ওটা তোমাদের, সব কিছু তোমাদের, কিন্তু সত্যি কি তাই? এসব কি জনগণের। -না? জনগণের মোড়কে ঢাকা কতিপয় নব্য ঔপনিবেশিক দালালদের সবকিছু। এদেশে শিল্প রেখে, বড় বড় বিল্ডিং রেখে, কলকারখানা রেখে জনগণের কি লাভ? এসবে জনগণের কিছুই নেই। আপনি এসব থেকে কিছুই পাচ্ছেন না। আপনার এতে কিছুই নেই। এদেশে অধিকাংশই ঔপনিবেশিক দালালরাই শিল্প গড়ে তুলছে। শিল্প ঋণ নিয়ে তারা এদেশের টাকা শোষণ করছে, বিলেতে এবং বিদেশে সম্পদ পাচার করছে। তাদের পুঁজির বিরাট অংশ দেশের বাইরে। বাকী যা রয়েছে এটা দিয়ে শ্রমিকদের লুট করা হচ্ছে। এই বঞ্চিত শ্রমিকরাই শিল্প কারখানায় আন্দোলন করছে। কেন করছে? সে দৃশ্যতঃ করছে তার বেতনের জন্য। কিন্তু এর বেসিক রিজনটা তারা বুঝছে না। আসলে তাদের আন্দোলন হলো ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধে। দেশে দেশে যুগে

যুগে এ ধরনের আন্দোলন, ধর্মঘট, স্ট্রাইক যা কিছু হয়ে থাকে সেটা ঔপনিবেশিক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার জন্য। আপনারা মনে করেন এই যে শিল্প কারখানাগুলো রয়েছে এর মালিকরা নিজের পয়সা দিয়েই এসব চালায়। আসলে এসব ঠিক নয়। তারা শিল্প শ্রমিকদের বেতনের জন্য ব্যাংকে ওভার ড্রাফট করে রাখে সবসময়। যখন শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা ওভার ড্রাফট নিতে পারেনা। যে কারণে শিল্প কারখানাগুলোকে জীবনমৃত অবস্থায় তারা বাঁচিয়ে রাখে। শিল্প মানেই হরির লুটের একটা রাস্তা। আপনি গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে কি হচ্ছে? গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীর নামে চুরি করা হচ্ছে স্মাগলিং করা হচ্ছে। এ দেশের খেটে খাওয়া পুরুষ মহিলাদের শ্রম লুট করা হচ্ছে, তাই না? এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা বেসিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারবেন। এখন যে পলিটিক্স চলছে, আন্দোলনের পলিটিক্স। এটাকে পরিবর্তনের রাজনীতি বলা যাবে না। একটা খাদ থেকে তুলে অন্য খাদে নিক্ষেপের রাজনীতি চলছে। এটা সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন। সমস্ত সমস্যার মূলে যে ঔপনিবেশিক কাঠামো রয়েছে এটার বিরুদ্ধে পরোক্ষ বিদ্রোহ। এসব যারা করাচ্ছে, হরতাল ধর্মঘট ইত্যাদি, যে সব নেতা পরিচালনা করছে তারা কিন্তু জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের ঔপনিবেশিক কাঠামো বদলানোর কোন ইচ্ছা নেই। অথবা সমস্যার গভীরে পৌছানোর মতো সচেতনতা বোধ নেই। এখন যা কিছু হচ্ছে, যারাই যা কিছু করছে, ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণের তকদীরকে বদলানো উদ্দেশ্যে নয়। বরং এরা গণঅসন্তোষকে পুঁজি করে নিজের তকদীরকে বদলাতে চাচ্ছে। তারা লর্ড ক্লাইভের গদিতে বসতে চায়। লর্ড ক্লাইভ চলে গেছে, তাদের দালাল হিন্দু জামিদাররা আর নেই, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো রয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে থেকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী দালাল দখল করেছে তাদের জায়গা। এই দালালদের কাছ থেকে আমরা কি পেতে পারি? ব্রিটিশ সাহেব, হিন্দু বেনিয়া, জমিদার যারা আমাদের যুগ যুগ ধরে শোষণ করেছে তারা যে ধরনের আচরণ আমাদের উপর করেছিল একই ধরনের আচরণই আমরা আমাদের নেতা, আমলাদের কাছ থেকে পেতে থাকব। নজরুল বলেছিলেন-"জেলের তালা ভেঙে ফেল, কারার কপাট ভেঙে দাও।" আমরা সবাই এখন জেলে আছি ঔপনিবেশিক কাঠামোর বেড়ার ভেতরে বন্দী আমরা। সম্মিলিতভাবে যদিও আমরা এটাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তার পরিবর্তে জেলের ম্যাট, জেলার, জেল সুপার হবার জন্য আন্দোলন করছি। আমরা জেল ভাঙ্গতে কেউ রাজী নই। যখন আমি জেলের ডিআইজি হচ্ছি, প্রধান মন্ত্রী হচ্ছি, জেলার হচ্ছি তখন কিন্তু আগের দিন যে আমি কয়েদী ছিলাম সে কথা একবারও মনে হচ্ছে না। সবকিছু ভুলে গিয়ে জেল কর্মকর্তা হিসেবে আজ সেই কয়েদীর উপরে কয়েদীর আইন প্রয়োগ করছি। যা কিছুর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি ক্ষমতাসীন হবার পর আমরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। যেমন এক সময় এরশাদ সাহেব জেলার ছিলেন আর খালেদা ছিলেন কয়েদী তখন বলা হত এরশাদ হারামজাদা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এরশাদ কয়েদী হয়েছেন, কিন্তু জেল ভাঙ্গেনি। নজরুল অনেক আগে বলেছেন- লোহার কপাট ভেঙে ফেল।

আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি জেলে আপনি কয়েদী হিসাবে যতদিন থাকবেন, কয়েদী অবস্থায় যতই আপনি আন্দোলন করেন, যাকে জেলার বানান, সে আপনার উপর অত্যাচার, জুলুম, পীড়ন করবেই। কেননা জেলে থাকতে হলে জেলের আইন মতোই চলতে হবে। আপনি যে কয়েদী আছেন, আপনি যতই আন্দোলন করুন আপনাকে জেলে থাকতে হবে। জেলার এবং কয়েদী দুইজনই রয়েছে ঐ আইনের কাঠামোর মধ্যে। জেলার তো পাহারা দেয় যেন কয়েদী জেল থেকে না পালায়।

☐ *আভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদ সৃষ্টির কারণে আপনি দেশের মানুষের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?*

-আপনি একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কিনা এদেশের সন্তানেরা বিদেশে হাইলি প্রোডাকটিভ হয়েছে। ইনকাম করছে, ভাল কাজ করছে। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই তারা হাজারও চেষ্টা করে কিছুই করতে পারছে না। এমনকি যাদের বুদ্ধি আছে, কর্মদক্ষতা আছে এবং যাদের শক্তি সামর্থ সব কিছু আছে তাদের দ্বারাও কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি বারবার বলেছি এবং যে পয়েন্টের উপর গুরুত্ব দিয়েছি সেটা হলো ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো। বাংলাদেশের মধ্যে আপনি ভাল করে চাষ আবাদ করেন সারপ্লাস ফুড উৎপাদন করেন, দেখবেন যে আপনি মাঠে মারা গেছেন। আপনি খেটে ভাল ইন্ডাষ্ট্রি দিয়ে দেখবেন যে আপনি পথে বসে গেছেন। ভাল কিছু করতে চাইলে আমলা আর ঔপনিবেশিক কাঠামো এত বাধা দিবে, এত বাধা দিবে যে আপনি যে ইন্ডাষ্ট্রি নরমালি করতে পারতেন এক কোটি টাকাতে, দেখবেন, সেটার জন্য খরচ হয়েছে দশ কোটি টাকা। অধিকাংশ টাকা আমলা আর তাদের দালালদের পকেটে চলে গেছে। ইন্ডাষ্ট্রি করে দেখবেন যে আপনি ফতুর হয়ে গেছেন। ইন্ডাষ্ট্রিগুলোর মালও চলছে না। মেইন আপনার যে প্রবলেম সেটা রিমুভ না করে উৎপাদন করবেন প্রোডাকটিভিটি বাড়াবেন এসব কি উদ্ভট কথা বলছেন। এটা এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে বাংলাদেশীরা যারা বাইরে যাচ্ছে, তারা যত খাটে আর খাটতে পারে, এদের মত সিনসিয়ার এবং ভাল ওয়ার্কার পৃথিবীতে খুব কমই আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে তারা কিছুই করতে পারে না। সে যা খাটে তার রিযিক নাইনটি পারসেন্ট চুষে নেয়া হয়। আপনি চিন্তা করে দেখুন কোন ব্যক্তি কেন খাটবে যদি তার খাটনির অধিকাংশটাই লুটপাট করে নেয়া হয়। যেখানে আপনি নিজেই বললেন নবাবগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদী আসতে একটা ট্রেনে একটা লবণের বস্তার জন্য ৭ জনকে ঘুষ দেয়া লাগে। আপনার ইকোনোমিক্যাল এ্যাকটিভিটি কি চলছে? কি ধরনের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সম্মুখীন আপনারা? আপনাদের ট্যাক্সের কথা বলছেন? বাংলাদেশের নাইনটি পারসেন্ট ট্যাক্স নেয়া হচ্ছে আনঅফিসিয়াল। আপনার এই আনঅফিসিয়াল ট্যাক্স বন্ধ হবে কি ভাবে? আর এ ধরনের আন অফিসিয়াল ট্যাক্স বন্ধ হলে বাংলাদেশের নাইনটি পারসেন্ট ইকোনমিক গ্রোথ নরমালি হয়ে যাবে। আজকে যে

কৃষক, যে শ্রমিক, যে মানুষ খাটছে, তারা তাদের হালাল রুজী থেকে আনঅফিসিয়াল ট্যাক্স দিতে দিতে সর্বাশান্ত হয়ে গেছে। এই নিপীড়িত মানুষেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে যদি আপনারা প্রচলিত সিস্টেমকে সমূলে উৎখাত করতে পারেন। তখন আপনি 'ওসর' প্রচলনের কথা ভাবতে পারেন। এমনকি আমার মনে হয় ফ্লাট রেটে আয়ের ২৫ শতাংশ ট্যাক্স হিসেবে দিতেও মানুষের একটু বাধবেনা। রিক্সাওয়ালারাও খুশী হয়ে ট্যাক্স দিবে। এখনো তারা ট্যাক্স দেয়। প্রত্যেক রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মাসে হাজারের উপরে আন অফিসিয়াল ট্যাক্স দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ট্যাক্স জাতির জন্য কোন উপকারে আসেনা। এসব যায় পুলিশ, মাস্তান ও অন্যান্যদের পকেটে। এমন কোন লোক আছে, এমন কোন কৃষক আছে যারা এ ধরনের ট্যাক্স দিচ্ছে না? কিন্তু সরকারী খাতায় ট্যাক্স দাতা হিসেবে তাদের নাম নাই। নেতারা বলে তাদের সব ট্যাক্স মাপ, এটা একটা ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশে এখন যদি আনঅফিসিয়াল ট্যাক্স দুই হাজার কোটি টাকা হয়, তাহলে আমি বলি জনগণকে পে করতে হয় বিশ হাজার কোটি টাকা। এই ঔপনিবেশিক কাঠামো বাংলাদেশে প্রোডাকটিভিটি ইনকাম সবকিছুকে ধ্বংস করছে। ডায়রিয়া হলে ডাক্তার ওরস্যালাইন খেতে বলে দেশের এখন ফুল ডায়রিয়া, দেশ এখন মারা যাবে জরুরী ভিত্তিতে অর্থনেতিক ওর স্যালাইন প্রয়োজন।

❐ *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনে দক্ষতা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মান বৃদ্ধি করতে পারে এবং উৎপাদন খরচ ন্যুনতম পর্যায়ে রাখতে পারে এ ব্যাপারে আপনার পলিসি কি হবে?*

- দেখেন বাংলাদেশের মধ্যে জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মানুষের কোন কমতি নেই। বাংলাদেশে তারা যথেষ্ট রয়েছেন। আপনি একজন ভালো বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছেন আপনাকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না। বাংলাদেশে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে? যারা সবচেয়ে অযোগ্য মানুষ, কিছুই জানে না তারা। সবচেয়ে অযোগ্য যারা তারাই নেতা হচ্ছে, তারাই আমলা হচ্ছে। আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনি ডাক্তার, আপনার সম্মান কতটুকু? আপনার সবচেয়ে সম্মানটা কি? আমলা হওয়া, যে কিছুই জানে না কেবল ইয়েস নো লিখতে জানে। এখানে আপনার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কোন লাভ আছে, ট্যাকনিসিয়ানের কোন সম্মান আছে, টেকনোলজির কোন মূল্য আছে। যে বিদেশে গিয়ে এটোমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট চালাতে পারে বাংলাদেশে তার কোন জায়গা নাই। ধরুন বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী এদেশে যত ইন্ডাষ্ট্রী আছে তার সমপর্যায়ের একটা ইন্ড্রাষ্ট্রির একজন সফল জেনারেল ম্যানেজার এখানে এলে একটা ষ্টিল রিরোলিং মিলেও দায়িত্ব পাবে না। এই বাংলাদেশের মধ্যে পাকিস্তানের বানানো ষ্টিল মিল এখনো তেমনি রয়ে গেছে। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনো ৪ গজ/৬ গজ ষ্টিল সিড বানাচ্ছে।

চিন্তা করেন যে আমরা কোন যুগে আটকে আছি। আমরা তো বলতে পারেন লাস্ট পঁচিশ বছরের মধ্যে ৪৭ এর পেছনে চলে গেছি।

☐ *বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ভারতের মোকাবিলায় কতটুকু সংহত অথবা আদৌ আছে কিনা?*

- যাদের জন্য বাংলাদেশ আল্লাহর জায়গা নিয়ে নিয়েছে তারাই চিন্তা করবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে। আমার হিসাবে বাংলাদেশে There is no sovereignty. সমস্ত সোভারিনিটি আল্লাহর, সব ধরনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। এ সম্পর্কে কালামে পাকে বহু আয়াত রয়েছে যেমন সুরা রুমে বলা হয়েছে আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই তার ফরমানের অনুগত (সুরা রুম-২৬)। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন -(আস সাজেদা-৫)। তুমি কি জাননা যে আসমান জমিনের রাজত্ব আল্লাহর ..... হুকুম দেয়ার ইকতিয়ার কেবল তারি আছে।

সকল বরকত-মহিমা সে মহান সত্তার, বাদশাহী যার হাতে। তিনিই সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। - আল মুলক এমন অসংখ্য আয়াত দিয়ে মহান আল্লাহ তার সার্বভৌমত্বকে সবার উপর তুলে ধরেছেন।

ইসলামী কনসেপ্টে আল্লাহর সোভারিনটি যখন কোন জাতি এক্সারসাইজ করে তখন সেটা করে সেই জাতির ইমাম। যে ইমাম থাকে, আল্লাহর তরফ থেকে যদি তাকে ক্ষমতা দেয়া থাকে, আল্লাহর রহমত যদি তাকে বেষ্টন করে থাকে, তাহলে তার আইন কানুন তিনি যতদূর পর্যন্ত এনফোর্স করবেন অর্থাৎ প্রয়োগ করবেন ততদূর পর্যন্ত ঐ জাতির সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারিত হবে। যে তার বাড়ীঘর শত্রুমুক্ত রাখতে পারেনা, সারা দুনিয়ার ক্ষমতা ও যদি তার হাতে তুলে দেন সে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবেনা। তার সহযোগী, সহপাঠি, সমর্থক, ভক্ত ও অনুরক্তদের নিয়ে ডুবতে থাকবে। কিন্তু তিনি যদি সত্যিকার ইমাম হন, আমীর হন, ইসলামের খাদেম এবং আল্লাহর সৈনিক হন এবং আল্লাহর আইনকে দিল্লী পর্যন্ত এনফোর্স করতে পারেন তাহলে তার সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারিত হবে দিল্লীর সীমানা পর্যন্ত। একটা জাতি Represented by Emam and the Emam represent for the Nation concept of Allah sovereign. আল্লাহ কোন লিমিটেড সার্বভৌমত্বের অবকাশ রাখেননি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যেমন সীমিত নয় তেমনি আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা কোন নির্দিষ্ট অঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমি কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে একসেপ্ট করতে পারি না।

আজ আপনাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে চোখ ফেরান, কি দেখছেন? বামপন্থী পঞ্চম বাহিনী ময়দান দখল করে রেখেছে। আর ইসলামকে যে সব দল বা গোষ্ঠী রিপ্রেজেন্ট করছে বলে দাবী করে তারা গণদেবতার পদসেবায় নিবেদিত। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বৃটিশ ও পাশ্চাত্য জগতের ধ্যান ধারনা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা তাদের

সব শক্তি নিয়োগ করছে। খোদা জানে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর খিলাফত সংক্রান্ত সঠিক ধারণা তাদের রয়েছে কি না। আর যদি থেকেই থাকে তাহলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সমুন্নত করার কোন উদ্যোগ নেই কেন? আজ বামপন্থী পঞ্চম বাহিনীরা প্রকাশ্যে এদেশের সীমান্ত রেখা ইরেজার দিয়ে মুছে দিতে চাচ্ছে। আর ক্ষমতাসীনরা তাদের তোষামোদ করে গদিকে নিরাপদ রাখতে চাচ্ছেন। এসব অসহায় শক্তিধররা করবেন কি? যারা ঢাকা শহরের মধ্যেই ঠিকমত আইন কানুন প্রয়োগ করতে পারছেন না, তারা সীমান্ত ঠেকাবেন কি দিয়ে? তাদের সার্বভৌমত্ব কোথায়? জাতীয় সংসদকে তারা বলেন সোভারেন। কোথায় সোভারিনটি?

ভারতের সাথে যদি কখনো কোন সময় সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আর আপনারা নিজেদের যদি ভাবেন বাংলাদেশ এক দেবতা এবং ভারতও এক দেবতা, স্বাভাবিকভাবে বড় দেবতা ছোট দেবতাকে চেপ্টা করে দিবে। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন আপনি কোন কিছুই নন, আল্লাহই আপনাদের সব কিছু, আপনার সার্বভৌমত্ব, আপনার মালিক, তাহলে আপনার সামনে ভারত কি? আপনি যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকেন, কোরআন যদি আপনার গাইড হয়ে থাকে, আর আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশিত পথ দিয়েই যদি আপনি এগুতে পারেন তাহলে ভারত কি? ভারতের উদ্যত অহমিকা, ভারতের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রকে দুপায়ের নীচে গুঁড়িয়ে দিতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না। সোজা কথা It is a point of perspective. কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে- 'তার সঙ্গেতো রয়েছে রাব্বুল আলামিনের অপরাজেয় শক্তি, তার ওপর কোন শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না।' -(সুরা বাকারা-৪৫২)

☐ ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি? এসম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন বক্তব্য আপনার কাছ থেকে মানুষ পেতে চায়। বিশ্লেষণধর্মী হলে বোঝা সহজ হবে।***

- বাংলাদেশ কখন স্বাধীন হল যে এর স্বাধীনতা দিবস কোনটা, জিজ্ঞেস করছেন। বাংলাদেশ এখনো গোলাম আছে। যত আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করিনা কেন প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন নই। তবে হ্যাঁ আমাদের মুনিব বদলেছে অনেকবার, মুনিব বদলানো দিবস রয়েছে অনেক কটা। যেমন ১২ই জুলাই ১৫৭৫ মুঘলরা মুনিব হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে মুনিব হয়েছিল বৃটিশ। ১৯৪৭ সালে মুনিব বদলেছিল। ১৯৭১ সালে দিল্লীও মুনিব ছিল ইসলামাবাদও মুনিব ছিল। তারপর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের পতনের মধ্য দিয়ে দিল্লী আমাদের প্রভু হয়ে বসে। সেই মুনিবই রয়ে গেছে এখনো। এখনো আমরা গোলাম। স্বাধীনতা দিবস বলে কোন জিনিসই নেই আমাদের।

স্বাধীন অথবা স্বাধীনতা কি? একটা জাতি কখন স্বাধীন হয়? যখন কোন জাতি-মানবীয়-প্রভুত্বকে উৎখাত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে নিজেদের নিয়োজিত করে প্রকৃত পক্ষে তখনই একটি জাতি পরিণত হয় স্বাধীন জাতিতে। আমি তো বিশ্বাস করি না যে আমরা এখন আল্লাহর গোলামীতে রয়েছি। আমরা তো এখন দেখছি দুর্গা নাচে, কালি নাচে। আমরা হাসিনা-খালেদার নৃত্য দেখছি তন্ময় হয়ে, আর নেতা পাতি নেতা আমলারা আমাদের পকেট কাটছে, হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীরা আমাদের গোলার ধান লুট করছে,

আমরা পুজা করছি দেবীদের এবং তাদের নির্দেশ আর প্ররোচনায় আমরা পুজা করছি দিল্লীর। পুজা করছি ওয়াশিংটন, ওয়ার্লড ব্যাংক ইত্যাদীর। কিসের স্বাধীনতা দিবস ওয়ালর্ড ব্যাংক দিবস করেন, ভারতীয় গোলামী দিবস করেন। স্বাধীনতা বলে কোন কিছু নেই। এ শব্দটি পরিহার করুন।

❐ *বাংলাদেশে এযাবৎ কোন সরকার দিল্লীর আজ্ঞাবাহিতা ছাড়া স্বাধীনভাবে কি পদচারণা করতে পেরেছে?*

- দেখুন যাদের ঈমান নেই তারা দেবতা খুঁজে বেড়াবে। যারা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে তাদের প্রভুর সংখ্যা হবে অগণিত। আমার মনে হয়না আমাদের নেত্রী এবং নেতাদের কারো ঈমান আছে। ঈমান না থাকলে একটা মানুষের যে পরিণতি হয় সেটাই ঘটছে এখানে। তারা সবচেয়ে কাছের ভূতকে দেবতা মনে করছেন। একটু দূরে বসে যে ভুত বাঁদরামী করছে তাকেও দেবতা মনে করছেন। ওয়াশিংটন, রাশিয়া, বৃটিশ, ফ্রান্স যারই একটু ক্ষমতা আছে তাকেই দেবতা বানাচ্ছেন। যারাই আপনাদের লাঠি দেখাবে তারাই আপনাদের দেবতায় পরিণত হবে। আপনারা আপনাদের মাথার ওপর বসে থাকা অথর্ব কাপুরুষ দালাল নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারেন না। তারা ইসলামের কথা যাই বলুক, আল্লাহ রসুলের কথা যাই বলুক, দেশ জাতির কথা যাই বলুক, এদের সবটুকু ধোঁকাবাজি। এরা দিল্লী দেবতার পাদমূলে আপনাদের ইজ্জত আজাদীকে যে কোন সময় জলাঞ্জলি দিতে একটু দ্বিধা করবেন না। এই সেদিন ত্রিপুরার একজন ডেপুটি কমিশনার লেবেলের মানুষ ভান্ডারী সাহেব বাংলাদেশ এসেছিলেন। আপনারা সবাই জানেন, তাকে ভক্তি গদ গদ হয়ে যে অপ্রয়োজনীয় সম্মান দেখানো হয়েছিল এটাকে কি বলবেন? বাংলাদেশের ইজ্জত সম্মান এবং মর্যাদা ভান্ডারীর পায়ের উপর লুটিয়ে দেয়া হয়নি কি? একজন দালালের কাছে প্রভুর চাপরাশীও প্রভুর সম্মান পেয়ে থাকে। কোন দালাল কাপুরুষ মূর্খ নেতৃত্ব স্বাধীনভাবে পদচারণা করতে পারে না। দিল্লীর দিকে চোখ তুলে কথা বলার সাহস কোন বেঈমান অথবা দুর্বল ঈমানদারের পক্ষে সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত কেউ বেপরোয়া হতে পারেনি। দিল্লী দেবতাকে খুশী রেখেই সকলে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু কেউ টিকে থাকেনি। জাতির সাথে বেঈমানী এবং গাদ্দারীর সাজা সকলেই পেয়েছে হাতে নাতে। আমি আবার বলছি সব রকম দেব-দেবী পরিহার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, এখনো সময় আছে। মুক্তির আশ্বাস দিয়ে আল্লাহ আপনাদের ডাকছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 'যদি দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম তার সহযোগিতা না করে তবে তাদের ভরষা বর্জন করে সে আমাকে আঁকড়ে ধরুক, অতঃপর ভয়-ভীতি-শংকা তার কাছেও ঘেঁষবেনা।' (সুরা আল জুমার- ৩৫।)

❐ *ভারত বিরোধী চেতনাই বিএনপিকে ক্ষমতাসীন করেছে অথচ বিএনপি ভারতের অনুগত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কেন? সেটা কি কেবল তাদের মানসিক ভীতি না কি সত্যিকার কোন থ্রেট রয়েছে?*

- কিসের থ্রেট, কার থ্রেট, দিল্লীর থ্রেট? যার ঈমান নেই তার কাছে সব কিছু একসেপ্টেবল। সে ঘুমাতে গেলেও ভয় থাকে যে, সে উঠতে পারবে কি না। নিজের

ছায়া দেখে চমকে উঠে। ঈমানকে যে যতটুকু পরিহার করবে ভীতি তাকে তত গ্রাস করবে। যার ইমান আছে তার জন্য কোন থ্রেট নেই। আমাদের ফ্যাসাদ হল আমাদের ঈমান নেই। ভারত বিরোধিতা এবং বিসমিল্লাহর দাওয়ায় নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি তারা নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের নির্বাচনোত্তর কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা প্রতারক। বিদেশের নির্লজ্জ দালালীর কারণে তারা জনগণের আস্থা কুড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লীর পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়া ছাড়া তাদের শেষ রক্ষা সম্ভব নয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, জনগনের স্বার্থকে অস্বীকার করে, দিল্লীর চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করার সাহস অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। সত্যিকার থ্রেট নয়, সকল্পিত ভীতি তাদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছে।

❒ ***এরশাদ পতনের কারণ অনেকে মনে করেন ভারতের বৈরিতা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অথবা ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য ভারতের মদদই যদি অপরিহার্য হয় তাহলে ভারতকে অস্বীকার করে আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?***

- এরশাদ পতনের কারণ ভারতের বৈরীতা এটা ভুল ধারণা। যতদিন ভারতের বিরুদ্ধে তিনি স্ট্যান্ড নিয়েছেন ততদিন পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যখনই তিনি ভারতের দিকে ঝুকে পড়েছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে হাসিনা এবং আর সব পঞ্চম বাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়েছেন তখনই তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঠুনকো পরিস্থিতির মধ্যে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট থেকে পরিণত হয়েছেন কয়েদীতে। ভুলের মাশুল বলেন, আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলেন, যে নামেই অভিহিত করেন, তিনি আজ কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। জাতির সাথে যারা গাদ্দারী করবে, যারা জাতির কিশমত নিয়ে তেজারতি করবে, তারা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি পেতে পারে?

খালেদা জিয়া বিসমিল্লাহ আর ভারত বিরোধিতা পুঁজি করে নির্বাচন করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যখন ভারতের এজেন্টদের নিকট আত্মসমর্পন করতেও কুন্ঠিত হলেন না, তখনই দেশের মানুষ বুঝে ফেলল তিনি কি? জাতীয় ইজ্জত থেকে তার কাছে বড় মন্ত্রীত্ব। ভারতের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেই টিকে থাকা যায় না। বাংলাদেশে এযাবৎ দিল্লীর আশীর্বাদ নিয়ে কেউ টিকে থাকেনি। জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে, দিল্লীকে তোষামোদ করে, কিছুদিন নিরুপদ্রব অবস্থানে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা তো অনেকেই করেছে কিন্তু কেউই মসনদকে স্থায়ী করতে পারেনি। সবচেয়ে বড় দেবতা শেখ মুজিব সবংশে নিপাত হয়েছেন। নির্বিরোধ মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছেন। জিয়াকে ধরে রাখতে পারেনি তার সিংহাসন। বেঈমানীর চেয়ে মুনাফেকী অনেক বেশী ঘৃনিত, অনেক বেশী জঘন্য অপরাধ। মুনাফেকের জন্য এ দুনিয়া পরিণত হয় দোজখে ও দুনিয়া ওদের নিক্ষেপ করে লেলিহান আগুনে।চিতা পরিচ্ছন্ন হলে চেতনা ক্ষুরধার হলে, ঈমান মজবুত হলে, প্রত্যয়

দৃঢ় হলে ভারতকে অস্বীকার করেই টিকে থাকতে পারবেন। আপনার বেপরোয়া হিম্মত, আপনার নিঃস্বার্থ পদক্ষেপ, আপনার সংবেদনশীলতা আপনার ক্ষমতার শিকড়কে পৌঁছে দেবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে, প্রত্যেক মনের গভীরে। কে চোখ রাঙাবে? কে উৎখাত করবে? দিল্লী। দিল্লী নিজেই দাঁড়িয়ে আছে বারুদের স্তূপে। একারনেই সব আগুনের ফুলকি আমাদের দেশে ছড়িয়ে দিয়ে দিল্লী নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাইছে। আর আমাদের নির্বোধ নেত্রী আর নেতারা এসবকে মনে করে আশীর্বাদ। এসব মোহগ্রস্থ অন্ধ মাতালরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতেও ভুলে গেছে।

❐ *বাংলাদেশের ভেতর বিভিন্ন সেক্টরে সক্রিয় ভারতীয় লবিং -এর শক্তিশালী চক্রান্ত ভেদ করে জনগণের সত্যিকার বিজয়ের সম্ভাবনা কতটুকু?*

- পঞ্চম বাহিনী, টেচারার, মীরজাফর, দালালরা বেসিক্যালী ভীরু। প্রকৃতগতভাবে এরা হল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। আর আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষেরা সাহসী হয়না। তারা সব সময় বুজদীল, কাপুরুষ। এরা প্রকাশ্য সংঘাতকে এড়িয়ে চলে। কূটকৌশল আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে দেশ প্রেমিক শক্তিকে এমন এক উপত্যকায় টেনে নিয়ে আসে যেখানে তারা উপস্থিত না থেকে আমাদের ভাইদের আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। আমরা ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেরা নিঃশেষ হই। এদের শক্তি নেই, সাহস নেই। এদের আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনী আর প্রচারণা রয়েছে এত বেশী যে মনে হয় যেন এদের সাংগঠনিক ভিত্তি কত না মজবুত। মনে হয় সমগ্র জাতি রয়েছে তাদের পেছনে। আপনি কিছু সাহসি লোক নিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে তুলুন দেখবেন ময়দান ফাঁকা হয়ে গেছে।

আসলে কি জানেন, ঈমানদার মানুষগুলোকে সচেতন এবং সংঘবদ্ধ হতে হবে। পরিস্থিতির গভীরতা আঁচ করার জন্য চোখ কান খোলা রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল আমরা তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে যাই অতি সহজে। পরিণতি সম্পর্কে গাফেল নেতৃবৃন্দ, আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের সহযোগী দলসমূহ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর পাশাপাশি একই ধরনের অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে লাইম লাইটে নিয়ে আসে। এসবের সবটুকু তাদের আমলনামায় যোগ হয়। ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় অতি সহজে। বারবার প্রেম উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আমাদের সমমনারা পেয়েছে কলসীর কানা। তা সত্ত্বেও একই ভুল করে চলেছেন আমাদের সহযোগীরা শুধুমাত্র তাদের অর্থাৎ পঞ্চম বাহিনীদের অনুগ্রহ পাবার জন্য। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তারাও পঞ্চম বাহিনীর খাতায় নাম লিখিয়েছে কি না। আমার সন্দেহ অমূলক হোক। আল্লাহ না করুক আমাদের কেউ হেদায়েতের পথ পরিহার করে বিভ্রান্তির পাঁকে জড়িয়ে যাক।

অতীতেও আমরা একই ভুল করেছি। সমমনাদের সঙ্গ পরিহার করেছি। বাতিলের প্রচারনায় ভেসে গেছি। পঞ্চম বাহিনী, বিশ্বাসঘাতক, বিদেশী এজেন্ট এবং দালালদের লালন করেছি, তাগুতি শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ফল হয়েছে কি?- এদেশ লুট হয়েছে, সহায় সম্বলহীন কড়ির কাঙালে পরিণত হয়েছে অধিকাংশ মানুষ। জুলুম, নিপীড়ন, খুন, জখম, মৃত্যু আর্তনাদ আহাজারি, কান্না আর অশ্রুপাতের মধ্যে যখন সমগ্র জাতির পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়; সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে, তখনই আল্লাহ তার রহমতের হাত প্রসারিত করেন এই জাতির দিকে। আমরা আমাদের দুঃসময়ের দুঃসহ দিনগুলো ভুলে গেছি। পঁচাত্তর পরবর্তী একটু স্বস্তিকে মনে করেছি চূড়ান্ত পাওয়া। দায়িত্ব কর্তব্যের উপর স্থান দিচ্ছি স্বার্থের।

আজ এক ভয়াবহ পরিনতির দিকে এগিয়ে চলছে দেশ। নিশ্চিত বিজয় যেমন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, অনুরূপ ধ্বংস আর মৃত্যু ও ডাকছে হাতছানি দিয়ে। আমরা কোনটা চাই সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এক্ষুনি– একটি হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম, অন্যটি হল তাগুতের কাছে আত্মসমর্পন। কালামে পাকে বলা হয়েছে- 'যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। শয়তানের সকল চক্রান্তই দুর্বল।'- (আন নিসা-৭৬)

আজ সমগ্র জাতি এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধেয়ে এগিয়ে চলছে। নেতারা অধিকাংশ বিক্রি হয়ে গেছে। যারা বিবেক বন্ধক রাখতে পারেনি তাদের অনেকেই ষড়যন্ত্রের গভীরতা নিয়ে ভাবছে না। পুরান পথ ধরে এগিয়ে চলছে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার প্রতি আমার অনুরোধ আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। আল্লাহর আশ্রয় সবচেয়ে নিরাপদ। আল্লাহ পাক তারই আশ্রয় চাইতে বলছেন, 'বল যিনি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের মাবুদ আমি তার আশ্রয় চাই। - (সুরা নাস)

কোরআন আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে- যারা তাগুতের এবাদত পরিত্যাগ করে আল্লাহর এবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে তাদের জন্য সুসংবাদ। - (আল যুমার-১৭)

'নিরুৎসাহ হয়ো না, দুঃখ করোনা তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মোমিন হও'। (আল-কোরআন)

☐ *বাংলাদেশের সাথে ভারতের ২৫ বছরের অসম গোলামী চুক্তি এবং আর সব অলিখিত গোপন চুক্তি অস্বীকার করা কি কারো দ্বারা সম্ভব হবে?*

-কোন মুনাফেক, বুজদীল, কাপরুষ এবং বিদেশী এজেন্ট দ্বারা এই অসম চুক্তি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। একমাত্র ঈমানদার মুসলমানই পারে এই চুক্তিকে অস্বীকার করতে, চুক্তির নথিপত্র প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলতে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াস হাদু আন্না মুহম্মদুর রাসুলুল্লাহ।' বলার সাথে সাথে পাক পরোয়ারদিগারের সাথে তো আপনার চুক্তি হয়ে গেছে। আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি অথবা জাতি মুশরেকদের

চাপিয়ে দেয়া অসম চুক্তি মেনে চলতে সম্মত হতে পারে না। যত প্রেসার যত চাপই তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করুক, এমনকি যুদ্ধ চাপান হলেও আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দাহ কারো সাথে গোলামী চুক্তিকে মেনে নিতে পারে না। আল্লাহকে বাদ দিয়ে দিল্লীর অধিপতিকে কেউ যদি খোদা মনে করে তাহলে এর চাইতে জঘন্য অবমাননাকর চুক্তিকেও অস্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যারা দিল্লীর পদলেহন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল তারাই চুক্তির নামে ২৫ বছরের জন্য দাসখত লিখে দিয়ে সেটা সমগ্র জাতির উপর চাপিয়ে দেয়।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর দালালদের উৎখাতের মধ্য দিয়ে সমগ্রজাতি ২৫ বছরের চুক্তিকে অস্বীকার করেছিল। শুধুমাত্র বাকি ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটিকে অস্বীকার করা। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও ক্ষমতা বিঘূর্নিত হয়েছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দিল্লীর দালালদের মধ্যেই। এ কারণেই আজ অবধি ২৫ বছরের চুক্তি জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের কাঁটা হয়ে বিরাজ করছে। এর সাথে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন চুক্তি নতুন নতুন উপসর্গ। মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ- কোন জাতির পক্ষ থেকে যদি তোমাদের খেয়ানত অথবা বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা হয় তাহলে চুক্তিপত্র তাদের দিকে ছুঁড়ে মার অর্থাৎ প্রত্যাহার করে উভয় পক্ষ সমান অবস্থান গ্রহণ কর। (সুরা আনফাল ঃ ৫৮)

আল্লাহ পাকের এই নির্দেশের পর আর কি বাকি থাকে? সুস্পষ্টভাবে তাদের জানিয়ে দিতে অসুবিধা কোথায়? দিল্লী খেয়ানতের কি বাকি রেখেছে? হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করেছে। এ জাতিকে নির্জীব নিরস্ত্র করে রাখার জন্য বন্দুকের নলের মুখে টনের টন অস্ত্র ভারতে নিয়ে গেছে। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে উত্তরাঞ্চলকে মরুভূমি বানিয়েছে, শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করেছে, তালপট্টি দখল করেছে, এখন তাদের সক্রিয় এজেন্টদের দিয়ে সীমান্ত রেখা মুছে দেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। উপজাতীয়দের উস্কানি দিচ্ছে দেশ খন্ডিত করার জন্য। তথাকথিত শান্তিবাহিনী দিয়ে রক্তাক্ত করছে এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের। এর পরও কি চুক্তিকে অস্বীকার করতে পারবেন না? আপনারা কি মুসলমান? দালালী আর গোলামীর একটা সীমা আছে। দিল্লীর সাথে মুজিব দেবতার চুক্তি দিল্লীশ্বরদের মুখে ছুঁড়ে মারুন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে বুলন্দ করুন। ২৫ বছরের চুক্তি বিদায় হয়ে যাবে আপ্‌সে আপ। দিল্লী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কোন দালালকে ক্ষমতায় ধরে রাখতে সক্ষম হবে না।

একদিকে যেমন চুক্তি নবায়নের উদ্যোগ চলছে প্রকাশ্যে ও গোপনে অন্যদিকে জনমনে জমছে উদ্বেগ ক্ষোভ আর ঘৃনা। রাজনীতির কুটিল আবর্তে বিঘূর্নিত নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই দিল্লীকে খোদা ভাবতে শুরু করেছে। এই দালাল চরিত্রের ভীরু কাপুরুষ নেতা ও নেত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না। তারা অতীতেও যেমন নিরাশ করেছে আগামীতেও একই ভাবে নিরাশ করবে। এখন এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের একমাত্র ভরসা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই একটি মাত্র সম্পদই মুসলমানদের ভারতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে।

□ দেশের বিপন্ন মানুষ এমন এক মহাপুরুষের প্রতীক্ষায় রয়েছে যে সমস্যা দু' পায়ে মাড়িয়ে স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির নতুন ভিত রচনা করবে। আপনাকে কেন্দ্র করে মানুষ সম্ভাবনার আলো দেখেছিল। আপনার নিরবতার কারণে জনগণ এখন হতাশার তিমিরে। আপনি নিজেও নিরাশ হয়ে পড়েছেন, নাকি সময়ের প্রতীক্ষা করছেন? যেমন করে বন্দরে নোঙ্গর করে নাবিক জোয়ারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

আপনি মনে রাখবেন যে ব্যক্তি জানে যে সে আল্লাহর অসিলা সে কোন অবস্থায় দেবতা হতে চাইবেনা। আমি নিরাশ হইনি চুপ করে বসে আছি। কেননা রাজনৈতিক মহলে আমাকে দেবতা বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। সামনে একটা পুতুল দেবতা বানিয়ে খেলবার জন্য। আর আমি যদি এ অবস্থায় জনগণের সামনে দেবতার রূপ নিই তাহলে আমি আমার মহান আল্লাহর সাথে বেঈমানী করব। আমার মালিক আল্লাহ, আমি তার বান্দাহ বাস্ এতটুকু। দেবতা হবার সাধ কোন কালে ছিল না, আজও নেই। এমনকি যদি জনগণ সত্যিকারের আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আমাকে অসিলা মনে করে তাহলে ইমাম হিসেবে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সঙ্গত। সেটা কিন্তু আমি করতে পারি না। আমার তো করার কিছুই নেই।

মনে রাখবেন যে পার্থক্যটা খুব মিনিমাম, আমি যদি দাঁড়িয়ে বলি সবকিছু আমি করে দেব । তাহলে জনগণ আমাকে দেবতা মনে করবে। তাহলে কিন্তু তারা আল্লাহ থেকে দুরে সরে গেল এবং আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলো। আর আমি চাইনা কখনো কোন ভাবে আল্লাহর সাথে শরীক করা। আমি চাই যে তারা আল্লাহ One and alone সর্বশ্রেষ্ঠ মালিক এবং একক সত্তা নির্ভর হয়ে একমাত্র তাকেই স্মরণ করুন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম, কিছু মানুষ ভাবতে শুরু করল যে ফারুক সব কিছু করতে পারে। আমি দাঁড়ালে সবকিছু করতে পারি, এ ধারনার বিন্দুমাত্র যদি আমার মনে উদয় হয় অথবা আমার সম্বন্ধে যদি কেউ এ ধারণা পোষণ করে তাহলে আল্লাহর সাথে শরীক করা হল। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন যে আমি এসব আবিলতা থেকে মুক্ত। এরপর আমার কি করণীয় ছিল? একমাত্র এ কারণেই আমার নিজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদকে খলিফা ওমর (রাঃ) কমান্ডার থেকে সিপাহীতে পরিণত করেছিলেন। আমার জন্য ওমর (রাঃ) লাগেনি আমি নিজেই নিজকে জিরো করে দিয়ে শূন্য অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। এ না হলে দেখা যেত তারা গাদ্দারী করছে আল্লাহর সাথে, আর আমিও আমার মালিকের সাথে গাদ্দারী করছি। এখন আমার কথা বুঝতে পারছেন? It is a very good reason.

আপনারা মনে রাখবেন ১৫ই আগষ্ট যখন এদেশের কোন এলাকায় কোন নেতা ছিল না শেখ মুজিবই ছিল একমাত্র নেতা দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা এবং তার মহিমান্বিত মূর্তিকে ভেঙে ধূলায় পরিণত করল যে, তাকে যদি সম্মুখে পেত এদেশের মানুষ তখন তাকে দেবতা বানাতে উঠে পড়ে লেগে যেত। বিশ্বাস করুন আমি তখন এ কারণেই প্রকাশ্যে আসিনি। আল্লাহর ইচ্ছাই সব থেকে উত্তম। মানুষের একটা

দুর্বল দিক হলো কি তারা শুধু দেবতাই বানায়, দেবতা খুঁজে। দেবতা বানানো কিন্তু সবচেয়ে খারাপ। একটাই গুনাহ আছে সেটা আল্লাহ সহ্য করতে পারে না। আর সব কিছুই মাফ করে দেন। কিন্তু শরীকটা মাফ করতে পারেন না। তাহলে মনে রাখেন যখন জনগণ কাউকে পায়নি তখন আল্লাহকে ডেকেছিল। এখন আমি যদি মাঠে মাতামাতি করি তাহলে পাবলিক আমার দিকে ছুটে আসবে। ভাব্‌বে পীর পেয়ে গেছি, নেতা পেয়ে গেছি, সব কিছু ইনি করে দিবেন। কিন্তু এখন আমি যদি মাঠে না থাকি একটার পর একটা হতাশা মানুষকে গ্রাস করবে। যেমন এরশাদ আছেন, খালেদা আছেন, হাসিনা আছেন আরও অনেকে আছেন। কিন্তু জেনে রাখবেন কারো কিছু করারও নেই দেবারও নেই। কেউ কিছু করতে পারবে না। জনগণ সবার কাছ থেকে শূন্য হাতে নিরাশ হয়ে ফিরবে।

সব দেবতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আলটিমেট আপনি যদি বলেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাও। তাহলে আপনি বাঁচবেন। যদি দেবতা খুঁজে বেড়ান তাহলে বাঁচবেন না। যখন মানুষ আল্লাহর সাথে সীমাহীন বেঈমানী করেছিল তখন তাদের গ্রাস করেছিল গজবের তুফান। তারপর যখন তারা অনুতপ্ত হয়েছিল। আল্লাহর সাথে প্রমিজ করেছিল, আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল, আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিল তখনই আল্লাহ তাদের বাঁচিয়েছিলেন। তারা রক্ষা পেয়েছিল। আবার তারা যদি আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে প্রভু খুঁজে বেড়ায়, এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না? এই যে এদেশের মানুষ আমাদের ভাইরা, খালেদা-হাসিনা এসব দেবদেবীর পূজা করে এবং এদের উদ্যেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে কি পাচ্ছে? শান্তি স্বস্তি সমৃদ্ধি কোনটার নাগাল পেয়েছে? কিছুই পায়নি। শুধুমাত্র তাদের ছেলে-মেয়েদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। তারা কিছু পাবে না। কেউ কিছু পাবে না। আমি কিন্তু ঠাট্টা করে বলে থাকি চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে দুর্গা নাচে কালি নাচে। এখানে তো এই হচ্ছে পলিটিকস। এখানে দুর্গা নাচছে, কালি নাচছে।

- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটিকে কি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অনুভূতির সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে করেন? অথচ এই বিশেষ সংগীতটি কোলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ সুসংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার ব্যাপারে প্রেরণা দেয়ার জন্য রচিত হয়েছিল, এর ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটি হলো সরাসরি বেঈমানদারী। এটা মুজিব দেবতার সংগীত। মুজিব দেবতাকে আল্লাহ হটিয়ে দিয়েছে। আপনারা তার প্রভুর গান গাইছেন কেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি যদি বলেন যে আপনার একটা জাতীয় সংগীত প্রয়োজন। আপনার একটা জাতীয় সংগীত আছে। অবশ্যই কোরআনে একটা কমপ্লিট সংগীত রয়েছে। সেটা কি? সূরা ফাতিহা। সুরা ফাতিহা পড়লে পুরা কোরআনটা পাঠ হয়ে যায়। আরবীতে অসুবিধা মনে হলে বাংলায় অনুবাদ রয়েছে। গোলাম মোস্তফার

অনুবাদটাকে জাতীয় সঙ্গীত করতে পারেন। এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে সুরা এখলাস, এর সাথে যোগ করে দিন। উম্মতে মুহাম্মদীর জাতীয় সংগীত এটাই হতে পারে। আরব আমিরাত পাকিস্তান যেখানকারই লোক হোক না কেন? সবারই জাতীয় সংগীত ঐ একটা। এই জমি জমা নদনদী পাহাড় পর্বত এসব নিয়ে জাতীয় সংগীত হতে পারে না। আমাদের জাতিটা কি? বীর জাতি। আমাদের আইডেনটিটি কি? আমরা মুসলমান। তৌহিদবাদী। গাছ পাথর নদ-নদী পাহাড় পর্বত চন্দ্র সূর্য যা কিছু আছে সবাই আমাদের জন্য, মানুষের জন্য। আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। এসব নিয়ে মাতামাতি অর্থহীন। আমাদের যা কিছু আবেদন নিবেদন প্রশংসা সবই সেই অবিনশ্বর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে।

☐ ***বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ইত্যাদী মৌলিক বিশ্বাস সন্নিবেশিত হলেও কি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর বাস্তবায়নের কোন সুযোগ রয়েছে?***

-এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ ধরনের প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল জাতিকে বেঈমান বানানো। কোরআনের আলোকে বিচার করলে আমাদেরকে বেঈমান বানানো হয়েছে। কোরআনে আছে যে যারা বলে যে তারা আল্লাহকে মানেনা আবার যারা বলে যে তারা আল্লাহকে মানে কিন্তু নবী রসুলকে মানেনা, তারা ইকুয়ালী বেঈমান। আপনারা সংবিধানে বলেছেন, আমরা আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানি এই সাথে কি একথা বলেছেন যে আমরা রসুল (দঃ) কে মানি? ঈসা (আঃ) অথবা মুসা (আঃ) অথবা অন্য কোন নবী রসুলকে মানি এমন কোন কথা বলেছেন? বলেননি। এটার মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেন? এটা অনুল্লেখ থাকার অর্থ হল আপনি নিজেই কোন নবী অথবা রসুল হয়ে গেছেন। কালামে পাকে বলা আছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলের সংগে কুফরী করে এবং আল্লাহ আর রসুলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে যে আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে অস্বীকার করব। আর তার মধ্যে থেকে কোন পথ বেছে নিতে ইচ্ছুক, সে নিশ্চিতভাবে কাফের।' (সুরা নেসা-১৫০)

যখন আপনি বলছেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ' আল্লাহর এই একত্ববাদ ঘোষণার সাথে সাথে রসুলের নামটা উচ্চারিত হচ্ছে। এবং এর ফলেই কলেমা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু কারণ কি? তিনি তৎকালীন নামীদামী অভিজাত মানুষ ছিলেন এই কারণে?- না তা নয়। এখানে তার ইমপর্টেন্সটা হলো আল্লাহর রেসালাত মুহম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে এসেছে এবং আপনারা সেটাকে গ্রহণ করেছেন। আর যদি না এ্যাকসেপ্ট করে থাকেন, তা হলে আল্লাহকে মানতে তো অসুবিধা নেই। আল্লাহর দোহায় দিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই করব। খেয়াল খুশীমত চলব, কেউ বাধা দেয়ার নেই, খুব ভালই হল কেমন? কিন্তু এটা হল সুবিধাবাদী ভোগবাদী এবং স্বৈরাচারী যুক্তি। কোন না কোন বাইন্ডিংস কোন না কোন কন্ট্রাকট থাকতে হবে আপনার। মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) মুহম্মদ (সঃ) কারো না কারো বাইন্ডিংসে আসতে হবে আপনাকে। যদি তা না থাকে আল্লাহর সাথে যদি

আপনার ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্ট থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে আপনি নবী। কিন্তু খতমে নবুওয়াত এসে তো নবুওয়াতের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি ঈমানদার হতে গেলেও কোন নবীর উম্মত আপনাকে সেটা পরিস্কার বলতে হবে। এত সহজ নয়।

There is no sustain in রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। সমগ্র পৃথিবীর দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই আল্লাহ মনোনীত করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম আর কিছু নয়, ইউরোপের সি অফিসিয়াল বানানো। সস্তা জনপ্রিয়তা কেনার জন্য এটা ছিল এরশাদ সাহেবের মুনাফেকী পদক্ষেপ। এটা করে তিনি আল্লাহকেও হাইকোর্ট দেখাতে চেয়েছেন। হাইকোর্ট দেখাতে চেয়েছেন এদেশের মানুষকে। এরশাদের এই এতটুকু দয়ায় ইসলামের লাভ হয়নি কিছুই বরং ক্ষতিই হয়েছে।

ইসলাম সেই জাতির মধ্য আছে যেখানে আল্লাহর রহমত রয়েছে, যেখানে ইনসাফ আছে ও যেখানে মানুষের মনের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে। যেখানে আল্লাহ নির্দেশিত পথ খোদায়ী বিধি বিধান মত দেশ শাসন হয়, মনে রাখবেন, সেখানে ইসলাম বর্তমান রয়েছে। রাষ্ট্রের নামের আগে 'ইসলামিক রিপাবলিক'। লেখা থাক আর নাই থাক, আমি মনে করি রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামের মত ইসলামিক রিপাবলিক শ্লোগানও মানুষের চোখে ধূলো দেয়ার কৌশল মাত্র। নির্দ্বিধায় এসব রাজনৈতিক শঠতা, মুনাফেকী আর ধান্দাবাজী। ইসলাম কোন প্রতিমা নয় যে ঘরে রেখে দিলাম সকাল সন্ধ্যা প্রণাম করলাম, বাস আর কি?- দায়িত্ব শেষ। ইসলাম জীবন্ত একটা আদর্শ, গতিশীল জীবন বিধান। একে শাসনতন্ত্রের শীর্ষে কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চান?- রাখেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা এতে কতটুকু লাভবান হয়েছেন? ৫০ বছর ধরে কি পেলেন আপনারা? জেনে রাখুন ইসলাম একটা শক্তি যে শক্তি ব্যক্তি জীবনে এনে দেয় বিপ্লব, জড়াজীর্ণ মানুষকে করে তোলে প্রাণচঞ্চল; যে শক্তি বিদ্ধস্ত সমাজকে পুনর্গঠন করে সাম্য মৈত্রী আর মানবতার নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে; যে শক্তি পুরান রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভুত্ব আর কায়েমী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠিত করে এমন এক শাসন কাঠামো যেখানে কেউ কারো প্রভু নয়। রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামের চূড়ান্ত বিকাশ হয়। খলিফা ওমর (রাঃ) এর ভাষায় ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ টিকতে পারে না রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া। যেটাকে বলা হয় পলিটিকাল পাওয়ার।

পাওয়ারটা কি? 'ল' এনফোর্সমেন্ট। কার আইন? আল্লাহর আইন। এ থেকে আমরা একটা ডেফিনেশনে আসতে পারি- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা Exercises the power of Allah. Sultanate of Bengal is an Islamic State. If Emam exercises the power according to the Quaran. যদি সত্যিকার ইসলাম আনতে চান সমস্ত ঔপনিবেশিক কাঠামো উৎখাত করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহর আইন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। ইসলাম আনতে হলে একটিই পথ আছে- Abolish entire colonial system and re-establish Sultanate of Bengal. এর বাইরে কোন আর পথ নেই। আবেগপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে ধান্দাবাজরা আপনাদের মাথা গরম করতে পারে, কিন্তু

সত্যিকার পরিবর্তন আনতে পারবে না। ছোট ছোট খোদার দাসত্ব করে ৪০০ বছর ধরে ঔপনিবেশিক কাঠামোর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ থেকে আপনারা নাজাত চান কি না। যদি চান, আল্লার গোলামীকে আঁকড়ে ধরুন। এটা কিন্তু সহজ নয়। আমি মুসলমান, আমি ঈমানদার একথা বললেই কিন্তু আপনি আটকে যাবেন। আপনাকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আল্লাহ বলছেন- 'তারা কি মনে করে নিয়েছে যে ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদের মুক্তি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র পরীক্ষা নেয়া হবেনা অথচ তার পূর্বে যারাই ঈমানের দাবী করেছে তাদের আমরা পরীক্ষা করেছি।' (সুরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

ব্যক্তিগতভাবে ঈমান এনেছি বললে যেমন আল্লাহ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। একটা জাতির যখন ঈমান এবং ইসলামে উত্তরণ ঘটবে তখন তার পরীক্ষা আল্লাহ নিবেন না, এটা কি করে হয়? নবী ও রসুল যারা আল্লাহর নির্ধারিত এবং মনোনীত তাদেরকেও অজস্র অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। কালামে পাকে আল্লাহর ওয়াদা আছে মোমিনদের জন্য নিশ্চিত বিজয় এবং চূড়ান্ত সাফল্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু একটাই শর্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের, পাশ করাতো দূরের কথা, ৫০ বছর ধরে আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ারও চিন্তা করিনি।

❑ ***আমলাতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি রাজনীতিক বিষোদগার করে থাকে। কিন্তু এর বিকল্প ধ্যান ধারণা কারো চিন্তা চেতনায় রয়েছে বলে মনে হয় না। এব্যাপারে আপনার কি কোন বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে নাকি অন্যান্য রাজনীতিকদের মত আপনারও এটা রাজনৈতিক শ্লোগান?***

-শ্লোগান দেয়াতো খুব সহজ। কিন্তু এর বাস্তবায়ন বড়ই কঠিন। তারা শ্লোগান দিচ্ছে, বর্তমান সিষ্টেমের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট মানুষদের মাথায় সওয়ার হচ্ছে, ক্ষমতায় যাচ্ছে, তারপর জনগণ জাহান্নামে যাক এটা তাদের দেখার বিষয় নয়। তাদের মসনদের দরকার আর মসনদকে আপাতঃ নিরাপদ রাখার জন্য আমলার প্রয়োজন। তারা আমলানির্ভর। আমলা ছাড়া তারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তাদের যোগ্যতার পরিধিও আমলাদের জানা। তারা নিজেরাও নিজেদের জানে ভাল করে। স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের নির্ধারিত ছক বাধা প্রক্রিয়ায় বন্দী হওয়া ছাড়া তাদের জন্য ভিন্ন কোন পথ খোলা থাকে না। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এ সিষ্টেমটার কোন প্রয়োজন নেই। আমলার বিরুদ্ধে আমি বলছি না। আমি বলছি আমলানির্ভর পুরো সিষ্টেমটা থেকে বেরিয়ে আসতে। এ সিস্টেম গণবিচ্ছিন্ন জনগণের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সাথে এর সম্পর্ক নেই। গণমানুষের স্বার্থের সাথে এ সিস্টেমের কোন যোগ নেই।

এই সিষ্টেমে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জনগণের কাছে জবাবদিহির কোন ব্যবস্থা নেই। আমি এই সিস্টেমকে উল্টে দেয়ার পক্ষপাতি। আমলা তো লাগবেই প্রশাসনিক কর্মকান্ড

চালাতে। আমি কোন নির্দিষ্ট আমলাকে গালাগালিও দিচ্ছি না। আমি বলছি না, অমুকে হারামজাদা, অমুকে অমুক। আমলা কারা? আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই বন্ধু আমাদেরই ভাই। তারাও বন্দী হয়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে। এ সিষ্টেমটাই তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই সিষ্টেমকে আমরা দেবতা বানিয়ে রেখেছি। বলতে পারেন আমরা শরীক করছি। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হলে এই সিষ্টেম উল্টে ফেলুন। Reject the whole system. বৃটিশদের দেয়া ইলাহ'কে উৎখাত করুন। আমি আদেশ দিচ্ছি নিজেকে, অনুরোধ করছি জনগণকে Reject the whole system and start a new system নতুন যুগের সূচনা করুন, নতুন পথ রচনা করুন। ইসলামের খলিফাদের দিকে তাকান। তারা ইলেকশন করেননি, কোন কনষ্টিটিউশন রচনা করেননি, না তারা কিছু বদল করেছেন, না তারা খেয়াল খুশিমতো চলেছেন। তারা বায়াত নিয়েছেন আর কোরআনের গাইডেন্স ফলো করেছেন। বাস্ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবল দুর্বল ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার কাছে প্রশাসন পৌঁছে গেছে আশীর্বাদ হয়ে। সবাই শান্তি স্বস্তি এবং মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে।

কিন্তু আজ আমলাতান্ত্রিক সিষ্টেমে কি হয়েছে? বিচারের বাণী কাঁদছে নিভৃতে, লুটপাট চলছে অবাধে। শোষণ বঞ্চনার শেষ নেই। সামাজিক অনাচার সর্বত্র, দুর্বলরা ধুঁকছে, সবলদের হাতে লাঠি, নিরাপত্তাহীনতা চারিদিকে, বিশৃংখলা অন্তহীন। এ অবস্থায়ও কি আপনারা চান আমলাতন্ত্র দেবতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন? পবিত্র কোরআনের ভাষায় আমি আমার জাতির উদ্দেশে নিবেদন করছি– তোমাদের কি হয়েছে কেন তোমরা সংগ্রাম করছনা আল্লাহর পথে। অথচ দুর্বল দুর্দশাগ্রস্ত পুরুষ নারী ও শিশুরা চিৎকার করে বলছে, "হে আমাদের আল্লাহ আমাদের এদেশ থেকে বের করে নাও যেখানকার অধিবাসী ও কর্তৃত্বশালীরা জালিম। হে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য তোমার নিজের নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (সুরা নিসা -৭৫)।

❐ *বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো রয়েছে এই ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো দিয়ে কি জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব?*

-বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো রয়েছে এটা কিন্তু সঠিক নয়। বলতে পারেন বৃটিশ ও মুঘল এই দুই শাসন কাঠামোর মিশ্রণ রয়েছে। এতে যেমন মওলানা মাদ্রাসা ধর্মীয় ইসলাম যেটা বলা হয় এটা মুঘল ঔপনিবেশিকের সাথে এনগ্রাফটেড । মনে রাখবেন ১০০ বছর বৃটিশরা মুঘলদের এজেন্ট ছিল এই পুরো বাংলায়। একটা পিকিউলার জিনিস হয়েছে কি এ সিস্টেমটা হল মিক্সচার অব বৃটিশ এন্ড মুঘল। তার জন্য দেখেন দু' রকম মাদ্রাসা আছে একটা আছে খারেজী অন্যটা আলিয়া। একটা হল মুঘলদের খারেজী অন্যটা হল বৃটিশদের আলিয়া।

এক সময় এসব মাদ্রাসা থেকেই তৈরী হত ব্যুরোক্র্যাটস। বৃটিশরা মুঘলদের প্রশাসনিক অবকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থেকে দেশ শাসন করেছে এবং পাশাপাশি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে খাঁড়া করেছে নিজস্ব প্রশাসনিক শাসন কাঠামো। এই সিস্টেম যখন

পরিপূর্ণতার দিকে সে সময় তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। যেমন এরশাদের উপজেলা সিস্টেম পরিপূর্ণতা লাভের আগেই এরশাদকে বিদায় নিতে হয়। যাই হোক, বর্তমান যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যা দেখছেন, এটা ছিল বৃটিশ প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা। ২০ শতকের প্রথম থেকেই বলতে পারেন এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরী হত ব্যুরোক্র্যাটস। আজও একই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে তৈরী হচ্ছে ব্যুরোক্র্যাটস শাসক শ্রেণী, তৈরী হচ্ছে দালাল। স্বাধীন মানুষের অস্তিত্ব নেই। স্বাধীনতার চেতনাবোধ এখনো যাদের আছে তারা লোকচক্ষুর আড়ালে একান্ত নিভৃতে ডুকরে কাঁদছে। এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা খারেজী আলিয়া অথবা স্কুল কলেজ যাই দেখছেন কোনটা থেকেই সত্যিকার মুসলমান তৈরী হয়না। মুসলমানদের বাঁচিয়ে রেখে তার রুহকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। ইকবালের ভাষায় উর্ধ্বলোকের শাহীন পাখীকে এখানে মাটি নিয়ে খেলার শিক্ষা দেয়া হয়। এর ফল হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে মুসলমানরা। তাদের তকদীরকে তালাশ করেছে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর লক্ষ্য কিন্তু মানুষ নয়, তার সম্পদ। এই সব স্বাধীন আল্লাহর বান্দাদেরকে ঔপনিবেশবাদীরা তাদের প্রণীত সিস্টেমের গোলাম বানিয়ে সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করেছে। ঐ একই সিস্টেমের মধ্যদিয়ে লুণ্ঠিত মানুষদের এখনও লুট করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। আপনি আমাদের এই জাতিসত্তার দিকে চেয়ে দেখুন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ যখন উর্ধ্বলোকে পাড়ি জমিয়েছে আমরা তখন মাজা ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। যুগ যুগ লুণ্ঠিত হয়ে আমরা আজ তলাবিহীন ঝুড়ি।

এই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক শাসন কাঠামো দিয়ে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কোনদিনই সম্ভব হবে না, হতে পারে না। যদি কেউ বলে সম্ভব হবে, জানবেন তার মাথার ওপর ইবলিস ভর করেছে। যদি সম্ভব হতো, তাহলে আজ অবধি আপনারা কেন জড়াজীর্ণ দুর্দশাগ্রস্ত? কেন আপনারা বিধ্বস্ত? কেন আপনারা আবর্জনার ভাগাড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন? সাতচল্লিশ বছর হলো বৃটিশরা এদেশ ত্যাগ করেছে, পাকিস্তানীদের তাড়ানো ২৪ বছর হলো, আপনারা কি পেয়েছেন? কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে আপনাদের। আপনারা পৃথিবীর সব চেয়ে বিপন্ন পিছিয়েপড়া জাতি। আমার কান্না কেউ বুঝছেনা, আমরা আর্তনাদকে মনে করছে পাগলামী। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট এত পরিষ্কার যা একটা শিশুও বুঝতে সক্ষম। অথচ কি দুর্ভাগ্য, আমাদের শিক্ষিত সমাজ, আমাদের বুদ্ধিজীবী, আমাদের রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, ব্যারিষ্টার, মওলানা কেউ বুঝছে না। সবাই যেন কোথায় আটকে গেছে। ঔপনিবেশিক সিস্টেমের গোলামে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনভাবে কিছুই ভাবতে পারে না।

আপনি নিজেকে মুসলমান দাবী করেন। ইসলামী আন্দোলন করেন, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, ইসলামের জন্য নিরলস পরিশ্রম করছেন, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ছুটে ফিরছেন, রাজপথ মঞ্চ ময়দান গ্রামগঞ্জ সবখানে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ

করছেন। সব মানি, সব বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি জানেন না, আমি জানি আপনি আল্লাহকে রিজেক্ট করেছেন। আপনি আপনার মালিককে প্রত্যাখ্যান করেছেন সচেতনভাবে। কথাটা উদ্ভট মনে হল। আপনি বিশ্বাস করুন আল্লাহর কাছে এই সিস্টেম স্বয়ং আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে আপনি আল্লাহকে রিজেক্ট করেছেন। আপনি এই সিস্টেমের মধ্যদিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবেন, গণতন্ত্রকে দেবতা রেখে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করবেন- এই মূর্খতা আর কতদিন? আল্লাহ পরিপূর্ণ দ্বীন আপনাকে দিয়েছেন। দিয়েছেন সুনিশ্চিত বিজয়ের সংবাদ। আল্লাহর দাবী সমস্ত ইলাহকে আপনি উৎখাত করবেন। অথচ আপনারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একাধিক ইলাহ টিকিয়ে রাখার কোশেশ করছেন। এরপরও নাজাতের আশা করছেন! আপনি শরীক করবেন আর আল্লাহ আপনাকে নাজাত দিবেন? মনে রাখবেন আল্লা সব মাফ করেন কিন্তু ঐ একটি ক্ষেত্রে আল্লাহ খুব কঠোর। আমার তো আশংকা হয় আল্লাহ ইতিহাস থেকে এজাতির চিহ্ন মুছে দেয় কিনা। তওবা করার অনেক সুযোগ দিয়েছেন, আল্লাহ অনেকবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে টেনে এনেছেন। কিন্তু তবু একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছি আমরা। এখনো সময় আছে ফিরে আসুন ইসলামের ভিত্তিমূলে। ফিরে আসুন কলেমার বৃত্ত বলয়ে। 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু' বাস আর কিছু নেই, কেউ নেই। সমস্ত মতবাদ মতাদর্শ পদ্ধতি এমনি রিজেক্ট হয়ে যাবে। ঔপনিবেশিক সিস্টেম অপসারিত হবে আপসে আপ। আপনার জন্য জাতির জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

❐ *কি ধরনের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা আপনি চিন্তা করেন? সংক্ষেপে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি।*

-যে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো আমাদের এখানে রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ সেন্ট্রালাইজড। এই শাসন কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট সকলেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। সেন্ট্রালাইজড প্রশাসনের ব্যাপ্তি আছে। এর সাথে অনেক এজেন্সী অনেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কিন্তু কারো দায়দায়িত্ব নেই। কারো একাউন্টিবিলিটি নেই। দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বাইরে থেকে আমলা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারেন। যদিও তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে কিন্তু দায়িত্ব থেকে পলায়নের পথও খোলা রাখা হয়েছে তাদের জন্য।

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রকৃতিই হল এই, জনগণ নিঃশেষ হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সরকারী কর্মকর্তাদের গায়ে কোন রকম আঁচড়ও যেন না লাগে। কেননা এরাই এই আমলা আর কর্মকর্তারাই তো হল শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার পিলার, মূলশক্তি, এরাই ঔপনিবেশিক সিষ্টেমের বরকন্দাজ। এ পিলারগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে জনগণের রক্তের মূল্যে হলেও। জনগণের জন্য কিছু করার চেয়ে এসব কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখাটাকেই তাদের অবস্থানের জন্য নিরাপদ মনে করে।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আমরা সব কিছুর বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি। ভৌগোলিক অবস্থান পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে সমগ্র দেশটাকে আমরা ৯টা জোনে ভাগ

করতে চাই। এই জোনগুলোতে ৯ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হবে। এদের ইমাম আমীর অথবা অন্য কোন উপযুক্ত নাম দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে যা কিছু ঘটবে এর জন্য তারা সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবেন। ধরুন রাজশাহী জোনের কোথাও দশজন মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। কেন মারা গেছে ঘটনার প্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এসবের জবাবদিহি করতে হবে সংশ্লিষ্ট জোনের প্রধানকে। যদি তিনি এর সদুত্তর দিতে সক্ষম না হন তাহলে আমার আর কিছু দেখার দরকার হবেনা সরকার চলবে কি চলবে না সেটাও দেখব না। আমি তাকে রাজশাহীতেই লটকে দেব। একাউন্টিবিলিটি কি, দায়দায়িত্বটা কি এবার নিশ্চয় বুঝছেন। আপনি রাজশাহী জোনের ইনচার্জ রয়েছেন, আমার কাছে খবর এল, শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে দশজন লোক খাদ্যাভাবে মারা গেছে। কানসাটের দায়িত্বে রয়েছেন অমুক চেয়ারম্যান। যে ছিল মাতাল। তার বেখেয়ালী, তার গাফিলতির জন্য দশটা প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনি এর প্রেক্ষিতে কি করেছেন? জবাব দিলেন ফাঁসি দিয়েছি, আপনি আপনার দায় থেকে রেহাই পেলেন। যদি এমন হতো যে আপনি কোন পদক্ষেপই নেননি, আর আমার কাছে এ সংক্রান্ত অভিযোগ এসে পড়ল তখন আমি কি করব? তৎক্ষণাৎ আপনাকে গ্রেফতার করব এবং নির্দ্বিধায় আপনাকে লটকে দেব। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব না কোন্ সেক্রেটারী কি করছে? কোন্ উপজেলা কোন্ গ্রামে কি হচ্ছে? কে ডাকাতি করছে? কোন্ ওসি অত্যাচার করছে? এসব আমার কোন মাথা ব্যথা নয়। আমার ৯জন জোনাল ইনচার্জ যদি থাকে ৯ জনকেই সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে তার যদি ৫/৭ টা ডেপুটি প্রয়োজন হয় তারা এ্যপয়েন্ট করবে। তাদের কাজ কি? যদি কোনখানে এদিক সেদিক হয় অপরাধ হয় গোলমাল হয় যা সন্দেহাতীতভাবে জঘন্য অপরাধ এর জন্য আল্লাহর অথরিটি বাদে যা কিছু করা লাগে তারা তাই করবে। যে আইন দেয়া হয়েছে সেটা ফুলফিল না হলে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, হক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি উচ্ছেদের জন্য, সামাজিক সুবিচার এবং শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার যা কিছু করার প্রয়োজন হয় করবেন। এব্যাপারে কেউ যদি অকারণ প্রতিবন্ধক হয়, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি প্রশাসনকে বিকল করার উদ্যোগ নেয়, আপনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নিবেন। প্রমাণ সাপেক্ষে প্রয়োজনে পুরো সেক্রেটারিয়েটকে ফাঁসি দিবেন, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু মনে রাখবেন আপনার অঞ্চলের সামগ্রিক দায়িত্ব এবং দায় আপনার। কোন সময় আপনি আপনার দায়িত্ব এড়িয়ে বাঁচতে পারবেন না। আপনার পালানোরও কোন পথ নেই। আমানতের যদি খেয়ানত করেন আপনার আরাম আয়েস এবং গাফিলতির জন্য যদি কোন গভীর সমস্যার উদ্ভব হয়- In the name of Almighty Allah. I will cut your head off. এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে কি হতে পারে

ভেবে দেখেছেন? তখন দেখবেন সবার মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য। সবার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বিরাজ করছে।

দেখবেন ক্ষিপ্রতার সাথে কত দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে চলছে। ইউনিয়ন লেবেলে যারা রয়েছে, তাদেরও ঘুম হারাম হয়ে যাবে। উপজেলা লেবেলে যে আছে সে কোন এক্সপ্লেইন বুঝবে টুঝবে না। সে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক এ্যাকসান না নেয় তা হলে তারই মাথা যাবে। কেরানী যারা আছে তারা জানে যে তাদের ভুল আলস্য এবং গাফিলতির কারণে যদি কোন অঘটন ঘটে তার দায়দায়িত্ব থেকে ঘুষ উৎকোচ দিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে না, দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দেখবেন সব কাজ কত হাইস্পিডে এগিয়ে চলছে, বিচার কত সুন্দর-সুষ্ঠু এবং সুক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। তখন সব ষড়যন্ত্রকারী দালাল আর লুটেরা ইঁদুরের মত গর্তে প্রবেশ করবে জীবন বাঁচানোর জন্য।

আমার হিসাব, সোজা আমীর সুলতান রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে আমার প্রশাসনিক দায়িত্ব যতটা জোন হবে সেখানকার ইমাম বা আমীরের উপর সমর্পণ করব। আইন প্রয়োগের যাবতীয় ক্ষমতা ঢালাওভাবে তাদের উপর দেয়া থাকবে। তারা পুরোপুরি সরকারের অল পাওয়ার আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু আছে প্রয়োগ করবে। এবং তাকে আল্লাহর কাছে এবং কেন্দ্রের কাছে জবাব দিহি করার জন্য সব সময় তৈরী থাকতে হবে। কেন হল এ প্রশ্নের সদূত্তর তাকে দিতেই হবে। যদি সে সংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং ঘটনা থেকে গাফেল থাকে তাহলে দায়িত্বহীনতার অপরাধে তার পানিসমেন্ট হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবেনা। কোন ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা সুত্রপাত হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রে তাৎক্ষণিক ইনফরমেশন দিতে হবে এবং তড়িৎ এ্যাকসন নিতে হবে। নিশ্চিন্তে সুখ নিদ্রার অবকাশ কেউ পাবেন না। কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা জোনাল স্থানীয় প্রশাসক সবার জন্য ঘুম হারাম হয়ে যাবে। প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্টরা সবাই হবে সংবেদনশীল সদা জাগ্রত প্রহরী। তারা হক ইনসাফ শান্তি শৃঙ্খলা এবং আল্লাহর আইন হুকুম আহকাম বিধি বিধান সমূহের হেফাজত করবে।

প্রশাসন নিয়ে আমার ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রশাসন আমি চালাব না। আঞ্চলিক কর্মকর্তা ইমাম আমীর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসন চালাবে। তাদের প্রধান কাজ হল আল্লাহর বিচারটা জনগণের কাছে ইকুয়ালী পৌছে দিতে হবে। জনগণ নিজেরা যথেষ্ট তাদের দেশ চালাবার জন্য, তাদের বাড়ী চালাবার জন্য, সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য, লালন পালন করার জন্য। আপনারা বলতে পারেন, তাহলে কেউ ক্ষমতার ধারে কাছে আসবে না, ক্ষমতা থেকে সকলে পালাবে। ঈমানদার হলে কি সেটা সম্ভব? তবে ক্ষমতার প্রতি স্বার্থান্বেষী দুর্নীতিবাজদের যে দুর্নিবার মোহ রয়েছে সেটা থাকবে না। সত্যিকার দায়িত্বশীল সৎ মানুষদের হাতে ক্ষমতা লালিত হবে। আমার এসব মন্তব্য থেকে চোখ বড় বড় করে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে প্রত্যেক মাসে ৫/১০টা

লোককে ফাঁসি দিবেন? আমি বলব ইয়েস, আমি লটকাব ৫/১০ টা কি শ'য়ে শ'য়ে। তথাকথিত মানবতাবাদীরা বিশ্বজুড়ে যত শোরগোলই করুক না কেন, গোলামীমুক্ত শোষণমুক্ত জুলুমমুক্ত ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধান্দাবাজ জালেমদের আমি উৎখাত করবোই, যদি তারা ষড়যন্ত্র থেকে সরে না দাঁড়ায়।

তবে বাস্তবে অত লটকানোর দরকার পড়বে না। ২/৪ টা কমিশনার লটকান্, দেখবেন, অটোমেটিকালী সব ঠিক। মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সিকিউরিটি এন্ড জাষ্টিস। সুলতান আমীর ইমাম এদের মেইন কাজটা কি? তিনি দেখবেন দল মত ধনী গরীব নির্বিশেষে সবার কাছে সমানভাবে আল্লাহর আইনের সুফল পৌঁছল কি না। আইন শৃঙ্খলা হক আর ইনসাফের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত সবখানে যথাযথ দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কি না। যদি না হয় তাহলে যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তার দায়িত্বহীনতার জন্য নির্ধারিত শাস্তি পেতে হবে। আমি তাকে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিব। শেষ বিচারের দিন প্রমাণ হবে যে তিনি সঠিক ছিলেন, না কি ভুল ছিলেন। আমি আমার মালিককে সাক্ষী দেব যে এই লোকটার কারণে তোমার কোটি কোটি বান্দার সম্পদ খেয়ানত হয়েছে। ঐ লোকটার গাফেলতির জন্য তোমার ১০ দশ জন অসহায় বান্দা না খেয়ে মারা গেছে। তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আমার ভিন্ন কোন পথ ছিল না। মোমিনদের আমীর হিসেবে আমি দুর্নীতিপরায়ন গাফেল এবং দায়িত্বহীনদের লালন করতে পারি না। ঈমানে অধিকার বলে কিছু নেই, ঈমানে দায়িত্ব আছে। সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে সক্রিয় হলে সবার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং সবার স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, সবার অধিকার আদায় হবে। তা না হলে সমস্ত দেশটা অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন আজ সমগ্র জাতি সব দিক দিয়ে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

রাসুলে পাক আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেছেন- 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা- যিনি সকলের উপর শাসক হন তিনিও দায়িত্বশীল, তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' আমি যে শাসন কাঠামোর কথা বলছি, যে রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছি, যে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে জেহাদের ডাক দিচ্ছি, তার রাষ্ট্র প্রধান আমীর বা সুলতানের অন্তরে যে দায়িত্ব অনুভূতি জাগরুক থাকবে সেটা হল ওমর (রাঃ) এর ভাষায়- 'ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরির বাচ্চাও হারিয়ে যায় তা হলে আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।'

☐ *দেশের সেনাবাহিনীকে শাসনতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে আমরা জেনেছি। এটা কিভাবে এবং কতটুকু সম্ভব?*

-বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর পরিসর তো অত্যন্ত সীমিত। আমাদের পরিকল্পিত ন্যাশনাল সার্ভিস চালু হলে সেনাবাহিনীর ব্যাপ্তি ঘটবে বিরাট। তখনও কিন্তু বাংলাদেশের স্থায়ী একটি আর্ম ফোর্স থাকবে। যারা টেকনিকাল ট্রেনিং করাবে ন্যাশনাল সার্ভিস

ক্যাডারদের। ধরুন যদি ১০০ ডিভিশন সৈন্য ন্যাশনাল সার্ভিসের রিজার্ভ থাকে তাহলে ৫-১০ ডিভিশন রেগুলার ফোর্স থাকবে। তাদের কাজ আত্মরক্ষামূলক হবে না। প্রধানত তাদের কাজ হবে যেখানে আল্লাহর শত্রু আছে তাদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া। বাংলাদেশে বসে থাকার জন্য নয়। ধরুন ভবিষ্যতে কোন সময় যদি ইমাম মেহেদী এসেই যায়, তখন কি করবেন? তার যদি সৈন্য লাগে যাবে কোথা থেকে। সব জনগণ উঠেই তো দৌড় দিবেনা। ধরুন বসনিয়াতে মুসলমানরা যুদ্ধে কুলিয়ে উঠছে না জুলুম পীড়নে নিঃশেষ হচ্ছে, কাশ্মীরের মুক্তিকামী মুসলমানরা ভারতীয় হায়েনার হিংস্র থাবায় ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে, ইসরাইলী সৈন্যের বুটের তলায় নিষ্পেষিত হয়ে ফিলিস্তিনীরা সাহায্যের আশায় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন কি করবেন? চুপচাপ বসে থাকবেন? মুসলমান হিসাবে মোমিন হিসাবে কেউ তা পারেনা। ওদের জেহাদে, ওদের মুক্তি সংগ্রামে আপনাকে শরীক হতে হবে। কিন্তু কিভাবে সবাই এক যোগে ছুটে যাবেন? না। রেগুলার ফোর্স থেকে সেখানে সৈন্য পাঠানো হবে। তাকে ব্যাক আপ করবে জনগণের ডিফেন্স ফোর্স সেটা থাকবে। এ সবের ক্যাটাগরী থাকবে যেমন আর্ম ফোর্স, ডিফেন্স ফোর্স এবং রিজার্ভ ফোর্স। ডিফেন্স ফোর্স হল যারা ন্যাশনাল সার্ভিসে মিলিটারী ট্রেনিং করে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। এর অর্থ, প্রত্যেকটা জেলায় কমপক্ষে একটা ব্রিগেড থাকবে। মোটামুটি ধরে নেয়া যায় ন্যাশনাল সার্ভিসের ৩০-৪০ ডিভিশন সৈন্য এমনিই ফুল টাইম হিসেবে কাজ করবে। তারপর রিজার্ভ থাকতে ৬০-৮০ ডিভিশন সৈন্য যারা ন্যাশনাল সার্ভিস করার পর গ্রামে বাস করছে। জরুরী অবস্থায় তাদের ডাক পড়লেই তারা ছুটে আসবে। তিন ধরনের বাহিনী হচ্ছে- একটা হল রেগুলার আর্ম ফোর্স, যারা ফুল টাইম আছে যারা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চালাচ্ছে। ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, রাডার, কোস্টাল রাডার এসবের জন্য তো ফুল টাইম লাগবেই। কেননা অনেক সময় ৪ বছরের মধ্যে এসব কমপ্লিট হয় না। দ্বিতীয় ডিফেন্স ফোর্স হল ন্যাশনাল সার্ভিস। তৃতীয় হল রেগুলার ফোর্স যারা ন্যাশনাল সার্ভিস করে নিজস্ব অবস্থানে ফিরে গেছে। জরুরী অবস্থায় তাকে ডাকা যাবে। চতুর্থত হল যারা সবে মাত্র ন্যাশনাল সার্ভিস থেকে ফিরে গেছে। ধরুন ১ জন ১৮ বছরের তরুণ ৪ বছর ন্যাশনাল সার্ভিস করে ২২ বছর বয়সে রিজার্ভে চলে গেল। রিজার্ভেও তার কমিশন থাকছে, প্রত্যেক বছর তাকে ট্রেনিংএ যেতে হচ্ছে, ইউনিট কলআপ হচ্ছে, পোষাক পরছে, ট্রেনিং করছে। সে রিজার্ভে থাকছে নিয়মিত ৪০/৫০ বছর বয়স পর্যন্ত। এ সময়ে তার নিজস্ব কাজ ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি করছে। ধরুন এদের বয়স ৪০ বছর হয়ে গেল এরা তখন সেকেন্ড লাইন রিজার্ভে চলে গেল। ইম্মিডিয়েট কলআপ করলে তারা যাবে না। অনেকে যারা শিক্ষিত আছেন, রিজার্ভ ইউনিটে ক্যাপ্টেন থাকলেন, ক্যাপ্টেন থেকে তিনি যথানিয়মে জেনারেল পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। ইসরাইলে যেটা করে থাকে, পুরো জাতিকে তারা আর্মী বানিয়ে রেখে

দিয়েছে। রেগুলার সার্ভিসে থাকবে তারা, যারা টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট আছে যারা এ সংক্রান্ত পড়া লেখা করে।

ইনফ্যাক্ট আমার হিসাবে There will be no civil and there will be no millitary. সার্ভিস বলেন, ব্যবসায়ী বলেন, কৃষক শ্রমিক বলেন They will be all equally Soldiers and all Soldiers will have to be equally citizen আপনি যে ফাপড় দালালী করে বেড়াবেন আপনি জেনারেল সাহেব তাতে হয়েছে কি একজন কৃষকের ছেলে বলবে আমি ও তো একজন জেনারেল। কেউ বলবে আমি আইজি। আইজি, জেনারেল অথবা অন্য কিছু যাই হোক এসব নিয়ে মানুষের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। বড় বড় পদের দোহায় দিয়ে কাউকে এক্সপ্লয়েট করা যবে না। তখন ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় দেখা যাবে মেজর, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, জনগণকে পিটানোর জন্য, জনগণকে শোষণ করার জন্য, জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য কোন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থাকবে না। লোকাল লেভেলে যেমন সিকিউরিটি সার্ভিস এভাবে থাকবে। আর থাকতে পারে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বি, আই টাইপের সিভিল পোষাকে।ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট, কোষ্টগার্ড ইত্যাদি ন্যাশনাল সার্ভিসের আন্ডারে চলে আসবে। পাবলিক পিটানোর জন্য কোন পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন নেই। কোন এলাকায় গন্ডগোল লাগলে সেটা সামাল দিবে সে এলাকার ন্যাশনাল সার্ভিসের ক্যাডাররা। তারও বেশী প্রয়োজন হলে সে এলাকার রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকা হবে। তারাই তাদের এলাকা সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

❐ ***যেহেতু বাংলাদেশ ভারতের মত বৈরী ও বিশাল সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত একটি দেশ। যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে শুধুমাত্র যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত করা কি সঙ্গত হবে?***

-সেনাবাহিনী জাতীয় পুনর্গঠনে অংশ নেবে এতে অসুবিধা কোথায়? আমি তো এর আগেই বলেছি এ সংক্রান্ত আমার কর্মসূচী কি হবে। There will be no civil and no military. একটা মানুষ একাধারে হবে সৈনিক অন্য দিকে নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। যেখানে সমগ্র জাতিকে পরিণত করা হবে সৈনিক এবং যোদ্ধায়। সেখানে আপনি কি করে আশা করছেন যে জাতির প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত থাকবে। দেশ পূনর্গঠন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য কি বিদেশ থেকে ম্যান পাওয়ার ধার করে নিয়ে আসতে হবে? বাংলাদেশের বর্তমান যে সেনাবাহিনী আছে সেটা দেশের একচুয়েল স্ট্রেংথ নয়। বর্তমানে যে পরিমাণ সেনাবাহিনী রয়েছে এরাতো গোটা জাতিকে ট্রেনিং করাবে। এরা তো যুদ্ধ করবে না। আপনি আপনার প্রশ্নে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। বৈরী এবং বিশাল। ভারতের বৈরীতা এবং মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব কত গভীর সে ব্যাপারে প্রত্যেকটি সচেতন মুসলমানের পরিষ্কার ধারণা আছে। দিল্লীর বিভ্রান্তিকর কুটচক্রের জটিল ফাঁদে আটকে তৃপ্তির হাসি হাসতে পারে আপনাদের দেবীরা।

কিন্তু চক্রান্তের প্রতিটি বাঁক আমার চেনা। ওদের বিশালত্বের কাছে নতজানু হতে পারে কতিপয় দালাল চরিত্রের রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী এবং আমলা। কিন্তু জনগণ নয়। ভারতের সব রকম আগ্রাসন প্রতিরোধের মানসিকতা জনগণের মধ্যে আজো বর্তমান রয়েছে।

যা বলছিলাম আমার কর্মসূচী অনুসারে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর পরিধি হবে ভারতের সেনাবাহিনী থেকে কমপক্ষে চার/পাঁচ গুণ বড়। ভারত আক্রমণ করতে পারে না বাংলাদেশের মত একটা বিশাল জনগোষ্ঠীসম্পন্ন কোন জাতিকে। ১০ কোটি জনসংখ্যার কোন জাতি নেই ভারতে। যে ব্রাহ্মণরা ভারতের কলকাঠি নাড়ে তাদের সংখ্যা তিন কোটির ওপরে নয়। আর এ ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ করে না। ওদের যোদ্ধা জাতি হল রাজপুত আর শিখ। এরা সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক ছোট। আর কে আছে? কোন জাতি নেই। এই দশ কোটির এক দশমাংশ অর্থাৎ ৫০ লাখ মানুষকে সৈনিক বানাতে পারবেন না। কিন্তু আপনার অস্তিত্বের জন্য আপনাকে পারতে হবে। যদি না পারেন তাহলে অত্যন্ত কম দামে নিজেদের অজান্তে আপনারা বিক্রি হয়ে যাবেন। আপনার ইজ্জত আযাদী নিয়ে তেজারতি হবে।

আমি বলেছি, এখনো বলছি কারো দেবার কিছু নাই। গোলামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন অযোগ্য নেতা নেত্রীর মস্তিস্কে এমন চিন্তা চেতনার উদয় হবে না কোনকালে। আপনাদের বেঁচে থাকার জন্য, আপনাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, বিশ্ব সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য আমার ফর্মুলায় আসতেই হবে। আমার ফর্মুলা বলাটা সঠিক অর্থে সঙ্গত নয়। কেন না মহান আল্লাহতায়ালা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জেহাদ ফরজ করে রেখেছেন। আমি শুধুমাত্র আল্লাহর সৈনিকদের নতুন আঙ্গিকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছি। আমার ভাবনার প্রতিফলন হলে আপনার দেশকে কেউ দখল করতে আসবে না। কেননা তখন প্রত্যেকটি উপজেলা এক একটি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হবে। প্রত্যেকটি উপজেলা একেকটা ডিভিশন ডেপ্লয় করতে পারবে। ফুল রিজার্ভ, সেকেন্ড লাইন রিজার্ভ করে ১০ বছরের মধ্যে ১০০ ডিভিশন সৈন্য মওজুত করতে পারবেন। এখন বলুন কোন এমন দেশ আছে যে বাংলাদেশ আক্রমনের ঝুঁকি নিবে?

☐ *বিএনপি সরকার কি বাংলাদেশকে আরো একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না?*

-বিএনপি আওয়ামী লীগ কেউই রক্তক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না। তারা উভয়ের মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একজন আন্দোলন করছে ক্ষমতার শীর্ষে বসে, অন্যজন আওয়াজ তুলছে বিরোধী দলের নেতৃত্বে আসীন হয়ে। এসব হল অর্থহীন আস্ফালন। দুটোই নাচের পুতুল, সুতোর টানে নড়ে। দুটো একই সুত্রে গাঁথা। একই মুঠোয় বাঁধা। দিল্লীর নির্দেশের বাইরে অবস্থার ফেরে কেউ যদি ভিন্নমুখী হয় তখন সুতোর গোড়া ধরে দিল্লী টান দেয়। এই টানগুলো ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে, এবং তাদের নিরবিচ্ছিন্ন লুটের পথ আধিপত্য বিস্তারের পথকে পরিচ্ছন্ন রাখে। দু'চারটা বোমাবাজি দু'চারটা জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় দুটো দলই তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য। স্বার্থান্বেষী লুটেরা এবং বিদেশী

দালালরা রক্তকে ভয়ানক ভয় করে। তারা নিরাপদ অবস্থানে থেকেই সব কিছু করে। ঝুঁকি নেবার সাহস নেই। বিএনপি আওয়ামী লীগ উভয়েই জাতিকে টেনে নিয়ে চলছে হতাশার অতল গহবরে। দু'জনেই দাসখত লিখে দেয়ার জন্য তৈরী। নাটকের শেষ দৃশ্যে কে উপস্থিত থাকবে এটা নিয়েই মূলত সংঘাত।

রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে হয়তো বা কখনো যাবে এদেশ সেটা যাবে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে। এখানে খালেদা জিয়া অথবা হাসিনার কোন ভূমিকা থাকবে না। না তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, না তারা ত্বরান্বিত করতে পারবে। শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত জনগণের মন মানসিকতায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে ক্ষোভ। দেশ ক্রমশ পরিণত হচ্ছে বারুদের স্তুপে। একদিন এর বিস্ফোরণ হবেই। সে দিন আজকের দেবীরা দাঁড়াবে কোথায়? যাদের উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে প্রতিদিন? এই সব দেবীর প্রতিমূর্তিগুলো বিধ্বস্ত প্রতিমার মত ধুলায় পরিণত হবে। পঞ্চম বাহিনী লুটেরা আর তাঁবেদারের দল পালানোর পথ পাবে না। এদের অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে অনেক চড়া মূল্যে সুদে-আসলে, কড়ায়-গন্ডায়। রক্ত অবশ্যই ঝরবে। আল্লাহর সৈনিকরা অবশ্যই সর্বাত্বক যুদ্ধে অবতীর্ন হবে। শহীদী রক্তের স্পর্শে জেগে উঠবে আনন্ত সম্ভাবনা।

❑ ***কোন কোন সেকটরে 'র' এর কালো হাত সক্রিয় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?***

- আপনি কি মনে করেন এখন ও কোন সেকটর র'এর অভিশপ্ত স্পর্শ থেকে নিরাপদ আছে। যখন শঠ প্রবঞ্চক দালালদের কবজায় শাসন ক্ষমতা, যখন আত্মকেন্দ্রিক লুটেরাদের হাতে জাতীয় নেতৃত্ব, যখন আপনাদের পথ প্রদর্শক ভাগ্য বিধাতা বুদ্ধি জীবি নেতা এবং আমলারা দিল্লীকে কেবলা বানিয়ে ফেলেছে তখন র'এর কি সরেজমিন তৎপরতার প্রয়োজন আছে। র'এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জনের সবটুকু দায় দায়িত্ব এরা তুলে নিয়েছে নিজেদের কাঁধে। সুর্য গ্রহণের সময় যেমন দেখা যায় ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে হয়ে পুর্ন গ্রাস হয়, তারপর অন্ধকার নেমে আসে, অনুরূপভাবে আমরাও এখন ভারত রাহুর কবলে। পুর্ন গ্রাস হতে দেরী নেই। শিল্প লাটে উঠে গেছে, ব্যবসা চোরাকারবারে পরিণত হয়েছে, কৃষি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, গ্রাম-গঞ্জ, নগর-বন্দর, সবখানে ভারতীয় সাংস্কৃতি ছিটান হচ্ছে, অফিস আদালতে হচ্ছে লুট, শিক্ষাঙ্গনে তৈরী হচ্ছে মস্তান, দেশ এখন পঞ্চম বাহিনীর লুটেরাদের হাতে। র'এর নীলনক্সা বাস্তবায়ন করছে এরা। তবে হ্যা খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। গ্রামগঞ্জের সহজ সরল মানুষ শুধু নয় হাসিনা/খালেদার মিছিলকে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর করছে যারা, তাদের হৃদয়ের গভীরে 'র' এর কালো হাত পৌছে নি। বিভ্রান্তি আর আবেগের আগুনে উত্তপ্ত করে আত্মহননের দিকে এদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নেতারা। অচিরেই এই নেতা নেত্রীরা উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়বে তাদের কর্মীদের কাছে। বিভ্রান্ত তরুণরা এখন বুঝতে শুরু করেছে যে তারা যাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে সেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র নীলনকশা বাস্তবায়িত করছে তাদের দিয়ে তাদেরই পরম পূজনীয় মহান নেতা এবং নেত্রীরা।

❐ *বর্তমান সরকারের ভারতীয় তোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশের মানুষ কি আরো বেশী শোষিত হচ্ছে না?*

- বাংলাদেশের মানুষ গোলাম ছিল, দুই একটা জিঞ্জির ভেঙেছিল। অধিকাংশ জিঞ্জির এখনো আছে। বিএনপি সরকার এসে আর একটা বড় জিঞ্জির লাগিয়ে দিয়েছে। তারা তো জিঞ্জির খুলতে ইন্টারেস্টেড নয় বরং আরো জিঞ্জির লাগাচ্ছে। তারা চাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে বেঁধে সেধে আবার গোলামীতে আবদ্ধ করতে। যেমন হাবসিদেরকে গোলাম হিসাবে বেচে দিত তেমনিভাবে এ জাতিটাকে বেচে দিতে চায় তারা। এইতো আপনারা দেখলেন যমুনা ব্রিজের মধ্যে ৩টা কন্ট্রাক্ট খালেদা জিয়া সাইন করলেন। এই একটা ব্রিজ বানানো বাংলাদেশের জন্য কি কোন কঠিন কাজ? বাংলাদেশ নিজেই নিজের শক্তি সামর্থের উপর এটা বানাতে পারে। বলবেন তাহলে এটা কেন? টাকা মারা, লুটপাট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনারাতো তো জানেন এবং এটা দিবালোকের মত সত্য যে এই পরিস্থিতি এবং এই শাসন কাঠামোর মধ্যে কোন ইন্ডাষ্ট্রি মুনাফা অর্জন করতে পারবেনা। এ সত্ত্বেও শিল্প নির্মাণের উদ্যোগ চলছে। চলছে রুগ্ন শিল্প পুনর্জীবনের। এতে কি লাভ হবে এদেশের সাধারন মানুষের। লাভ হবে বিদেশীদের লাভ হবে এদেশের আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের। জানেন তো কন্ট্রাকট হলে কমিশন পায় বিদেশীরা আর সেই সাথে বিরাট অংকের পারসেন্টেজ এসে যায় রাজনীতিক আর আমলাদের হাতে। এটাই ধান্দাবাজি আর কিছু নয়।

❐ *শেখ মুজিব যেমন ভারতের পুতুল সরকার ছিলেন অনুরূপ বিএনপি সরকারও কি ভারতের আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার নয়?*

বাংলাদেশে এই ঔপনিবেশিক কাঠামো রেখে যে সরকারই আসবে তারাই দিল্লীর দালাল বা পুতুল সরকার থাকবে। কেননা মনে রাখবেন ঔপনিবেশিক কাঠামোর ডিজাইনই করা হয়েছিল দিল্লীর দালালী করার জন্য। আর দিল্লী থেকে ওয়াশিংটেন বিলাতের দালালী। এই কাঠামো রেখে আপনি দিল্লীর দালালী ছাড়বেন কেমন করে?

❐ *কোন কোন সেক্টরে 'র' এর কালো হাত সক্রিয় রয়েছে?*

- খালেদা হাসিনা দুজনেই ভারতের পুতুল। খালেদা এবং তার মন্ত্রীদের সম্পর্কে কি বলব, এরশাদকে যত গালাগালি করছেন, এরশাদের চেয়ে ও বেশী খারাপ তাদের চরিত্র। 'র' এর কথা বলছেন। 'র' এর কাজ করার দরকার পড়েনা। এখন পুরো ইনডিয়া বাংলাদেশে ঢুকে গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুতে। একদিকে এরা চীৎকার করছে ফারাক্কা ফারাক্কা, অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন অবারিত করার জন্য সব বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। ইন্ডাষ্ট্রি লেবার বিজনেস সব কিছু শেষ করে দিয়েছে। কয়েকদিন পর আমাদের কৃষি ও শেষ হয়ে যাবে। র'এর কি প্রয়োজন?

র'এর পুরো কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক নেতা আর বুদ্ধিজীবীরা। এরা সবাই মিলে গোটা জাতিকে বেঁধেসেধে তুলে দিতে চায়।

☐ *বিএনপি সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী লীগকে কি নিরাপদ সরকার মনে করা যায়?*

- আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে পার্থক্য খুব কম। দুজনেই আছে তালের মধ্যে বাংলাদেশকে লুটপাট করার জন্য। আওয়ামী লীগের আমলনামা হল যে তারা আগে অনেক লুটপাট করেছে এখনো করছে, আগামীতে ক্ষমতাসীন হলে আরো বেশী লুট করবে। এদের লুটের টাকা, শোষণের টাকা প্রচুর আছে। আরো লুটপাট করে এখন চায় যে শেষের দিকে বাংলাদেশকে সম্পূর্ন বিক্রি করে দিতে। কমপিটিশনটা ওটাই বাকি পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের। মীরজাফরীর ফাস্ট গোল্ডমেডেল কে পেতে পারে ঐ কম্পিটিশন আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির।

☐ *বিএনপি'র পতনের পর অন্য কোন বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা আছে কি?*

- এই কাঠামো রাখলে আপনার যত ইচ্ছা বিকল্প করেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যত ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নাই। বরং বাংলাদেশের চিহ্ন ম্যাপ থেকে মুছে যেতে পারে, এদেশে বৃটিশদের দেয়া ঘুনে ধরা শাসন কাঠামো যদি আরো কিছু দিন বহাল রাখেন। ক্ষমতাসীন দেরকে গদি থেকে হটিয়ে আর এক দলকে ক্ষমতায় এনে কি লাভ হবে এদেশের ভাগ্যহত জনগণের। যে লুটপাট, যে চুরি, যে ধান্দাবাজি চলছে এটা চলতে থাকবে। এমনকি আগামীতে আরো খারাপ হতে থাকবে। এই ইস্যুটা এখানে অন্য রকম।

এ সব কিছুর বিকল্প ক্ষমতার হাত বদল নয়। এসবের একমাত্র বিকল্প হল পুরো সিস্টেমটাকে বদলে দেয়া। ৪'শ বছরের ঔপনিবেশিক কাঠামো ৪শ বছরের গোলামীর জিঞ্জিরকে ছিঁড়ে ফেলে আপনি স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবেন নাকি গোলামই থাকবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সর্ব প্রথম। জাতির তকদির বদলানোর জন্য এটা অপরিহার্য। তারপর কে বা কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটা হবে দ্বিতীয় পর্যায়। কবি নজরুল বলেছিলেন কারাগার ভাঙবেন নাকি কারাগারের জেলার বদলাবেন। জেলার বদলালে আপনার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবেনা। যে দুর্ভাগ্যের তিমিরে আপনারা অতীতে ছিলেন, বর্তমানে রয়েছেন, এর চেয়ে মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য, এর চেয়ে গভীর হতাশা, আপনার আগামী দিনগুলোতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

☐ *বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুটো বৃহত দলই যদি স্বাধীনতা রক্ষার বিকল্প না হয় তো জনগণ কার উপর নির্ভর করবে?*

- আল্লাহর উপর। মহান আল্লাহর ওপর যদি ঈমান না রাখতে পারেন তাহলে নিরাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। পার্টি, পার্টি কি? পার্টিকে খোদা

বানিয়ে কোন লাভ নেই। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর বাদ দিলাম। একাত্তর থেকে আজ অবধি দীর্ঘ ২৩টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষমতার অনেক হাত বদল হয়েছে। পার্টির বিভিন্ন ব্যানারে এদেশের চেনা মুখ দালাল এবং লুটেরা ক্ষমতায় এসেছে। তারা আপনাদের কি দিয়েছে? তাদের দ্বারা কি কিছু দেয়া সম্ভব? যারা নিজেরা পরান্নভোজী বিদেশী এজেন্ট, তাঁবেদার এবং দালাল। যারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারেনা, যারা স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা, তারা আপনাদের দিবে কি? তাদের দেবার কি আছে? তৃষ্ণার পানির জন্য খামাখা আপনারা বিবি হাজেরার মত সাফা থেকে মারোয়া, মারোয়া থেকে সাফা পর্যন্ত দৌড় ঝাপ করছেন। আপনার তৃষ্ণার পানি আছে আপনার পায়ের নীচে। সেখানেই তৃষ্ণার পানি তালাশ করুন। যমযম আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার আপন বৃত্তেই খুঁজতে হবে আল্লাহর অনুগ্রহ।

সবচেয়ে বড় কথা আপনাকে সোজা রাস্তায় আসতে হবে। সেরাতুল মুস্তাকিমে। সব রকম মুনাফেকী, সব রকম ধান্দাবাজি পরিহার করতে হবে। তওবা করে আল্লাহকে ডাকতে হবে সৎ নিয়তে। একমাত্র আল্লাহই আপনার জন্য উত্তম ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন। একমাত্র তারই আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

যেমন পঁচাত্তর সালে জুলুম নিপীড়নে নিঃশেষ হয়ে আল্লাহকে এদেশের মানুষ ডেকেছিল কাতর কণ্ঠে, আল্লাহ তাদের রাস্তা দেখিয়েছিলেন। তখন কে ছিল? একদিকে নমরুদ আর ফেরাউনের ভূমিকায় সক্রিয় ছিল আওয়ামী লীগ, অন্য দিকে ছিল নিপীড়িত নিষ্পেষিত অসহায় জনগণ। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ কোন দল কোন ব্যক্তিত্ব অথবা ভিন্ন কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ অবশিষ্ট ছিল না। সব লুটেরা, সব পরান্ন উচ্ছিষ্টভোগী নীতিবিহীন নেতারা লাইন ধরেছিল মুজিবের দলে জায়গা নেয়ার জন্য। তখন বিএনপি'ও ছিল না, কেউ ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। তখন আপনাদের কে বাঁচিয়েছিল? তখন এটুকুও ছিল না যে খালেদার জায়গায় অন্য কোন দেবতা বা দেবী আসবে। কালী আসবে, না দুর্গা, না শিব আসবে। এটুকু ভাববার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল জনগণ। সেই অবস্থায় আল্লাহ, একমাত্র আল্লাহ এদেশের মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

সাতচল্লিশ সালে হিন্দু ও বৃটিশদের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র থেকে এ দেশের মানুষকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। ৭৫ সালে একই ষ্টাইলে আগের চাইতেও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। এই আল্লাহকে কেন আপনারা অল্টারনেটিভ হিসেবে চিন্তা করেন না। যারা নিজেকে মুসলমান মনে করে, মোমিন মনে করে, তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা কেন? কেন আল্লাহর প্রতি আপনাদের আস্থা নেই? জীবন মৃত্যুর মালিক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ কি ৯০ এর দশকে এসে অসহায় হয়ে গেছে। নাকি আল্লাহ দুনিয়াটাকে ইবলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তো মনে করি আমার আল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েনি। আমার মালিক চির জাগ্রত, সব কিছু গভীর ভাবে নিরীক্ষন করছেন। আমি আমার ভাগ্যহত বিভ্রান্ত জাতিকে, আমার বদনসীব কওমকে মহান আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি একমাত্র খালেসভাবে আল্লাহর প্রতি

নির্ভরতায় আপনাদের বাঁচাতে পারে, আপনাদের জন্য মুক্তির দুয়ার উন্মোচন করতে পারে।

❐ *বাংলাদেশে তথাকথিত বাঙালী জাতিসত্তার মোকাবিলায় মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশে আপনি কোন কোন পদক্ষেপ নিবেন?*

- আপনার প্রশ্নটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্টে আসে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ইনকারেকট টার্ম। কেননা আপনারা মুসলমান হয়েছেন কি হননি এটাতো আল্লাহর ব্যাপার। মোমিন যারা আছেন উম্মতী মোহাম্মদী যারা আছেন, তারাতো মুসলিম উম্মার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এরপরও কথা আছে, কোরআনে বলা আছে যে মানব জাতিকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জন গোষ্ঠীর পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কবিলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোরআনের ভাষায়- 'হে মানবমন্ডলী। এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদের নানা গোত্র নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।' -(আল হুযরাত-১৩)

আমাদের এখানে বাঙালী আছে, কেউ পাঞ্জাবী আছে, কেউ বিহারী আছে, কেউ আরবী, কেউ কুয়েতী আছে, অনেক রকমের অনেক ধরনের জাতি রয়েছে। বাঙালী যে জাতি আছে তারা হল, যেসব মুসলমানরা এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল তারাই নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিল বাঙালী বলে। বৃটিশ শাসনামলে কানপুর এবং ভারতের অন্যান্য পশ্চিম অঞ্চল থেকে যে সব অমুসলিম বৃটিশদের অনুগত ভৃত্য বা দালাল আমাদের এ অঞ্চলে এসেছিল, তারাই আমাদের বাঙালী নামটা হাইজ্যাক করে নেয়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের পরে চরম পর্যায়ে এ ষড়যন্ত্র অব্যাহত ভাবে চলছে। একাত্তরের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার নাম বদলে বাংলাদেশ, বাঙালী নাম বদলে বাংলাদেশী হলো। কিন্তু কেন? এটাও ছিল ষড়যন্ত্র। আমাদেরকে ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র, বর্ণ হিন্দুদের ইতিবাচক ষড়যন্ত্র। আমাদের যে আদি আইডেন্টিটি ছিল, আমাদের যে ঐতিহাসিক পরিচয় ছিল মোমিন হিসাবে, এই পরিচিতিটা পাকিস্তানকে আমরা দিয়ে দিলাম। আমাদের অরিজিন্যাল বাঙালী আইডেন্টিটিটা আমরা দিয়ে দিলাম পশ্চিম বাংলার ভারতীয় নাগরিকদের। রেজাল্ট খুব মজার হয়ে গেছে তাই না? আমরা না এখন বাঙালী না আমরা এখন মোমেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার অরিজিনাল যারা মোমিন সেটেলার ছিল তাদেরই নাম ছিল বাঙালী। অরিজিনাল স্টেটের নাম ছিল Sultanate of Bengal. সালতানাত অব বেঙ্গলের অধিবাসী ছিল কারা? তারাই যে সব মোমিনরা এখানে এসে সেটেল্ড হয়েছিল। এটা হিন্দুদের নাম অথবা পরিচিতি ছিলনা কোন দিন। বাঙালী জাতি যেটা আছে। কারেক্টলি হল যে যারা মোমিন বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং যারা Decendent of Sultanate of Bengal তারাই প্রকৃতপক্ষে বাঙালী । যারা নন-মুসলিম রয়েছে বা ছিল তাদের পরিচয় ছিল হিন্দুস্থানী বলে। যারা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জাতি থেকে উদ্ভুত। বাংলা স্ক্রীপ্ট বর্ণমালা যা এখন আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লোবত্তরকালে সংস্কৃত পন্ডিতদের সহযোগিতায় সংস্কৃতির অক্ষরসমূহের

মূল কাঠামো দিয়ে আজকের এই বর্ণমালা তৈরী হয়েছে এবং তৎকালীন প্রচলিত মুখের ভাষার সাথে সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয় বাংলা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে। কিন্তু এটা আমাদের অরিজিনাল ভাষা নয়। যার সমস্ত কিছু আমরা এখনো ঠিকমত বুঝিনা। জবরদস্তিমূলক সংস্কৃত শব্দসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে বাঙালীদের অরিজিনাল ভাষায়। আর এটা বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে যখন এই বামপন্থী এবং দিল্লীর দালালরা ক্ষমতায় গেছে তখন থেকে চরম পর্যায়ে ভাষার আগ্রাসন এদেশের উপর চলছে। যেমন ওরা বলে জল আমরা বলি পানি। এভাবে আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন অজস্র শব্দ যার সাথে এদেশের জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। এমন সব শব্দাবলী আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের ভাষায় চালিয়ে দিয়েছে এবং দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ভারতের দালালরা। সত্যিকার বলতে গেলে আমরা জাতি হিসাবে বাঙালী কেননা আমাদের পূর্ব পুরুষরা যারা এখানে এসেছিল তাদেরকে এই জমিন আল্লাহ দিয়েছিলেন। তারা এটাকে চাষ আবাদ করতো । বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলসমূহ থেকে আসা মুসলিম জনগোষ্ঠী, এদেশের মাটি, পানি, আলো বাতাসে একাকার হয়ে যায় এবং এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুসলমান একই নামে পরিচিত হওয়ার জন্য স্যোশাল আইডেনটিটি সিলেক্ট করে। সেটা কি? বাঙালী। ইতিহাসে লেখা আছে ১২০০ সাল থেকে মুসলমানরাই এই আইডেন্টিটি বহন করছে আর কারো এই আইডেন্টিটি ছিলনা। হিন্দুস্থানে আর যে সব জাতি আছে যেমন ম্যারাঠা, শিখ, রাজপুত ইত্যাদি অনেক অঞ্চলের মানুষ, পৃথক পৃথক আইডেনটিটি বহন করছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের ছিল একটা স্পেসিফিক আইডেন্টিটি এই আইডেন্টিটি হাইজ্যাক করেছে হিন্দুরা । ঈমানদারী আইডেন্টিটি আমরা দিয়ে দিয়েছি পাকিস্তানীদেরকে । এখন আমরা ন্যাংটা হয়ে বসে রয়েছি। এখন আমাদের বুদ্ধিজীবী আর নেতারা তালে আছে আইডেনটিলেস এগার/বার কোটি যারা আছে তাদের শেষ করে দিলেও অসুবিধা নাই। এসুযোগে অনেকেই এখন ম্যাপটা মুছে দেয়ার ধুয়া তুলেছে। এদেশের ম্যাপটা মুছে দিলে আপনি যদি বলেন আপনি বাঙালী, বলা হবে- না, আপনি বাঙালী নন। হিন্দুস্থানে যারা আছে তারা বাঙালী কিন্তু কারেক্টলি তারা কি বাঙালী হতে পারে। তারাতো হিন্দুস্থানী, ভারতীয়, ইন্ডিয়ান তাই না।

☐ *বাংলাদেশের আদর্শ বর্জিত উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে মুসলিম জাতি সত্তার বিকাশে সহায়ক হতে পারে? নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা আপনার রয়েছে কি? আপনি এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নিতে চান?*

- প্রথম জিনিসটা হল এই যে ১৮৬০ সালে বৃটিশরা হিন্দুরা মিলে যে এই বাংলা স্ক্রীপ্ট বানিয়েছে এবং এর মধ্যে বহু শব্দ সংস্কৃত থেকে ঢুকিয়েছে সেটা আমাদের সত্যিকার মাতৃভাষা নয় । সেটা থেকে আমাদের পুরো জাতিটাকে হটানো লাগবে। আমাদের নিজেদের স্ক্রিপ্ট বানানো লাগবে, মালয়েশিয়া এবং তুরস্কের মত উদাহরণ সামনে রেখে প্রয়োজন বোধে আমাদেরকে রোমান স্ক্রিপ্টে যাওয়া লাগবে। আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে

হবে। আমাদের মধ্যে যেটা ট্রাডিশনাল ভাষা পরিভাষাসমূহ কোরআনের শব্দসমূহ যে সবের সাথে আমাদের গভীর পরিচয় আছে সে সবকে ব্যবহার করতে হবে। ভাষা is the living thing .Script যেটা আছে সেটাকে মডার্ন করা জরুরী বর্ণমালা সহজতর রোমান বর্ণমালাতে নিয়ে এলে সব চেয়ে ভাল হয়। দ্বিতীয়ত গণশিক্ষার এমন ব্যাপক বিস্তৃত কর্মসূচী নেয়া হবে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে ১০ কোটি মানুষ যেন সবাই শিক্ষিত হতে পারে, বই পড়তে পারে, নিজের নাম লিখতে পারে, সাধারণ অংক করতে পারে, হিসাব কিতাব করতে পারে। এটা যদিও খুব ডিফিক্যাল্ট, তবে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে পুরো জাতিকে লিটারেট করে তোলা অসম্ভব এবং কঠিন ব্যাপার বলে আমি মনে করিনা। গ্রামার সহজ করা বর্ণমালা সহজ করা জরুরী। আমারটা কত সুন্দর সভ্য ভাষায় লিখলাম বা কতটুকু সংস্কৃত আমি জানলাম, That is not important to a farmer. সাধারণ মানষের কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সে পড়তে পারে লিখতে পারে মডার্ন টেকনিক্যাল বই পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে বাস আর কি? এটা তো একটা দিক হল, অন্য দিকটা আদর্শের প্রশ্ন, প্রতিফলন হতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এটা এ ধরনের করা যায়, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আরবী কমপালসারী করতে পারেন, আরবী পাস না করতে পারলে ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবেন না। কোরআন পড়া এবং তার তরজমা করা will be a part of your graduation paper, যদি আপনি কোরআন পড়ে তরজমা করতে না পারেন, তাহলে ব্যাচেলর ডিগ্রী, যে সাবজেক্ট হোক না কেন, আপনি পাবেন না। এটা করলেই আপনি দেখবেন ১০/১৫ বছরের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত যারা আছেন তাদের জন্য আরবী ভাষা এবং কোরআনকে স্টাডি করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবী যারা আছে তাদেরকে সত্যিকার ঈমানদার বুদ্ধিজীবী বানাতে পারবেন। ইউরোপে যত ইউনিভার্সিটি ছিল এমনকি ১০/১৫ বছর আগে পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য ল্যাটিন কম্পালসারী স্ট্যান্ডার্ড ছিল। হাইস্কুল থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অথবা কেমব্রিজে পর্যন্ত যদি টেস্ট একজাম দিতে যেতেন ল্যাটিনই যদি না জানতেন তাহলে আপনাকে ল্যাটিন পরীক্ষা দিতে হত, অংক পরীক্ষা দিতে হত এবং তাদের লোকাল ভাষা যেটা আছে এই তিনটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দিতে হত ইউনিভার্সিটি প্রবেশের জন্য। অনুরূপ এখানেও অংক, স্থানীয় ভাষা এবং এরাবিক যদি ইউনিভার্সিটি প্রবেশের জন্য পরীক্ষা দেয়া লাগে তা হলে আপনি অধিকাংশ কি পাবেন? যারা খেটেছেন, তারা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অরিজিনাল আরবী পড়তে পারেন, এরাবিক এর মধ্যে যে শিক্ষা, ল ফিলসফি কানুন এ ছাড়াও আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সব জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর ছিলেন, সে সব জানার জন্য সোর্স বুকে যেতে পারেন। পশ্চিমারা যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুতে পারে তাহলে কেন আমাদের আদর্শ সমুন্নত করার জন্য এসব করতে পারবনা।

আমরা যদি ওয়েস্টার্ন ডিসকো ড্যান্স করতে পারি। পাশ্চাত্য দেশসমূহ যে ফর্মে উঠেছে ওটা ফলো করতে আমাদের অসুবিধা আছে? না ওটা ফলো করব না। ন্যাংটা- ডিসকো ড্যান্স করা আর মদ খাওয়াই শিখব।

শিশুকাল থেকে লেখাপড়ার মধ্যে আদর্শিক প্রতিফলন থাকা উচিত। অধিকাংশ যে পিতামাতা যারা আছেন, সবাই চান, তাদের ছেলে মেয়েরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। নর্মালী আপনি যদি বিধিবদ্ধ নিয়ম করেন যে ইউনিভার্সিটিতে আরবী আপনার কমপালসারী পেপার হবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে ঐচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক যা ইচ্ছা করেন স্কুলের মধ্যে আরবী বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আপনি যদি বলেন ডাক্তার ইন প্রাকটিস্ করতে গেলে আরবী না থাকলে আপনি পারবেন না। আপনি বিলাত থেকে MBBS করে আসেন আপনি এখানে প্রাকটিস্ করতে পারবেন না। কেননা আপনার পরীক্ষা নিতে হলে জিজ্ঞাসা করা হবে- আপনি আরবী জানেন কি? আপনি ইবনে সিনার কানুনটা পড়ে অনুবাদ করতে পারবেন কিনা? না পারলে তখন লটকে যাবেন। ডাক্তারী প্রাক্টিস্ করতে পারবেন না। আপনি যদি এটাই কমপালসারী করে দেন যে বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষিত মানে আরবী জানা লাগবে ইউনিভার্সিটি লেবেলে। আপনি যদি ইউনিভার্সিটি না পাস করতে চান। আপনাকে বাধ্য করা হবে না, দেয়ার ইজ নো কম্পালশন, দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তি নেই। তখন একটা ইন্ডাকশন হয়ে যাবে যে স্কুলের মধ্যে ও বিগিনিং থেকে আরবী পড়া শুরু হয়ে গেছে। কেননা। এটা সবাই বুঝবে যে ১০ বছর পর ইউনিভার্সিটি গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে। অতএব আরবীটা পড়াই ভাল। দ্বিতীয় জিনিসটা হল কন্ট্রাডিকশন। বাংলাদেশে মাদ্রাসা স্কুল, দুটো ভিন্নমুখী স্রোত একটা তামাশা। কেননা মাদ্রাসা মানে স্কুল মাদ্রাসা মানে কলেজ মাদ্রাসা মানে ইউনিভার্সিটি। এই দুই কন্ট্রাডিকশন রাখতে আমি মোটে ও রাজী নই। একটাই সিস্টেম থাকবে।

প্রাইমারী স্কুল নিয়ে আপনারা মাতামাতি করেন। বাংলাদেশে মসজিদের কোন সর্টেজ নেই। মসজিদের মধ্যে ফজরের নামাজ এবং যোহরের নামাজ হয় তার মধ্যে অনেক ঘন্টা মসজিদ খালি পড়ে থাকে। মসজিদের মধ্যে লেখাপড়া কোন অসুবিধা আছে? এটা এবাদত না? মনে রাখবেন মদিনায় রসুল (দঃ) অনেক শত্রুকে মাফ করে দিয়েছেন যদি কোন বন্দী ৩টা মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর অঙ্গীকার করতো। মসজিদ যেমন খালি পড়ে থাকে, এখানে কয়েক শো ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো রহমতের কাজ না? আপনারা বলতে চান রসুল (দঃ) কিছুই জানতেন না? মওলানা সাহেবরাই বেশী জানেন। এমন কোন গ্রাম আছে বাংলাদেশে যেখানে মসজিদ নেই। আপনার প্রাইমারী স্কুলের কি অসুবিধা? আর টিচার? ন্যাশনাল সার্ভিস চালু হলে আপনারা লাখ লাখ টিচার পাবেন। লাখ লাখ শিক্ষিত যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের ধরে ধরে টিচার বানিয়ে এদেশের মানুষকে শিক্ষিত করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

সিলেবাস প্রসঙ্গে

বই-পুথি সিলেবাসের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় সব কিছু বাতিল করা হবে। আমি যেটা বিশ্বাস করি বেসিক পানচুয়েলিটি। পড়া লেখার মধ্যে কি দরকার? রিডিং, রাইটিং, এরিথমেটিক্স। লেখা পড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা এবং কোন একটি প্রাকটিক্যাল কাজ জানা। হাইস্কুলের মধ্য থেকে যারা পাস আউট করেন তারা যদি হাতের কাজ না জানে

তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে না। আপনার পড়া লেখা রিডিং, রাইটিং, এরিথমেটিক্স, অংক করা ঠিকমত লেখা এবং যা কিছু আছে এটা পড়া এই কটা আইটেমের মধ্যে কমপালশন এবং প্রাকটিক্যাল কোন একটা কাজ, কৃষি কাজ হোক, লেদ মেশিনের কাজ হোক, কোদাল বেলচির কাজ হোক, কার্পেন্টারের কাজ হোক, ওয়েল্ডিং -এর কাজ হোক সব স্কুলের মধ্যে পলিটেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ঢুকাতে হবে। প্রত্যেক স্কুলের মধ্যে প্রাকটিক্যাল সাবজেক্ট অবশ্যই ছাত্রদের করতে হবে। ইউনিভার্সিটি না গেলেও আপনি যদি হাইস্কুল পাস করেন, সেকেন্ডারী স্কুল পাস করেন, আপনি যেন কোন কাজ করে খেটে আয় করতে পারেন। আজকাল যেসব বৃত্তিমূলক কাজ it is not difficult. স্কুল থেকে এগুলো শেখাতে পারেন।

উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে

অনেকের জীবনে উচ্চশিক্ষা অর্থহীন পাঠ মাত্র। উচ্চশিক্ষা যে কোন ব্যক্তিকে দেবার পক্ষপাতি আমি নই। প্রথমত আপনি যদি ন্যাশনাল সার্ভিস না করেন তাহলে উচ্চ শিক্ষায় যেতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, হাইস্কুলে আপনি পাস করলেন কি করলেন না দ্যাট ইজ নট দি ইস্যু। ইউনির্ভাসিটিতে যেতে হলে আপনাকে এন্ট্রান্স এক্জাম দিতে হবে। তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির মধ্যে নিজের বাপের টাকা পয়সা খরচ করে আপনি পড়তে চান, তাহলে বিলাতে পড়তে যে খরচ লাগবে ঐ পয়সা সংশ্লিষ্ট কলেজ বা ইউনিভর্সিটিকে দিতে হবে। আর যাদের যোগ্যতা আছে ন্যাশনাল সার্ভিসের ক্যাডেট হিসাবে তাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে। শর্ত, যেহেতু পাবলিকের পয়সা দিয়ে ক্যাডেট হিসাবে আপনাদের পড়া লেখা হচ্ছে। লিখ থাকবে, যে পড়া লেখা আপনি করছেন এটাকে প্রাকটিক্যাল ফিল্ডে এ্যাপ্লাই করা। আপনি এটা অনেকটা স্টেশন কন্ট্রোল বলতে পারেন। উচ্চশিক্ষা যে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা নেই ডিগ্রি পাস করতে হবে, এটা চলবে না। এধরনের বিদ্যা বিলাস এবং অপচয়ের পথ বন্ধ করা হবে। আর একটা কথা হল সেকেন্ডারী স্কুল পাস করেই যে উচ্চশিক্ষা নিতে হবে এমনটিও আমি রাখছিনা। কেননা আপনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ন্যাশনাল সার্ভিসে গেলেন, প্রাকটিক্যাল কাজ শিখানো হলো। তারপর যে কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে যে কোন সময়ে এপ্লাই করে ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে পারবে। বয়সের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ধরুন, আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে চান। পয়সা নেই। আপনি ইনসিরিয়াল গেলেন ওখানে ২ বছর স্টাডি করলেন। বের হলেন। ওভারসিয়ার থাকলেন, চার বছর ফিল্ডে কাজ করলেন, আবার স্কলারশিপ নিলেন, ইউনিভার্সিটি গেলেন আবার ২ বছর পড়লেন। তারপর আপনি ইঞ্জিনিয়ার হলেন। আবার ফিল্ডে কাজ করলেন, আবার ৫/৭ বছর পর মাস্টার ডিগ্রি পড়তে গেলেন। মাস্টার ডিগ্রী তাদের দেয়া হবে যারা টিচার হবেন। PhD তাদের দেয়া হবে যাদের রিসার্চ থাকবে। এছাড়া নরমালী গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী যথেষ্ট। মাস্টার ডিগ্রি যার মানে হল শিক্ষক হওয়া মাষ্টার

হওয়া। যারা রিসার্চ করবেন তাদের মাস্টার ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। গ্রাজুয়েশনের পরেই জয়েন করবেন রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট হিসাবে। তারা যদি সত্যিকার রিসার্চ করতে পারেন তাহলে সংশ্লিষ্ট কাজের উপর তাদের পিএইচডি দেয়া হবে। ভেরী ক্লিয়ার কনসেপশন এবং ভেরী সিমপল। এখন সব কিছু জগাখিচুরি বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমি বুঝিনা কেন এ জগা খিচুরি!

☐ ***বাংলাদেশের মিডিয়া রেডিও-টিভি মুসলিম জাতিসত্তা ধ্বংসের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। এসবকে জাতিসত্তা বিকাশের সহায়ক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ নিতে চান?***

- মিডিয়াকে এদেশে হাইলি সেন্ট্রালাইজ কন্ট্রোল করে রাখা হয়েছে এতে হয়েছে, কি জানেন, কয়েকজন বামপন্থী চরিত্রহীন নীতিহীন ব্যক্তি যারা বিদেশী দালাল ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে এসব কন্ট্রোল করছে। আমার কনসেপ্ট হল এসবকে বিকেন্দ্রীকরণ করে দেয়া। আমি যেটা বলেছি বর্তমান প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করে ৯টা জোনে ভাগ করতে হবে। আমি মিডিয়াকেও অনুরূপ বিকেন্দ্রীকরণ করার পক্ষপাতি। এটা থেকে উত্তম রেজাল্ট বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয়। এটার মধ্যে জনগণের পার্টিসিপেশন বেশী থাকলে ধান্দাবাজির অবকাশ থাকবে না। আর এদেশে বামপন্থী বিদেশী দালাল এবং পঞ্চমবাহিনী চক্রের হোতারা জণগণের তোয়াক্তা না করে মিডিয়াকে কন্ট্রোল করছে। এটা সম্ভব হচ্ছে সরকারী ছত্রছায়ায় থেকে এবং দেবীদের আঁচলের আড়ালে থেকে।

এদের যদি সরকারের প্রটেকশন না থাকত, তাহলে অনেক সময় মনে হয় বিটিভি রেডিওকে জনগণ পুড়িয়ে দিত এবং যারা এসব তামাশা করেন এদেরকে জনগণ পিটিয়ে শেষ করত। এরা সদর্পে ঠিক আছে কেবলমাত্র সরকারের প্রটেকশনের জন্য। সরকারী প্রটেকশন যদি না থাকত আমার বিশ্বাস হয় না আল্লাহর সঙ্গে যারা ষড়যন্ত্র করেন ধান্দাবাজি করেন তাদের এত সাহস হত। এ কারণেই তো বলি আমাদের সরকার যারা আছেন তারা আল্লাহর শত্রু। তার কারণ আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেন, মোমিনদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেন, তাদেরকে তারা প্রটেকশান দেয় কেন? আফটার অল জনগণেরই যদি সরকার থাকে আর জনগণ যদি মোমিন হয় তাহলে They are supposed to protect the rights of the Momin not the rights of Munafekins and Kafer জনগণ মানেই এখন হয়েছে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী সেলফ লেভেল্‌ড নীতিহীন নেতা। এদেরকেই তারা মিন করে জনগণ। এরা একজন চিৎকার করলে সেটাকে প্রচার করা হচ্ছে এমন ভাবে যেন এক কোটি মানুষ চিৎকার করছে। ১০ জনের চিৎকার ১০ কোটি মানুষের আওয়াজ বলে এরা উপস্থাপন করে। এদের সাথে ১০ কোটি জনগণের কোন তালুকাত নেই। আসলে মিডিয়া সম্বন্ধে শেরে বাংলার ধারণাটাই ঠিক। দেশের অধিকাংশ মানুষের সাথে মিডিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

❐ *সাংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে কলমের স্বৈরাচারিতা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?*

- আমরা যে সিস্টেমটার কথা বলেছি এটা অধিকার কেন্দ্রিক নয়, দায়িত্বকেন্দ্রিক। কেননা আপনি যদি ঈমানদার হন, তার মানে আপনার বায়াত আল্লাহর সাথে অর্থাৎ আপনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন, তার নির্দেশে পরিচালিত হবেন। এছাড়াতো আপনার অধিকার চাওয়ার কিছু নেই। আপনি যখন আল্লাহকে মুনিব মানেন, আপনি যখন তার গোলাম হন তখন আপনার ডিউটি ইমপর্টেন্ট না আপনার অধিকার ইমপর্টেন্ট? আপনার এই যে কলমের অধিকার, এই অধিকার নিয়ে এদেশে বরাবর কতিপয় চেনামুখ এবং একটা বিশেষ শ্রেণী মাতামাতি করে আসছে। এই বিশেষ চিহ্নিত গোষ্ঠিতে রয়েছে যারা, তারাতো আল্লাহই মানেন না। আপনার কাজটা কি? অসত্য, অসুন্দরের বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লেখা, জটিলতার জাল ছিন্ন করে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা। এ না করে যদি উল্টোটা করেন, আপনার খেয়াল খুশীমত লেখেন, কলমের স্বাধীনতার নামে, কলমের অধিকারের নামে যদি আপনার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকট হয়ে ধরা পড়ে; আপনি যদি জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে সংহতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে খেলা করেন তাহলে আপনার প্রতি প্রশাসনের আচরণ কেমন হওয়া সংগত মনে করেন? ধরুন এখানে যদি আল্লাহর শাসন কায়েম হয় তাহলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার জন্য, সত্য বিকৃত করার জন্য আপনার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়-দায়িত্ব এসে যাবে সমকালীল প্রশাসনের উপর। আপনারা অধিকার নিয়ে লাফালাফি করবেন আর দায়িত্ব পালন করবেন না, এমন কিছুকে মোটেও বরদাস্ত করা হবে না। উইদাউট দায়িত্ব নো অধিকার, আল্লাহ মানব জাতিকে একটাই অধিকার দিয়েছে যে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহকে গ্রহণ করতে পারো অথবা বর্জন করতে পার। বাংলাদেশে যদি এ নিয়ে রেফারেন্ডাম গণভোট করতে চান, এটাই বলতে পারেন রেফারেন্ডামে, যে আল্লাহ আপনাদের এই অধিকার দিয়েছেন। আপনারা বলতে পারেন যে আমরা আল্লাহকে মানি। যদি আপনারা বলেন যে আমরা মানি না তাহলে আপনারা মোমিন অথবা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত রইলেন না। আর যদি বলেন যে আমরা মানি তাহলে আপনার জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ মানতে পারবেন না অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ, তার মানে, তার উপর নাজেলকৃত কোরআন এবং রাসুলের সুন্নাতসমূহ অনুসরণ করার দায়িত্ব এসে দাঁড়ায়। এতে মওলানা মসজিদ আগা মাথা কোনটা কিছু না। This is the first criteria to be a Musalman তখন আপনার প্রতি অবলিগেটারী ডিউটি এসে পড়ে।

যদি বলেন যে আপনি আল্লাহকে মানেন এবং আল্লাহর কোরআন ও রসুলের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করবেনা ফ্রড করবেন, তাহলে আপনি লিখে নেন- এ দুনিয়াতে আপনার উপর গজব নাজিল হবেই এবং ঐ দুনিয়াতে দোজখের সবচেয়ে তলায় যাবেন। আপনার দেশ লুটছে, দুর্ভোগ বাড়ছে, কাঁদছেন, হতাশায় ভুগছেন। কেন ভুগবেন না? একদিকে বলেন

যে আল্লাকে মানি আর বাস্তব ক্ষেত্রে করবেন তার উল্টোটা। আপনার অধিকার কে দিবে? আপনার দায়িত্ব আপনি কেরিআউট করবেন।

❐ এযাবত বাংলাদেশের কোন সরকার বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে স্বাধীন পথ অবলম্বন করেছে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি না করে থাকে তাহলে আমাদের বিদেশনীতি কি হবে?

- বিদেশ নীতির সাথে আমার কি সম্পর্ক। আমার প্রথম নীতি হলো আল্লাহকে ফলো করা। আল্লাহর Devine Policies Based আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারা আল্লাহকে মানে, কারা আল্লাহকে মানে না, এটার উপর নির্ভর করবে আমাদের সম্পর্ক বিদেশের সাথে। আমাদের সম্পর্ক না হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সাথে আমাদের কি বিদেশ নীতি হবে এমন প্রশ্ন হলেই সঠিক হত।

দেশ বলে তো কোন জিনিস নেই দেশ তো সবই আল্লাহর। সেখানে কাফের থাক মুনাফেক থাক অথবা মোমিন থাক সবই Belongs to Allah, according to our divine theory. তাহলে বলুন আমাদের সম্পর্কে হবে কার সাথে? কোন জাতির সঙ্গে? মোমিন, মোনাফেক অথবা কাফের কে কোন তালিকায় রয়েছে সে অনুযায়ী তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাত্রা নির্ণীত হবে। দুনিয়ার সমস্ত মোমিনদের সাথে সমমর্মিতার এবং আত্মিক সম্পর্ক বিরাজ করবে সব সময়। যারা মোমিন তারা আমাদের ভাই তাদের সাথে রিলেশন থাকবে এমন যেন একটি দেশ, যেন একটি সমাজ। যারা মুনাফিকিন আছে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ থাকবে। যারা মূর্খ জাহেল তাদের সাথে সম্পর্ক থাকবে সমবেদনার সম্পর্ক। তাদেরকে আল্লাহর পথে, হকের পথে, ইনসাফের পথে, আলোর পথে টেনে আনা আমাদের দায়িত্ব। কাফের মানে হচ্ছে অস্বীকারকারী, মূর্খ জাহেল। তাদের ঘিরে থাকে অজ্ঞানতা, অন্ধতা। তাদের অজ্ঞানতা অন্ধতা দূর করার সব রকম দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে যাবে। সাধারণভাবে মুনাফিকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে যুদ্ধের। তারা সব সময় আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলবে। যারা তাগুতী শক্তিতে পরিণত হয়। তাদের সাথে সম্পর্ক থাকবে যুদ্ধের, এটা তো আল্লাহর কোরআনের নির্দেশ। এটার মধ্যে কোন রকম সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সাথে মোমিনরা কোন অবস্থায় কোন তালুকাত রাখতে পারে না। কোরআনের মধ্যে আদেশ দেয়া আছে- হে মোমিনরা তোমরা যুদ্ধের অস্ত্র জোগাড় কর যুদ্ধের জন্য তৈরী থাক দরকার পড়লে একবেলা না খেয়েও যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, তোমরা জান না তোমাদের শত্রুকে আমি জানি। মোমিন যারা থাকবেন তারা সব সময় তৈরী থাকবেন আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য। তারা যদি তৈরী না থাকেন তাহলে তাদের নিজেদেরকে মোমিন বলা মোনাফেকী। কোন জাতি মোনাফেক হলে তাদের ব্যাপারে কোরআনের সতর্ক সংকেত দেয়া আছে- আল্লাহ বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন পথ রচিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নীতি ঠিক না

হবে। আমাদের বাংলাদেশে যে সব নেতৃবৃন্দ এযাবত ক্ষমতাসীন হয়েছেন তারা তো মোনাফেক। মোনাফেকদের যখন নীতি নেই তখন কেমন করে ভাবছেন যে বিদেশের সাথে সম্পর্কটা সঠিকভাবে গড়ে উঠবে। বিদেশী সরকারও একারণে তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। ভাবে এরা নীতিহীন, ভীরু। লাথি মারলে জী হুজুর করবে। আপনার গরীবত্ব কোন সমস্যা নয়, নীতিহীনতায় সমস্যা। প্রধান সমস্যা হল নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা। বিদেশনীতি বিজাতীয় নীতি দিয়ে কি হবে? এটা খেয়ালখুশী মত নির্ধারণের অবকাশ কোন ব্যক্তির থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে পুরো গাইডেন্স কালামে পাকে রয়েছে। মোমিন হিসাবে সেটা ফলো করার দায়িত্ব আপনার।

❒ মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষ করে পাকিস্তান ইরানের সাথে আমাদের কি ধরনের সম্পর্ক হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

- আমি আগেও বারবার বলেছি যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। যে দেশের মধ্যে মোমিন আছে, ঈমান ঠিকমত আছে তাদের সাথে যে সম্পর্ক হবে সেটা অমুসলিম দেশ থেকে ভিন্ন রকম। তারা অন্ততঃপক্ষে এটুকুতো অস্বীকার করবে না যে "লাইলালাহ ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ"। ওটা কমন থাকলে বাকি জিনিস কিন্তু মেকআপ করা যায়। ওদের সাথে এগ্রিমেন্টের প্রশ্নে অন্তত একটা কমন ফেক্টর কাজ করবে। যদি উভয়ের কোন একটা কমন নীতি না থাকে তাহলে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কি ভাবে? শুধু মাত্র টাকা পয়সা এবং অর্থনৈতিক কার্যকারণের উপর সঠিকভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। ইকোনোমিক রিলেশনশিপে সব মানবিকতা, ন্যায় নীতিবোধ এবং আদর্শ গৌন হয়ে স্বার্থটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্পর্কটা নির্ভর করবে অন দ্যাট ফ্যাক্টর- যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলেন, মোমিন বলেন, এবং আল্লাহর আইন, কোরআনের গাইডেন্স কতখানি ফলো করেন তার উপর। কোন জাতি কেমন, ঈমান কতটুকু আছে, এসবের উপর নির্ভর করবে আমাদের সম্পর্ক। এতবছর আমরা তো অনেক ছ্যাঁক খেয়েছি, ইসলামের নামে তো আমাদেরকে অনেকে অনেক কিছু দেখিয়েছে। ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব বলে কোন কথা নেই- পৃথিবীর সব দেশের সাথে সম্পর্ক হবে কোরআনের ক্রাইটেরিয়া দিয়ে। আমরা কোরআনের গাইডেন্স ফলো করব।

❒ রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন ও বার্মার আগ্রাসী মনোভাবের প্রশ্নে খালেদা জিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, আপনি কি এটাকে যথেষ্ট মনে করেন নাকি আরো কোন সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ ছিল?

- আপনি দেখেন, বার্মার মুসলমানদের উপর বার্মার সরকার যে অত্যাচার করল, এর জন্য বাংলাদেশ সরকার কি করেছে? পরোক্ষভাবে বার্মার সাথে সহযোগিতা করেছে। তারজন্য বলতে পারেন শুধু মাত্র ঐ ইস্যুর উপরই এই সরকার এবং নেতৃবৃন্দ গজবের জন্য গ্যারান্টেড হয়ে গেল। এই জন্য, এখানে যদি কোন মোমিন থাকে, কোন রকমেই এ সরকারকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। বলতে পারেন এদেশে কোন সরকার নেই।

আল্লাহর কোন রহমতও নেই। আল্লাহর রসুল এবং ইসলামের সাথে নেতৃবৃন্দের কোন সম্পর্ক নেই। বলতে পারেন খোদা বিবর্জিত, নীতিহীন, কাপুরুষ, বিদেশী এজেন্ট নেতৃবৃন্দ এদেশের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে।

দুরের যে সব দেশ আছে, তাদের ব্যাপারে না হয় আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতে পারিনা। পাশের বাড়ীতে একজন না খেয়ে আছে, আপনি পেট ভরে খাচ্ছেন ,আপনার এবাদত হয় না। পাশের বাড়ীতে আপনার চোখের সামনে একজনের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনি দেখছেন, আপনি প্রতিবাদ করছেন না, প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না। এটা গুনাহ। বলতে গেলে সর্বোচ্চ গুনাহ। আপনি ঈমানদার না? তবে আপনি দেখছেন না, অনেক দূরে কিছু ঘটছে আপনি জানেনই না, সে কথা ভিন্ন। এর জন্য আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু আপনি যেটা দেখছেন, কিছু করলেও করতে পারেন, অথচ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি বা আমরা মুসলমান বলার, মোমিন বলার যোগ্য নই। আমাদের পাশের দেশে প্রতিবেশীর বাড়ীতে যারা আল্লাহকে ডাকছেন, রসুলকে ডাকছেন তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে আর আপনি নীরব রয়েছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা নিজেকে আল্লাহর কাছে সাক্ষী দিচ্ছি যে আমরা মোনাফিকীন। আমরা দোজখের সব চেয়ে নিম্নস্তরে যাওয়ার উপযোগী। আমরা গজবের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য। কালামে পাকে মহান আল্লাহ মোমেনদের সতর্ক করে দিয়েছেন- 'হে ঈমানদার লোকেরা তোমাদের কি হয়েছে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়, তবুও তোমরা মাটির সাথে অচলায়তন হয়ে লেগে থাক, ... তোমরা যদি জেহাদে ঝাঁপিয়ে না পড় তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবে নিমজ্জিত করবেন এবং তোমাদের বদলে দিয়ে অন্য জনসমষ্টিকে ময়দানে নিয়ে আসবেন।' - (সুরা তওবা- ৩৮,৩৯)

❐ বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ বার্মা এবং ভারত যেভাবে মুসলমানদের নির্যাতন ও বিতাড়ন করছে সে সব প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

- জেহাদ। একটাই শব্দ। এই জেহাদ শব্দটির কোন বিকল্প নেই। জেহাদকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথও খোলা রাখা হয়নি। আপনার দেশের পাশে, আপনার ঘরের পাশে মুসলিম নরনারী আর শিশুর ওপর অত্যাচার হবে, রক্ত আর আগুনের মধ্যে তারা আর্তনাদ করবে, আর আপনার দিল্লী প্রভুর দিকে তাকিয়ে আপনি মুখ বন্ধ করে বসে থাকবেন, তারপরও বলবেন আপনি মোমিন আপনি মুসলমান?

রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্মভূমি থেকে জুলুম পীড়নের মুখে বিতাড়িত হতে হল আরাকান থেকে। আমরা কি করলাম? আমরা নীরব-নির্বিকার। কাশ্মীরের মুসলমানরা রক্তাক্ত হচ্ছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে কোথাও না কোথাও, বলতে গেলে প্রতিদিন

মোমিনদের রক্ত ঝরছে। আমরা কি করছি? আমরা প্রতিবাদহীন, পাথর হয়ে বসে আছি। মুসলমানদের বসতি থেকে বিতাড়ন উচ্ছেদ ভারতে নিত্যকার কর্মসূচী, বার্মার মুসলমানরা এখনও ঘর ছাড়া। আর আমরা জেহাদকে পরিহার করে সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে তাদের অনুগ্রহ কামনা করছি। কি বিচিত্র! এইসব নিপীড়িতদের সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হচ্ছে-'তারা সেই লোক, যাদের নিতান্ত অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে তাদের ঘর বাড়ী থেকে শুধু এই অপরাধের দরুন যে তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ।-'(সুরা হজ্জ-৪০)

কর্তব্যের তাগাদা দিয়ে মহান আল্লাহতায়ালা মোমিনদের আহবান জানাচ্ছেন- 'তোমাদের কি হয়েছে? এইসব পুরুষ নারী এবং শিশুদের জন্য তোমরা কেন আল্লাহর পথে লড়াই কর না- যারা দুর্বল বলে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে খোদা। এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে আমাদের মুক্তি দাও।' -(সুরা নিসা-৭৫)

কালামে পাকের এই উদ্বৃতির আলোকে কারো বোঝা কঠিন হবে না যে প্রতিবেশী দেশসমূহে মুসলিম নির্যাতন ও বিতাড়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কি নীতি হওয়া উচিত ছিল এবং কোন নীতির উপর এদেশ দাঁড়িয়ে আছে।

❑ ***বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারতের সার্বক্ষণিক তৎপরতা, বাংলাদেশকে খন্ডিত করার লক্ষ্যে তথাকথিত শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি আন্দোলনকে মদদ দান, ফারাক্কা, তালপট্টি প্রশ্নে আপনার বক্তব্য কি হতে পারে?***

- আমার বক্তব্য হলো এই বাঙ্গালী মোমিন জাতি কে আল্লাহ যে জায়গাটা দিয়েছিলেন এই জায়গাটা আমরা যদি নিরাপদ না রাখি তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে চরম। ইসরাইল এখন যুদ্ধ করছে ইব্রাহীম (আঃ) মুসা (আঃ) তাদের কে কোন জমিনটা দিয়ে গিয়েছিলেন? আমাদের পূর্ব পুরুষদের আল্লাহ যে জমিটা দিয়েছেন সেটার আমরা ৭০ শতাংশ ভারতের কাছে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বড় বড় বক্তৃতায় লম্বা লম্বা কথা বলেন, কিন্তু এই যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? কোথায় শেষ হলো এখন পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা বিহার আসামকে স্বাধীন করতে পারেননি। আপনি ফারাক্কা, চাকমা ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে বিব্রত। তারাতো আঙুল দেবেই। আপনার লিগ্যাল প্রাপ্য যখন আপনি নেন না তখন আপনার উপর চাপতো থাকবেই। আজকে আপনার জমিন নিয়েছে, কালকে আপনাকে আপনার বাড়ী থেকে বের করে দিবে। এটাই হলো পৃথিবীর নিয়ম। যে জাতি তার নিজের অধিকার, নিজের জমিন ধরে রাখতে পারেনা সে জাতি তার নিজের নামও ধরে রাখতে পারবে না, জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমার কনসেপ্ট হলো ফরাক্কা Belongs to us, Tripura belongs to us, Assam belongs to us- all of these belongs to us. এখানে বসে বসে আপনারা কিসের বিতর্ক করছেন। আমি তো বললাম ভারতের সাথে যদি ওয়ার পলিসিতে না যান এ জাতি টিকবে না, বাঁচবে না। না খেয়ে খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে।

❒ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করার লক্ষ্যে মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে কনফেডারেশন অথবা সামরিক জোট গঠনের সম্ভাবনা কি আপনি দেখেন?*

-বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কৃত্রিম অবস্থানে এসে পড়েছে। এই যে বাঙালী মোমিন, বাঙালী জাতি, এ জাতির স্বাধীনতা আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না। যদি এদেশের মুসলমানরা, মোমিনরা আল্লাহর রশি আঁকড়ে না ধরেন তবে তাদেরকে সহযোগিতা করবে কে? কে মদদ দিবে তাদের? পৃথিবীর পুরো সুপার পাওয়ারগুলোও যদি আপনাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবেন না। সোকল্ড কৃত্রিম একটা দেশ বানিয়ে, নাম বানিয়ে, ঝান্ডা উড়িয়ে লাফালাফি করলেই আপনার দেশ বাঁচবে না, আপনি বাঁচবেন না। যারা সত্যিকার মোমিন তারাই স্বাধীন। কি সব রীতি নীতি কনফেডারেশন - কি বলেন এসব কিছু না। মোষ্ট ইমপর্টেন্ট হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।'

❒ *সাত জাতিভুক্ত সার্ক কি কোন ভূমিকা রাখছে অথবা রাখতে পারবে বলে মনে করেন?*

- আমি তো সার্ককে K দিয়ে লিখি। এটা দিল্লীর সার্ক। উপমহাদেশের মধ্যে আর সব জাতি হলো খাদ্য, দিল্লীর খাদ্য। সার্ক হল ছোট ছোট জাতিদেরকে খাওয়ার জন্য। সার্ক দিয়ে আপনার কিছুই হবে না। দিল্লী যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক নীতি বহাল থাকবে। মনে রাখবেন দিল্লী ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর হেড কোয়ার্টার এবং এখন যারা দিল্লীর সরকার আছে তারা নব্য সাম্রাজ্যবাদীর দালাল এবং দিল্লী তাদের হেড কোয়ার্টার। দিল্লীর অধীনে ভারতের কোন এলাকা স্বাধীন নয়। আমাদের স্বাধীনতা আমরা তো মানে একটু এ্যাডভান্স বলতে পারেন। উপমহাদেশের মধ্যে অনেক জাতি আছে যারা কাঁদছে; অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম নিপীড়নের মধ্যে নিঃশেষ হচ্ছে। আমাদের প্রতি আল্লাহ রহমত করেছেন, ঈমান দিয়েছেন। আমাদের ডিউটি হল-ঈমানের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের সত্যিকার স্বাধীন করা এবং আমাদের আশেপাশে যে সব নিপীড়িত জনগোষ্ঠী মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে, দিল্লীর অক্টোপাশ থেকে বাঁচবার জন্য সাহায্য কামনা করছে তাদের সাহায্যের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। যদি আমরা সত্যিকার মোমিন হয়ে থাকি তাহলে আমাদের দায়িত্ব হল এই উপমহাদেশে সমস্ত জাতিকে স্বাধীন করে দেয়া এবং আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। ঐ অবস্থায় পুরা উপমহাদেশে এক আল্লাহর সোভারনিটিকে সামনে রেখে কনফেডারেশন হতে পারে।

❐ *সাহিত্যের নামে পর্ণোগ্রাফীর অবাধ বাজার সৃষ্টি সাংস্কৃতির নামে উলঙ্গতা এবং বেহায়াপনার বৈধতা দান যা জাতীয় চরিত্র হননে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র বলে অনেকে মনে করেন। এব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য রয়েছে কি?*

-নৈতিকতা বিবর্জিত অপসাংস্কৃতির অনুশীলন এবং এর সম্প্রসারণ একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কোন জাতির আদর্শিক ভিত্তি দুর্বল হলে অপসংস্কৃতির সম্প্রসারণ হয় দ্রুত। এদিয়েই আবেগপ্রবণ তরুণ সমাজকে বিকৃতির দিকে ধাবিত করা সম্ভব হয়। অপসাংস্কৃতির অনুশিলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র তরুন সমাজ ধীরে ধীরে ইতিহাস বিস্মৃত দায়িত্বহীন, কর্মবিমুখ এবং আত্মসর্বস্ব ও ভোগবাদী হয়ে উঠে। জাতির অভ্যন্তরে নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তাদের আধিকাংশই সোকল্ড নীতিহীন নেতা, বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী। তাদের কায়েমী স্বার্থের বুনিয়াদ নিরাপদ রাখার জন্য তারা অপসংস্কৃতির অনুশীলনে তৎপর থাকে। আপনি কি করবেন? আপনার প্রথমেই সব কিছু গলদ এসব তো করা হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে। জাতির ভবিষ্যত, জাতির আগামী দিন যাদের ওপর নির্ভর করবে সেই সব যুব সমাজের চরিত্র হনন করে সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যেইতো সংস্কৃতির নামে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনার প্রসার ঘটানো হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। পুরাতন নীতিহীন নেতা ও বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী যারা আছেন তারা তো বুড়ো হয়ে বিদায় নিতে বসেছেন। আগামী দিন এদেশটাকে দুর্নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে বাখার জন্য নীতিহীন নেতা বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরনের জন্য বিদেশী চক্র ব্যাপকভাবে সে সব সাহিত্যের প্রসার ঘটাচ্ছে।

যুবকদের চরিত্রহীন এবং মানসিকভাবে দেওলিয়া করে ফেলা সম্ভব হলে জাতি গোলামে পরিণত হবে এবং জাতির কোন ভবিষ্যত থাকবে না। এব্যাপারে রসুলে পাকের নির্দেশ কি? তিনি বলেছেন- 'যে খোদার মুষ্টিতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে সৎ এবং ন্যায় কাজ করতে হবে, অন্যায় এবং পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখতে হবে এবং পাপী ও অন্যায়কারীর হস্তধারন করে, শক্তি প্রয়োগকরে তাকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় খোদার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী পাপী ও বদকারের প্রভাব তোমাদের উপর পড়বে। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ন্যায় তোমরাও অভিশপ্ত হবে।' বলুন এরপর আপনার কি বলার আছে? জেহাদ এবং বিপ্লব ছাড়া আপনার জন্য ভিন্ন পথ খোলা আছে কি? আপনার সন্তানদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনার পরিবেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি নিজেই বুঝবেন যে, কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারীরা কতদূর সফল হয়েছে। কত দ্রুত সমাজটাকে গ্রাস করছে। এখনো আপনারা প্রতিবাদহীন, প্রতিরোধের কথা ভাবতেও চেষ্টা করছেন না! আপনি বিশ্বাস করুন, এখনো যদি এই সবের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ান, দুস্কৃতির বিরুদ্ধে শপথ যদি না নেন, আপনার তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। নাজাতের পথ রুদ্ধ হবে। আপনিও তাদের মত অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হবেন। ধ্বংসই হবে এ জাতির শেষ পরিণতি।

❐ *যে সব বুদ্ধি জীবী এই মাটি এ আবহাওয়ায় লালিত হয়ে এদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার সবরকম চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, এই মাটিতে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বিকাশের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, এমনকি রাজনৈতিকভাবে ভারতের সাথে একাকার হওয়ার সবক দিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে সরকারের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল?*

এইসব আব্দুল্লা বিন ওবায়ের মত মোনাফিকীন যারা আছে তারা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হত যদি কলেমাটাকে আমরা বুলন্দ করতে পারতাম। কিন্তু এরা সব সময় আব্দুল্লাহ বিন ওবায়ের মত সমগ্র জাতিকে ঠকানোর চেষ্টায় আছে। এরা সব সময় বিভিন্ন পলিসি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাহেল যুগের নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের মত এরা বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করে এভাবে - 'আমরা আল্লাহকে মানতে রাজী আছি, তোমরা ৩৬০টি বুত সংরক্ষণের অধিকার মেনে নাও। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করি।' ফ্যাসাদ তো এখানেই এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছেন- 'ওরা কামনা করে তারা যেমন কুফরী অবলম্বন করেছে তোমরাও যদি অনুরূপ কাফের হতে তাহলে তোমরা ও তারা সমান হয়ে যেত। অতএব এরূপ অবস্থায় তাদের মধ্য থেকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবেনা- যতক্ষন না তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করছে। যদি তারা এই নীতি গ্রহন না করে, তাহলে তোমরা তাদের পাকড়াও কর এবং তাদের হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদের পাবে। আর তাদের মধ্য থেকে কোন লোককে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহন করেবেনা। কাউকে সাহায্যকারী রূপেও নয়।' - (সুরা নিসা-৮৯)

এখানে যদি আনকমপ্রোমাইজিং লিডারশীপ গড়ে ওঠে তাহলেই কেবল আপনারা এদের গভীর ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচবেন। তা না হলে আপনার পরিবেশ আপনার ঘর এবং আপনাকে সহ বিভ্রান্তির তমসা গ্রাস করবে। আপনি পালিয়েও বাঁচবেন না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' এই একমাত্র কলেমার ওপর ভিত্তি করেই আপোষহীন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গীটা হতে হবে এমন আমরা কোন ইলাহকে মানিনা, সমস্ত ইলাহকে অস্বীকার করি এবং এক মাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করি। মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহর রসুল মনে করি। তার মাধ্যমে আদিষ্ট আল-কোরআনকে রিসালা মনে করি। তোমার যদি এর ব্যতিক্রম কোন ভাবনা থাকে তাহলে তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে যাব। তাছাড়া আমাদের সাথে তোমাদের কোন তালুকাত নাই। এরপরও তোমরা যদি কোন ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র কর তাহলে তিনবার ওয়ার্নিং দেয়া হবে। তারপর কোরআনে যে আদেশ আছে ফ্যাসাদকারীদের জন্য ঐ আদেশটা বলবত করা হবে। মোমিনদের জন্য কোরআনের নির্দেশ ফলো করা ফরজ। আর এই ফরজটা না ফুলফিল করলে মোমিনদের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত সবই ফালতু। আল্লাহর কোরআনের মধ্যে আছে তোমাদের অনর্থক কাজ করে লাভ নেই। তোমাদের জন্য যে ফরজ দেয়া হয়েছে সেটা যদি না কর, অনর্থক আল্লাহর সাথে প্রহসন করে কি হবে? মোনাফেকদের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত আবার কি? পরিষ্কার আদেশ দেয়া

আছে ফ্যাসাদকারীদেরকে ৩ বার ওয়ার্নিং দাও তারপর কোরআনের নির্দেশ মত যা করা দরকার তাই কর। যদি কোন সরকার তা না করে তাহলে সে সরকার পরিষ্কার সাক্ষী দিচ্ছে আল্লাহর কাছে যে তারা হয় মোনাফেক নয়তো তাগুত। তারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ। আল্লাহর সাথে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ তাদের পরিণতি কি হয়? মুজিব সাহেবকে দেখেন; জিয়াউর রহমান সাহেবকে দেখেন, নাজিমউদ্দিন রোডের এরশাদ সাহেবকে দেখেন, তাদের কি পরিণতি হয়েছে? খালেদা এগিয়ে চলছে একই পরিণতির দিকে। হাসিনার জন্যও অপেক্ষা করছে অভিন্ন পরিণতি। দুনিয়ার রাজনৈতিক ক্রীতদাস, দালাল, বিশ্বাসঘাতকরা আবর্জনার ভাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই নির্মম সত্যের সূত্র ধরেই ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছে আজ অবধি। আল্লাহর সাথে মস্কারী করে কোন সরকারই টিকে থাকেনি টিকে থাকতে পারেনা।

❐ ***স্বাধীনতার ২৩ বছর পর স্বাধীনতার সপক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তিকে নিয়ে মাতামাতিকে আপনি কিভাবে দেখেন। জনগণকে বিভক্ত করে রাখার মূলে কারা রয়েছে এবং কেন?***

-যারা স্বাধীনতার সপক্ষ বিপক্ষ শক্তি নিয়ে মাতামাতি করে তারা অধিকাংশেই হল ইন্ডিয়ার দালাল। তাদের মূল ষড়যন্ত্র হল ১০ কোটি মূসলমানকে ইন্ডিয়ার গোলামীতে সক্রিয় করে দেয়া। স্বাধীনতা তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা স্বাধীনতাকে সুসংহত করাও তাদের লক্ষ্য নয়। সত্যিকার স্বাধীনতার উদ্দেশ্য থাকলে পশ্চিম বাংলাকে কেন স্বাধীনতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। তাদের স্বাধীনতা এটাই ছিল যে পাকিস্তান আর্মিদের তাড়িয়ে দিয়ে, আল্লাহকে বিতাড়িত করে, জনগণের নিকট থেকে ইসলামকে কেড়ে নিয়ে এদেশটিকে ভারতের গোলামে পরিণত করা। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে চেঁচামেচি করছে তারা ওপেন পাবলিকের সামনে সাক্ষী দিচ্ছে যে তারা দিল্লীর সৈনিক তারা পঞ্চম বাহিনী। ওরা একথা বোঝাতে চাচ্ছে- 'আমাদের দায়িত্ব আছে এ জাতির ঘাড় ধরে ভারতের গোলামীতে নিয়ে যাওয়ার।' কিন্তু জেনে রাখুন এ জাতি কোন সময় দিল্লী বা ইসলামাবাদের গোলামীকে কামনা করেনি। এ জাতি সব সময় চেয়েছে আল্লাহর আইন মোতাবেক জীবন ধারন করতে। আল্লাহর গোলামীকেই কামনা করেছে তারা। চল্লিশ দশকে পাকিস্তানের জন্য এ জাতিই আন্দোলন করেছে কোরবানী দিয়েছে। পাঞ্জাবী অথবা পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে এদেশের মুসলমানদের কোরবানী ঢের বেশী ছিল। তারা করাচী ইসলামাবাদের গোলামীর জন্য এটা করেনি। করেছিল স্রেফ আল্লাহর গোলামী করার জন্য। তৎকালীন নেতৃবৃন্দ জনগণের সাথে গাদ্দারী করল জনগণকে ধোঁকা দিল। পরবর্তীতে ভারতের দালালরা আঞ্চলিকতার ধোঁয়া তুলে জনগণকে আর একদফা ধোঁকা দিল। টেনে নামাল ছোট খাদ থেকে গভীর খাদে। রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে গোটা জাতিকে টেনে নিয়ে গেল দিল্লীর গোলামীর দিকে। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার স্বাদটাতো আল্লাহ ভাল মত চাখিয়ে দিল। তার পরও এখন যারা ঢাকাতে বসে বসে বড় বড় মুনাফেকী করেন তারা ইতিহাসের শিক্ষাকে মাথায় ঢুকাতে চাইনা। মনে রাখবেন মোনাফিকদের দৃষ্টি বড় সংকীর্ণ। অনেক ব্যাপারেই থাকে তারা অন্ধ। তারা মনে করে

তাদের কর্মকান্ড দেশের মানুষ দেখতে পায় না অথবা তাদের প্রভুদের সময়োচিত মদদের প্রতিশ্রুতিতে উদ্বেল হয়ে নিরুদ্বেগ, নির্ভাবনায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত থাকে। ইতিহাস বলবে এজাতি বারবার আল্লাহর গোলামীর জন্য জেহাদ করেছে সংগ্রাম করেছে। ইসলামাবাদ তো বহুদূর, দিল্লীতো বহুদূর, এখানকার লোকাল মোনাফিক দালাল যারা আছে তারা তো বেশী দুরে না। তারা একবার চিন্তা করে না, স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে। সত্যিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে। জনগণ যেটা বিশ্বাস করে স্বাধীনতা, এটা হল আল্লাহর গোলামী। নীতিহীন নেতা এবং বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীরা কি বলে না বলে এটা জনগণের সাথে কোন তালুকাত নেই। জনগণ তাদের কথাও বোঝে না, বিশ্বাসও করে না। কেননা মনে রাখবেন যে আমাদের আবহাওয়া পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে ওটা জনগণের ঈমান আকিদা কালচারের সাথে তথাকথিত নেতা আর বুদ্ধিজীবীদের ধার করা কালচার, অপসংস্কৃতি এবং গোলামী মনোভাবের কোন যোগ নেই। এমনকি তাদের ভাষাও এদেশের মাটির সাথে সম্পর্কিত নয়। একারণেই পঞ্চম বাহিনী এদেশের জনগণের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। এজন্যই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর নেতা চোরাগোপ্তা পথে এ জাতিকে আক্রমণ করছে।

আগে ছিল দিল্লী, দিল্লী থেকে ইসলামাবাদ, ইসলামাবাদ থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে ঢাকা। এখন ঢাকা থেকে আবার জাতিকে তারা নিয়ে যেতে যাচ্ছে দিল্লীর গোলামীর দিকে।

শেষ কথা

- আজ আমাদের ইতিহাসের পুনঃপৌনিক ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ইতিহাস চারশ' বছরের ষড়যন্ত্র এবং ব্যর্থতার ইতিহাস। এ ইতিহাসে রয়েছে বার বার সীমাহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি অর্জনের ব্যর্থতা। কারণ জন আকাংখা বাস্তবায়নে যে নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিলো সে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিল এক সীমাহীন শূন্যতা। প্রকৃতপক্ষে যে নেতৃত্ব ছিলো তা খুবই ছোটো মাপের এবং সে কারণেই ওই সব নেতৃত্ব ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আত্মশ্লাঘা, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতাবিহীন জাতির স্থায়ী গন্তব্য হলো ক্ষুধা পীড়িত ক্রীতদাস ও দালালদের গন্তব্য।
- নিজেদেরকে একটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করতে আজ আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। কি নিহিত আছে সেই ভবিষ্যতের গর্ভে? এ কারণে আগে আমাদের অতীত ইতিহাস জানতে এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যদি আমরা আমাদের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জানতে সক্ষম হই তবে দেখা যাবে অতীতের দালাল এবং বর্তমানের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভূ তাদের স্বার্থ রক্ষায় মিথ্যার আবরণে ইতিহাস রচনা করেছে। আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, দখলদাররাই তাদের মতো করে ইতিহাস রচনা করে। পরাজিত ক্রীতদাসরা ইতিহাস রচনা করে না।
- আত্মমর্যাদা এবং সম্মানের জন্য যতই বেদনাদায়ক হোক, নীচু মনে হোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা ৪শ' বছর গোলাম ছিলাম এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য সেভাবেই নির্ধারিত হয়েছে। এই গাঁজাখোরী ঔপনিবেশিক রাজনীতির মরিচিকা থেকে আমরা যতক্ষণ মুক্ত না হতে পারবো ততক্ষণ আমাদের এই ভাগ্যাবর্তেই ঘুরপাক খেতে হবে।
- আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে? সেখানে আছে বিদেশী প্রভূ এবং স্থানীয় দালালদের ভোগবিলাস ও স্বার্থের জন্য দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই জনগোষ্ঠীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সীমাহীন শ্রম। স্পেন এবং আজকের বসনিয়ার মুসলমানদের মতো বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় একটি জাতি হিসাবে আমাদের নাম-নিশানা থাকবে না। ভবিষ্যতের এই সম্ভাব্য লিখন কি বদলানো যাবে? না কি এটা আমাদের পূর্ব পুরুষদের পাপের ফসল থেকে উৎসারিত গন্তব্য হ্যাঁ, এই গন্তব্য অবশ্যই পরিবর্তনীয়। প্রত্যেক জেনারেশনই তাদের ভাগ্য বিনির্মাণ করে। হয় তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অন্ধভাবে অনুসরণ করে গোলামীর শৃঙ্খলকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয় নতুবা তারা তাদের ইচ্ছা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে একটি পৃথক, উন্নত ও মুক্ত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, এটা কিভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে নির্মোহ হয়ে আমাদের অতীত জানতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
- একটা বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আর তা হলো, স্থানীয় দালালরা জনগণের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করছে। অন্য কথায় এ দালালরাই ঔপনিবেশিক গোলামী পদ্ধতির সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই গোলামী পদ্ধতি ধ্বংস হয়ে গেলে দালালদের আর কোনো কাজ থাকবে না, তাদের কোনো ঠিকানাও থাকবে না। এমনকি প্রভূদের কাছেও তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। তখন একটি মুক্ত, দায়িত্বশীল গর্বিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির কাছে প্রভূদের কোনো অবস্থানই থাকবে না।
- মুক্তিকামী ও ভাগ্য পরিবর্তন প্রয়াসী সকলের বিদেশী প্রভূদের স্থানীয় দালালদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এরা ঔপনিবেশিক গোলামী পদ্ধতির যেকোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। তারা ঔপনিবেশিক গোলামী পদ্ধতি বহাল রাখতে নয়া কলা-কৌশলের

প্রস্তাব দেয়। এই পদ্ধতি রক্ষার জন্য তারা আমাদের গলায় আরো জিঞ্জির পরানো অব্যাহত রাখে। তারা যে পোষাকই পরিধান করুক না কেনো, যে রংই ধারণ করুক না কেনো তাদের সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। তারা কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টে মেকী কান্না এবং সহানুভূতি প্রদর্শনে কম যায় না। তারা যতই আদর্শের বুলি আওড়াকনা কেনো এবং যতই ওয়াদা করুক না কেনো, তা কর্মক্লান্ত অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের জন্য আফিমের নেশা বিস্তারের চেয়ে বেশী কিছু নয়। সব সময় তাদের ওয়াদা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, বিশেষ করে যারা লম্বা লম্বা কথা বলে। মনে রাখা দরকার, গোলামের কাছে কোন আদর্শ, দর্শন বা শ্লোগানই কাজের নয়। কারণ, তাদের জন্য এসব কিছুই কাজে লাগে না। সুতরাং, এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা গোলামী করব না স্বাধীন হবো। মনে রাখা দরকার, গোলাম চলে মনিবের কথায়, তাই স্বাধীন হবার জন্য যা প্রয়োজন তাহলো গোলামীর শিকল ভাঙ্গার মনোবৃত্তি।

- ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই আমাদের মুক্তি অর্জন করতে হবে। মুক্ত মানুষই পারে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন বা গন্তব্য নির্ধারণ করতে। গোলামীর গন্তব্য তাদের প্রভূরাই নির্ধারণ করতে পারে। ঔপনিবেশিক গোলামীর শৃংখল ভেঙ্গে মুক্তি অর্জনে আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন গত চারশ' বছর ধরে আমাদের উপর সন্তর্পণে চাপিয়ে দেয়া আইন, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের ভাগ্য বিনির্মাণসহ সকল বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আমাদেরই। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে কোন অবস্থাতেই ক্ষুধা ও শীত নিবারণে প্রভূর কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য স্থানীয় দালালদের মুখাপেক্ষী যেনো আমাদের না হতে হয়।
- আফিমখোরের মতো নেশাগ্রস্ত না হয়ে আমাদের স্পষ্টতই ভাবতে হবে যে, কল্পিত সোনার বাংলা অথবা ভূস্বর্গ মানেই স্বাধীনতা নয়। আমাদের ভূমি, আমাদের পরিশ্রমের ফসল রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়ার সাহস ও আত্মিক শক্তি কি আমাদের আছে? আত্মসম্মান, অখন্ডতা ও স্বাধীনতার মূল্য দিতে আমরা কি নিঃস্বার্থ ত্যাগী হতে সক্ষম? জাতি আমাদের কি দিতে পারে তা নয়; বরং আমরা জাতিকে কি দিতে পারি-আমরা কি সেই মানসিকতা অর্জনে সক্ষম? মুক্তি অর্জন মানে কারো উপর নির্ভরশীলতা নয়। এমন কি দুঃখ-বেদনা, ক্ষুধা আর সীমাহীন ক্লেশও যদি থাকে তা আমাদেরই। তার দায়-দায়িত্ব আমরাই বহন করবো। এজন্য সত্যনিষ্ঠ আদর্শ, আত্মমর্যাদা ও সংহতি বা অখন্ডতাকে কেন্দ্র করে নির্ভেজাল ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।
- অনেকে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে জনগণকে বিভক্ত করার প্রয়াস পাবে। এ ক্ষেত্রে তারা চাইবে তাদের নির্দেশ ও পরামর্শ যেনো জনগণ মেনে চলে। তারা ঠাট্টা করে বলবে-'তোমার পেট ফাঁকা, বউবাচ্চাসহ তোমার পরিবারের লোকজন অনাহারী, শীতের কাপড় নেই, রোগাক্রান্ত-এ অবস্থায় স্বাধীনতা আর আত্মসম্মানবোধের কোনো মানে আছে?' তাদের কথার ফাঁদে পড়লে তারা আর এক ধাপ এগিয়ে জনগণকে আরো গরম করে দেবে। মুক্তি আর আত্মসম্মানের জন্য হৃদয়ের কান্নাকে ভুলিয়ে দিতে আফিমের নেশায় ডুবিয়ে রাখতে দালালরা কসুর করে না। স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধে অনড়-অটল মানুষকে দালাল গোষ্ঠী পাগল অথবা নির্বোধ বলবে। এমনকি এরফলে অতি আপনজনও পর হয়ে যেতে পারে।
- সকল উস্কানী ও হুমকি অবজ্ঞা করে স্বীয় প্রচেষ্টায় মুক্তি ও আত্মসম্মান অর্জনের সাহস কি আমাদের আছে? সেই সাহস না থাকলে আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে দুঃখ ভুলতে হবে এবং নিজের ও ভবিষ্যত বংশধরদের ভাগ্যকে গোলামীর কাছে সোপর্দ করতে হবে।

"এ দেশের পঞ্চমবাহিনী দেশকে বিক্রি করছে, সীমান্ত রেখা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের সব শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজকে ভাঙা ভাঙা অবস্থায় বিরাজমান জনগণের খন্ডিত শক্তিসমূহকে জোড়া দিয়ে জনগণের মূলশক্তিকে যদি সুসংহত না করতে পারি, তাহলে এ দেশকে গোলাম বানাতে কামান-বন্দুকের দরকার পড়বে না। ঘরের শত্রু বিভীষণরা রাতের অন্ধকারে ডেকে আনবে আমাদের শত্রু পক্ষকে। সকালে উঠেই দেখবেন আপনার হাত-পা গোলামীর শিকলে বাঁধা। .....

..... দালাল চরিত্রের ভীরু-কাপুরুষ নেতা ও নেত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না। তারা অতীতেও যেমন নিরাশ করেছে, আগামীতেও একইভাবে নিরাশ করবে। এখন এ দেশের ভাগ্যহত মানুষের একমাত্র ভরসা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই একটি মাত্র সম্পদই মুসলমানদের ভারতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে।"

– কর্ণেল (অবঃ) ফারুক